وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রে একত্রিত হয়। একজন বলল, আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোততাড়িত আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দুর্বলতা কী? তিনি বললেন, দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া *(আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৭, হাদীছ ছহীহ)*।

● ৮ম বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● ডিসেম্বর ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

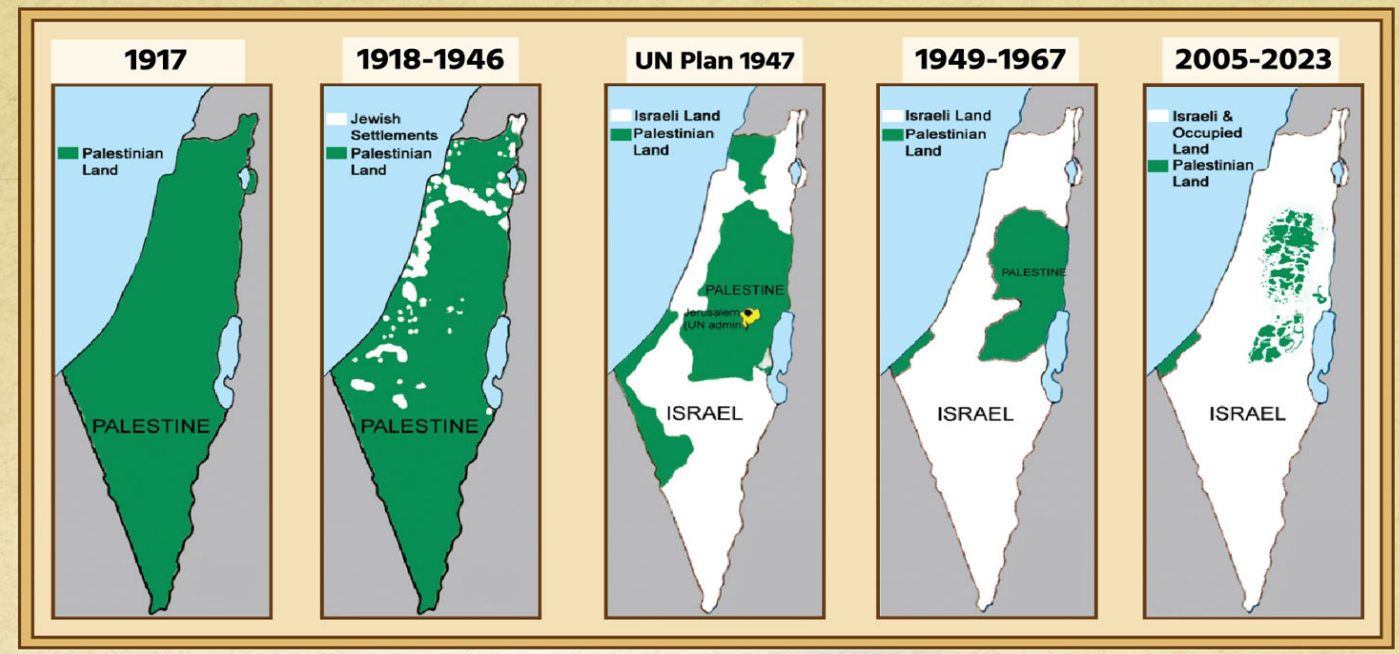

সম্পাদকীয়

ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমাদের করণীয়

ইতিহাসের পাতা থেকে

জেরুযালেম ও বায়তুল মাক্বদিস : ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

www.al-itisam.com

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، جمادى الأولى و جمادى الثانية ١٤٤٥هـ/ ديسمبر ٢٠٢٣م العدد: ٢ ، الجزء : ٨٦
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ফিলিস্তীন: নিজ দেশে পরাধীন হওয়া ফিলিস্তীনীদের ভূমি হারানোর করুণ উপাখ্যানকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি- ১ম পর্যায় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উছমানীয় খেলাফতের পতনের পর ফিলিস্তীন ভূখণ্ডটি ব্রিটেনের করায়ত্ত হয়। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর এ ভূখণ্ডে একটি 'ইয়াহূদী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলে প্রায় আড়াই লাখ ইয়াহূদী ক্রমান্বয়ে ইউরোপ থেকে ফিলিস্তীনে এসে বসতি গড়ে। দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তীনীদের আবাসভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তীনীদের আর বাকি ৫৫ শতাংশ ভূমি ইসরাঈলের দখলে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। জাতিসংঘের এমন সিদ্ধান্তে ইয়াহূদীরা কালক্ষেপণ না করে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তাদের স্বাধীনতার পক্ষে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। তৃতীয় পর্যায় : ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈলের ক্ষিপ্র আক্রমণে পরাস্ত হয় আরব দেশগুলো, ফলে তাদের দখলদারিত্ব আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে। চতুর্থ পর্যায় : ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় মিত্রদের সহযোগিতায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও শক্তিশালী জনসংযোগব্যবস্থার কারণে প্রায় ৯০ লাখ জনসংখ্যার দেশ ইসরাঈল অনেকটা পরাশক্তি হিসেবেই নিজেদের অবস্থান সুসংহত করে। আর সেই সাথে চলতে থাকে জায়নবাদীদের অবৈধ দখলদারিত্ব। পঞ্চম পর্যায় : ২০০৫ সালে ফিলিস্তীনীরা গাযায় ইসরাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে ওঠে। বহু প্রাণের বিনিময়ে গাযা থেকে দখলদারদের হটাতে সক্ষম হয় আর পশ্চিম তীর তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে যায়। ২০০৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে গাযায় হামাস বিপুল জনসমর্থন নিয়ে গাযার নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারপর ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০২১ ও ২০২২ সালে পশ্চিমা মদদপুষ্ট ইসরাঈলীদের বর্বরোচিত হামলার শিকার হয়েছে অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকার হতভাগ্য মানুষগুলো। পুরো ফিলিস্তীন যাদের পিতৃভিটা ছিল তারা এখন পশ্চিম তীরে ৫,৬৫৫ বর্গকিলোমিটার আর গাযায় ৩৬৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার নামসর্বস্ব মালিক।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ | নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯ রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৫ || ঈসায়ী ২০২৩ || বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ - ডিসেম্বর	১৬ - জুমাদাল উলা	শুক্রবার	৫.০৪	৬.২৩	১১.৪৭	২.৫০	৫.১১	৬.৩০
০৫ - "	২০ - "	মঙ্গলবার	৫.০৬	৬.২৬	১১.৪৯	২.৫১	৫.১২	৬.৩১
১০ - "	২৫ - "	রবিবার	৫.০৯	৬.২৯	১১.৫১	২.৫২	৫.১৩	৬.৩৩
১৫ - "	০১ - জুমাদাল আখের	শুক্রবার	৫.১২	৬.৩৩	১১.৫৩	২.৫৪	৫.১৪	৬.৩৪
২০ - "	০৫ - "	বুধবার	৫.১৫	৬.৩৫	১১.৫৬	২.৫৬	৫.১৬	৬.৩৭
২৫ - "	১০ - "	সোমবার	৫.১৭	৬.৩৮	১১.৫৮	২.৫৮	৫.১৯	৬.৩৯
৩০ - "	১৫ - "	শনিবার	৫.২০	৬.৪০	১২.০১	৩.০১	৫.২২	৬.৪২

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	০	-৩
টাঙ্গাইল	+৩	+৩	+১
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	০	+১	+৪
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	০	০	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+১	+২	-১
শেরপুর	+৩	+৪	০
জামালপুর	+৩	+৪	০
নেত্রকোনা	০	+১	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৩
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৮	-৮	-৪
রাঙ্গামাটি	-৮	-৯	-৪
বান্দরবান	-৭	-১০	-৪
কুমিল্লা	-৩	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	-১	-১	০
চাঁদপুর	-২	-২	০
ফেনী	-৫	-৫	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৪	-৩	-৮
সুনামগঞ্জ	-২	-১	-৩
মৌলভীবাজার	-৪	-৪	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৮	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+১০	+৮
নাটোর	+৭	+৭	+৫
পাবনা	+৫	+৫	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৪	+২
বগুড়া	+৬	+৬	+৩
নওগাঁ	+৭	+৮	+৪
জয়পুরহাট	+৭	+৮	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৭	+৮	+২
দিনাজপুর	+৯	+১১	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৬	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৭	০
লালমনিরহাট	+৭	+৮	+১
নীলফামারী	+৯	+১০	+৩
পঞ্চগড়	+১১	+১২	+৪
ঠাকুরগাঁও	+১১	+১২	+৫

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৪	+৮
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৮
মাগুরা	+৪	+৪	+৫
নড়াইল	+৩	+৩	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-১	+২
পটুয়াখালী	-১	-২	+৩
পিরোজপুর	০	০	+৪
ঝালকাঠি	-১	-২	+৩
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-২	+৪

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com)
গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

www.al-itisam.com

৮ম বর্ষ
২য় সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৩
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০
জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখের ১৪৪৫

بِسْــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ই'তিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
- শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
- তরিকুল ইসলাম
- আল আমিন
- আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার উপকারিতা ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» কার সাথে পর্দা করবেন? (পর্ব-৩) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জুমআর খুৎবা ও খতীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ০৮
-মাহবূবুর রহমান মাদানী

» তাক্বওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১০
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার (পর্ব-৭) ১২
মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

» উৎসবে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম ১৬
-মাযহারুল ইসলাম

» সুখী জীবন পেতে হলে... ১৯
-তাওহীদুর রহমান সালাফী

» ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ ২২
-আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম

» মাদরাসা শিক্ষা সম্ভাবনা, সংকট ও বাস্তবতা ২৪
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» রিযিক্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন? ২৬
-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» তাওহীদবাদী মুত্তাক্বী ব্যক্তিদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে মনোনীত ও প্রতিষ্ঠিত করা ২৮
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ দিশারী
» যারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারে ৩১
-সাব্বির আহমাদ

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা
» রাবী পরিচিতি-৯ : আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী আল-বালিসী আল-জাযারী রাহিমাহুল্লাহ ৩৩
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে
» জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা (পর্ব-২) ৩৪
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ জামি'আহ পাতা
» আল-জামি'আর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৮
-আল-জামি'আর ইতিহাসপ্রিয় কতিপয় ছাত্র

◈ কবিতা ৪০

◈ সংবাদ ৪২

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমাদের করণীয়

ইয়াহূদী এমন একটি জাতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও সীমালঙ্ঘন যাদের মজ্জাগত অভ্যাস। হিংসা-বিদ্বেষ, বর্বরতা-পাশবিকতা, হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি তাদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা, অভিশাপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গযব। ওদের উপর চাপানো হয়েছে অভাব। তা এজন্য যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে...' *(আলে ইমরান, ৩/১১২)*।

ফিলিস্তীনিদের পবিত্র ভূমি বারবার শত্রুর আক্রমণের স্বীকার হয়। জন্মভূমি রক্ষার জন্য এক শতাব্দী ধরে অর্থ ও জীবন দিয়ে তারা সংগ্রাম করছে। চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পশ্চিমা শক্তি তাদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদেরকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করে যাচ্ছে। সম্প্রতি হামাসের হামলার প্রেক্ষিতে তারা যে হামলা চালায় তা বর্বরতা ও অমানবিকতার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। শরণার্থীশিবির, মসজিদ, হাসপাতাল, মুমূর্ষু রোগী কেউই তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। পানি, বিদ্যুৎ ও ইনটারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং অবিরাম হামলা চালিয়ে গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হামাস নির্মূলের নামে নির্বিচারে ফিলিস্তীনিদেরকে তারা হত্যা করে চলেছে। শান্তি স্থাপনের নামে ক্রমাগত প্রতারণা করা তাদের চরিত্র। তারা বারবার চুক্তি করে এবং শর্ত ভঙ্গ করে। তাদের প্রতারণা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিসংখ্যান বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতারণা ও চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, 'যখনই তাদের একটি দল অঙ্গীকার করে, তখনই তাদের আরেক দল তা ভঙ্গ করে বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না' *(আল-বাক্বারা, ২/১০০)*।

যুদ্ধ ব্যতীত তাদের প্রতিহত করার কোনো উপায় নেই। নিশ্চিত পরাজয় ব্যতীত কোনোভাবেই তারা সমঝোতার পথে আসবে না। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৬)*। জাতির অনেক লোক আছে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে সত্য এবং জাতিকে বিক্রি করে। আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ইলাহী আদেশকে পরিত্যাগ করে। ইসলাম দ্বারা সম্মানিত হওয়ার পথকে বর্জন করে পশ্চিমা শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রে একত্রিত হয়। একজন বলল, আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোততাড়িত আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দুর্বলতা কী? তিনি বললেন, দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া *(আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৭)*।

প্রত্যেক মুসলিমের তার অবস্থা পর্যালোচনা এবং সংস্কার করা প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে *(আর রা'দ, ১৩/১১)*। মনের মধ্যে যদি কাপুরুষতা, চরম দরিদ্রতা থাকে এবং জাতীয় সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে না। তাছাড়া শান্তির প্রত্যাশা কিংবা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে পবিত্রভূমি বিক্রি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা সামান্য পরিমাণের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৪৬২)*। যদি আল্লাহকে ভয় করা হয় এবং কুরআনের বিধিমালা অনুসরণ করা হয়, তবে আল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা এবং সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতা পথ পরিহার করা বিজয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তাছাড়া সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বিজয়ের অন্যতম উপায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের বিজয় দান করবেন এবং তোমাদের দৃঢ় পদক্ষেপের ক্ষমতা দান করবেন' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৭)*।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৫ নং পৃষ্ঠায়)

অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার উপকারিতা

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অনর্থক বিষয় বর্জন করা কোনো ব্যক্তির সুন্দর ইসলামের পরিচায়ক’।[১]

হাদীছটির অবস্থান : এটি একটি মহান হাদীছ। ত্রুটি ও অশ্লীলতা থেকে আত্মার সংরক্ষণ, বিশুদ্ধকরণ ও উত্তম চরিত্রে সমৃদ্ধকরণ এবং উপকারবিহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় মূলনীতি।[২] ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হাদীছটি শিষ্টাচারের মূলনীতিগুলোর অন্যতম’।[৩] হামযাহ কিনানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘এই হাদীছটি ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ’।[৪] ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘এটি হলো মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপক অর্থবোধক তাৎপর্যপূর্ণ বাণীর অন্তর্ভুক্ত, যা সংক্ষিপ্ত বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি এমন এক চিরন্তণ বাণী, যা ইতোপূর্বে কেউ বলেনি’।[৫] ইবনু হাজার আল-হায়তামী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘আবূ দাউদ রাহিমাহুল্লাহ-এর ভাষ্য অনুযায়ী এটি ইসলামের এক-চতুর্থাংশ। আর আমি বলি, এটি ইসলামের অর্ধেক বরং ইসলামের সম্পূর্ণ আদর্শ ও শিক্ষা এই একটিমাত্র হাদীছে নিহিত আছে’।[৬] আল্লামা ছানআনী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ‘হাদীছটি মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক অর্থবোধক বাণীর অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁর বাণী ও কর্মকে শামিল করে’। ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র ধার্মিকতাকে একটি মাত্র বাক্যে একত্রিত করেছেন। তাঁর বাণী, ‘একজন সুন্দর মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অনর্থক বিষয় বর্জন করা’। এই হাদীছের অর্থ অনর্থক সবকিছুর বর্জনকে শামিল করে। যেমন— কথা বলা, দেখা, শোনা, ধরা, হাঁটাচলা, চিন্তা করা এবং অন্যান্য দৃশ্যমান ও অভ্যন্তরীণ গতিবিধি। এটি ধর্মপরায়ণতার একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ’।[৭]

ব্যাখ্যা : অনেক লোক অন্যের সাথে তাদের কথোপকথনে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে এবং নৈতিকতা বা নম্রতার বিবেচনা করে না। মহান নৈতিক আচরণে সমৃদ্ধ হওয়ার মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং উত্তম গুণাবলির প্রতি আগ্রহের অভাবে তারা এমনটা করে। যার কারণে তাদের উদ্বেগের বিষয় নয় এমন বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করে এবং মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে জানতে প্রশ্ন করে।

প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাথে এই হাদীছের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। কারণ, একজন মুমিন আল্লাহ তাআলাকে সর্বদা উপস্থিত মনে করেন। তিনি মনে করেন আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন, তার কথা শুনছেন এবং তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ‘মানুষ যে কোনো কথাই উচ্চারণ করে না কেন, তা সংরক্ষণ করার জন্য সদাপ্রস্তুত প্রহরী আছেন’ *(ক্বাফ, ৫০/১৮)*। একজন উত্তম মুসলিম যা জানেন, তা ব্যতীত তিনি কথা বলেন না। তিনি এমন বক্তব্য দেন, যা তার উপকারে আসে এবং তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। আর যখন তিনি কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তিনি দেখেন যে, এই কাজটি কি তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে, না-কি তার পরকালকে ক্ষতির মুখে ফেলবে?

উক্ত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেই পথে চলার নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যে পথে চললে একজন বান্দা তার দ্বীনের পূর্ণতা, ইসলামের সৌন্দর্য ও সৎকর্মের পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারবে। তিনি বুঝিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির ইসলাম যে কারণে আরও উত্তম, আরও চমৎকার হয়, তা হলো এমন কিছু কথা-কাজ বাদ দেওয়া, যা অর্থহীন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

‘অনর্থক বিষয় বর্জন করা কোনো ব্যক্তির সুন্দর ইসলামের পরিচায়ক’- এই বাণীতে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে ইসলামের জন্য এমন কিছু ত্যাগ করার নির্দেশনা দিয়েছেন, যা তার কোনো উপকারে আসে না, বরং পালনকর্তার নৈকট্য অর্জনে অন্তরায় হয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যা কল্যাণকর তোমরা তা করতে আগ্রহী হও’।[৮] তিনি এখানে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় করাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ, দুনিয়া পরকালের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়ার জীবন ঐ রকম সংক্ষিপ্ত, যেমন গাছের ছায়া ক্ষণিকের, যা খুব দ্রুত সরে যায়। কাজেই জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে পরকালকে তার চিন্তার খোরাক বানায় এবং জান্নাতকে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সময়ের সদ্ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে কবি খুবই চমৎকার কথা বলেছেন, ‘রাতের অন্ধকারে যখন তুমি অবসরে বিশ্রাম নাও,

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. তিরমিযী, হা/২৩১৭, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭৬।
২. আল-জাওয়াহিরুল লুলুইয়্যাহ, শারহুল আরবাঈন আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ১২৩।
৩. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২০৭।
৪. সুয়ূত্বী, তানবীরুল হাওয়ালিক, ৩/৯৬।
৫. তামহীদ, ৯/১৯৯; শারহুয যারকানী আলা মুওয়াত্ত্বা মালেক, ৪/৩১৭।
৬. ফাতহুল মুবীন, পৃ. ১২৮।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ২/২২।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

তখন দুই রাকআত ছালাত আদায়কে গনীমত মনে করো আর যখন তুমি অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়ার সংকল্প করো, তখন আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠে মনোযোগী হও'।[৯]

গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দেওয়া এবং অর্থবহ কাজে ব্যস্ত হওয়ার উপকারিতা ব্যাপক। আত্মা যদি আনুগত্যের কাজে সম্পৃক্ত না হয়, তবে সে পাপে জড়িয়ে পড়ে। যারা মানুষের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে, তারা নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে যায়। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চায় লিপ্ত হয়ে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে। পক্ষান্তরে ব্যক্তির দায়িত্ববোধ এবং অর্থবহ কাজে সম্পৃক্ততা তার সময় সাশ্রয় করে এবং তার কল্যাণকর কাজকে গতিশীল করে। তাছাড়া সম্পদ সংরক্ষণ, উপার্জন বৃদ্ধি, সৎকর্ম সম্পাদন ও দৃঢ়তাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন সমাজে তাঁর উচ্চাসন নিশ্চিত করে।

উক্ত হাদীছের উদ্দীষ্ট অর্থ অনেক বিষয়কে শামিল করে। তার মধ্যে অন্যতম হলো দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি না দেওয়া। কেননা দুনিয়ার সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হৃদয়কে কলুষিত করে এবং মূল্যহীন বস্তুর প্রতি মনকে আবদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ 'আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না; তাদের জন্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনি মুমিনদের জন্য আপনার বাহুকে অবনমিত করুন' *(আল-হিজর, ১৫/৮৮)*।

আব্দুর রহমান সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'দুনিয়ার প্রতি বিমোহিত হয়ে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না। দুনিয়ার সুস্বাদু খাদ্য, সুপেয় পানীয়, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, নয়নাভিরাম অট্টালিকা ও সুন্দরী নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে বারবার দেখবেন না। কারণ, এসবই পার্থিব জীবনের বাহ্যিক সৌন্দর্য, যার প্রতি কেবল প্রতারিত, কল্যাণ বঞ্চিত ও পথহারা ব্যক্তিরাই আসক্ত হয় এবং একে তাদের উপভোগের লক্ষ্যবস্তু বানায়। তারা পরকাল থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য উপভোগে মত্ত থাকে। বস্তুত, এরাই অপরাধী সম্প্রদায়। এই চাকচিক্য ও সৌন্দর্য খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। একটা সময় যখন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন দুনিয়া তার আসক্ত ও প্রেমিককে হত্যা করে। ফলে এরা প্রচণ্ড অনুতপ্ত হয় এবং খুব অনুশোচিত হয়। তবে তখন অনুতাপ বা অনুশোচনা তার কোনো উপকারে আসে না'।[১০]

হাদীছটিতে যেসব বিষয় বর্জন করতে বলা হয়েছে তা হলো— অনর্থক বাক্যালাপ ও অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন। কারণ, এগুলো জিহ্বার আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই হাদীছের অন্য বর্ণনায় এই অর্থটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অনর্থক আলোচনা হতে বিরত থাকাই একজন মুসলিমের ইসলামকে সুন্দর করে'।[১১]

আমরা অনেক ছাহাবীর জীবনী থেকে জানতে পারি যে, তাঁরা যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখনই তাঁদের মধ্যে উত্তম ইসলামের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই অর্থে যে, তাঁরা তাঁদের ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ আর বিশুদ্ধ করেছেন। তাই তাঁদের মধ্যে দ্বিধা, দুর্বলতা এবং কপটতা প্রবেশ করতে পারেনি। যাতে তাঁরা তাদের দলভুক্ত না হন, যাদের হৃদয়ে ব্যাধি, ঈমানে দুর্বলতা ও কপটতা আছে।

যারা অনর্থক আলোচনা বর্জন করে, তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ '(মুমিন তো তারাই) যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৩)*। কেননা, যে ব্যক্তি অনর্থক আলোচনা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখে, তিনি এমন পদস্খলন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন, যা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন এবং যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আর তিনি জিহ্বাকে সমালোচনা ও পরচর্চা থেকে রক্ষা করেন। এজন্য শরীআত কুরআন ও হাদীছের বহু জায়গায় নীরবতাকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। তবে আল্লাহর যিকির, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ 'তাদের অধিকাংশ আলোচনায় কোনো কল্যাণ নেই তবে দানের নির্দেশ, সৎকাজের আদেশ ও মানুষের মাঝে সংশোধন করা ব্যতীত' *(আন-নিসা, ৪/১১৪)*।

অতএব, একজন ব্যক্তির সুন্দর ইসলাম বলতে তাঁর ইসলামকে সংশোধন করা এবং তাঁর ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করা বুঝায়। তাই প্রশ্ন হলো— তাঁর ইসলাম সংশোধন ও পূর্ণাঙ্গ করার উপায় কী? এর উত্তর হলো— বেশ কতগুলো উপায়ে একে সংশোধন করা যায়। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো— অর্থবহ বা কল্যাণকর নয় এমন কিছু বর্জন করা। হাদীছে বর্ণিত শব্দ 'অর্থবহ বা কল্যাণকর নয়' এর বাহ্যিক অভিব্যক্তি সাধারণ তথা সকল বিষয়কে শামিল করে। সুতরাং হৃদয়ের সাথে, জিহ্বার সাথে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত।

হৃদয় হচ্ছে মানবদেহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই একে খারাপ চিন্তা, মন্দ পরিকল্পনা এবং দূষিত ইচ্ছা থেকে রক্ষা করা দরকার। নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এবং সন্দেহপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ অনর্থক কাজ, অপ্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা এবং নিষ্ফল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যে ব্যক্তি তার চিন্তাভাবনাকে কলুষিত করে এবং ইচ্ছাকে দূষিত করে, সে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে আর ভাবে সেই একমাত্র

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক, কিতাবু ফাছলিল খিতাব ফী যুহদি ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ৯৩৮; তারিখু দিমাশক, ৩২/৪৫৯-৪৬১।
১০. সূরা ত্ব-হার ১৩১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
১১. আহমাদ, হা/১৭৩২।

আল্লাহর অনুগত বান্দা। অথবা চিন্তা করে যে এক খণ্ড জমি বিক্রি করে লাভবান হয়েছে। তারপর এভাবে জমি কিনতে কিনতে সে এক সময় মিলিয়নিয়ার বা বিলিয়নিয়ার হয়ে যাওয়ার লোভে পতিত হয়। এটি এমন দূষিত চিন্তাভাবনা, যা তার দুনিয়া বা আখেরাত কোথাও উপকারে আসে না। এটি এমন ব্যর্থদের চিন্তাভাবনা, যারা কাজ না করে বসে থাকে আর স্বপ্ন দেখে যে, সে এই হবে, ঐ হবে। সে দুনিয়া বা পরকাল কোনো স্থানের জন্যই অর্থবহ আমল করে যেতে পারে না। ফলে এটাই তার হৃদয়কে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এমন কিছুতে ব্যস্ত রাখা যার কোনো স্বার্থকতা নেই। অর্থাৎ যা দুনিয়া বা পরকাল কোথাও তার কোনো উপকারে আসে না। এমনটা খুব কম দেখা গেছে যে, বান্দা নানান হারাম কাজে ব্যস্ত, তা সত্ত্বেও তিনি অনর্থক কাজে জড়াননি। আর এমন ঘটানও খুব কম দেখা গেছে যে, বান্দা অবাধ দর্শনে মত্ত, ভূরিভোজে মগ্ন, ভালোমন্দের বাছবিচার ছাড়া অবাধ মেলামেশায় ব্যস্ত অথচ তিনি অনর্থক কোনো কিছুতে সংযুক্ত হননি। এসবই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়।

যদি কোনো ব্যক্তি এমন জিনিসের দিকে তাকায়, যা দেখা তার জন্য বৈধ নয়, তবে এটি তার অনর্থক কাজে জড়ানো হিসেবে গণ্য হবে। এটি হয়তো এমন মনোরম চিত্র বা এমন কিছু পড়া, যা দেখা বৈধ নয় কিংবা এমন কিছু, যা কুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে বা মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এটি জিহ্বার সাথেও সম্পর্কিত। আর তা হলো মানুষের এমন বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকা, যার কোনো অর্থ নেই। যেমন: পরনিন্দা করা, সমালোচনা করা, মানুষের সম্ভ্রম নিয়ে সমালোচনা করা, অপ্রয়োজনে প্রশ্ন করা এবং অতিরিক্ত কথা বলা।

জনৈক পণ্ডিত বলেছেন, ‘পার্থিব জীবনে প্রশস্ত জীবন পদ্ধতি অবলম্বন মানেই অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন কিছুতে জড়িয়ে যাওয়া। কারণ, সে এখান থেকে এমন কিছু পায়, যা তাকে অভাবমুক্ত বানিয়ে দেয়। তাই সে নিজে, তার পরিবার ও সন্তানকে মানুষের প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে মনে করে। সে স্বর্ণ-রৌপ্য ও মুণি-মুক্তা ইত্যাদি আহরণ করে তার জীবনের গতিপথকে সুগম করে। সে রঙীন জীবন লাভের স্বপ্নে নিরন্তর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। অথচ তাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ - كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ‘প্রাচুর্য অর্জনের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে। যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে উপনীত হও। তোমরা শীঘ্রই (এর পরিণতি সম্পর্কে) জানতে পারবে’ *(আত-তাকাছুর, ১০২/১-৩)*। যখন তাকে কবরে রাখা হবে, তখন সে জানবে যে, এই তাড়াহুড়ো, ব্যস্ততা ও প্রশস্ততার অনুসন্ধান ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুর পেছনে ছুটা। একেই বলা হয় অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজনের পেছনে ছুটা। এটা পরকালের জন্য প্রস্তুতির আলোকে হতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ হতে হবে বা পরকালকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে’।

‘যার কোনো অর্থ নেই’ এমন বাক্য বলতে কী বোঝায়? এই বাক্যের উপকারিতা কী? এই বাক্য দুনিয়া ও আখেরাতে কী উপকার বয়ে আনবে? কিন্তু মানুষের উপর যখন কোনো কাজ কষ্টসাধ্য হয়, তখন সে এমন কাজে ব্যস্ত হয়, যা তার কোনো উপকারে আসে না। যখন কোনো ব্যক্তি প্রতারিত হয়, তখন সে অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমন সময় মানুষ নিজেকে ভুলে যায় এবং সে নিজেকে সংশোধন করে না আর তার দোষত্রুটি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে না। সে আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিকে অন্যের দোষত্রুটি, পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তি খোঁজার কাজে ব্যবহার করে। তখন সে প্রশ্ন করে, সে ওটা কেন করেছে এবং ওটা কেন করেনি? তার নিজেকে এবং নিজের কাজকে পাপ উপার্জনের কাজে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

এই নির্দেশনা জেনে রাখা উচিত যে, অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কিছু বর্জনের ক্ষেত্রে নিখুঁত বিধিমালা হলো সেটাই, যা শরীআত অনুমোদন দিয়েছে। এখানে প্রবৃত্তি বা কল্পনাপ্রসূত কোনো মতামতের স্থান নেই। এজন্যই মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক কোনো কিছুর বর্জনকে ব্যক্তির সুন্দর ইসলামের নিদর্শন বলে অভিহিত করেছেন। কেননা কিছু মানুষ এমন কিছু কাজ বর্জন করে, যেগুলো আদায়ে শরীআত উৎসাহিত করেছে। অথচ এগুলোকে তারা অন্যের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ মনে করে। উক্ত অজুহাতকে পুঁজি করে তারা সদুপদেশ প্রদান এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মতো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র যুক্তি হলো, অন্যের ব্যক্তিত্বকে সম্মান দেওয়া। এসবই শরীআতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেদায়াত থেকে দূরে থাকার কৌশল। কেননা, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক কাজকর্ম বর্জন করতেন। এ সত্ত্বেও তিনি উপদেশ ও পথপ্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ চলমান রেখেছেন। দেশে ও প্রবাসে সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে এ মহান দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন।

মোদ্দাকথা: উক্ত হাদীছে সময়ের অপচয় রোধে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল্যাণ অর্জনের প্রতিযোগিতা এবং সৎকর্ম উপার্জনের সাধনা ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। অনর্থক বিষয় বর্জন ব্যক্তিকে আত্মার পরিশোধন এবং আমল সম্পাদনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সময়ের যথাযথ ব্যবহারে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। তিনি যেন আমাদের অতিরিক্ত ভোগবিলাস এবং আরাম-আয়েশ থেকে রক্ষা করেন- আমীন!

কার সাথে পর্দা করবেন?

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৩)

(খ) বৈবাহিকসূত্রে স্থায়ী মাহরাম নারীগণের বিবরণ :

কোনো পুরুষ বিয়ে করলে বিয়ে করার কারণে তার জন্য কয়েক শ্রেণির নারী চিরতরে হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বৈবাহিকসূত্রে স্থায়ী মাহরাম নারী বলা হয়। বৈবাহিকসূত্রে স্থায়ী মাহরাম নারীগণ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—

প্রথম প্রকার: স্ত্রীর জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় বা বংশ সম্বন্ধীয় মাহরাম নারী

(১) শাশুড়ি: কোনো পুরুষ ব্যক্তির স্ত্রীর জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় বা বংশ সম্বন্ধীয় মাহরাম নারী হচ্ছেন তার স্ত্রীর মা (শাশুড়ি), স্ত্রীর মায়ের মা (নানী শাশুড়ি), স্ত্রীর পিতার মা (দাদী শাশুড়ি)— এভাবে যতই উপরে যাক না কেন। অন্যভাবে বলা যায়— স্ত্রীর মা, স্ত্রীর নানী, স্ত্রীর দাদী ও তাদের ঊর্ধ্বতন নারীগণ হচ্ছেন কোনো পুরুষের স্ত্রীর জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত মাহরাম। এ শ্রেণি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ 'আর (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের স্ত্রীর মাতাগণকে (শাশুড়িগণকে)' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*। এ আয়াতাংশে 'তোমাদের স্ত্রীর মাতাগণ' বলতে উপরে বর্ণিত সকল নারী উদ্দেশ্য।[১]

জ্ঞাতব্য, শাশুড়ি, নানী শাশুড়ি, দাদী শাশুড়ির সাথে চিরতরে বিয়ে বন্ধন হারাম হওয়ার জন্য শাশুড়ির মেয়ে অর্থাৎ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়া শর্ত নয়; বরং কেবল বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তারা হারাম হয়ে যাবেন। অতএব, যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে ঐ নারীর মা, দাদী শাশুড়ি, নানী শাশুড়ি ও তাদের ঊর্ধ্বতন নারীগণ ঐ পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে— যদিও ঐ নারীর সাথে ঐ পুরুষের সহবাস না হয়। সেজন্য, বিয়ের পরপরই যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা স্ত্রী মারা যায় এবং তাদের মধ্যে সহবাস না হয়ে থাকে, তথাপিও শাশুড়ি, নানী শাশুড়ি, দাদী শাশুড়ি ঐ ব্যক্তির জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।[২]

দ্বিতীয় প্রকার: যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, তার জন্মদান সম্বন্ধীয় মাহরাম নারী

(২) স্ত্রীর মেয়ে: অর্থাৎ স্ত্রীর অন্য স্বামীর বা অন্য ঘরের মেয়ে, যে স্ত্রীর সাথে বর্তমান স্বামীর সহবাস হয়েছে। এমনটা হলে অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস হলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর বা অন্য ঘরের মেয়ে এই স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।[৩] শুধু স্ত্রীর অন্য ঘরের মেয়ে নয়, বরং মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, তাদের মেয়ে— এভাবে যতই নিচে যাক না কেনো সবাই হারাম হয়ে যাবে।[৪] মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ '(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছো, সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাকো, তবে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*।

আয়াতে رَبَائِبُ শব্দটি رَبِيبَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর অন্য পক্ষের মেয়ে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে স্ত্রীর অন্য কোথাও বিয়ে হয়েছিল এবং সেখানে তিনি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। তারপর সেই স্ত্রীর স্বামী মারা যায় বা তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর বর্তমান স্বামী তাকে বিয়ে করে। এখন, স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়েটিকে বর্তমান স্বামীর رَبِيبَةٌ বলা হয়ে থাকে।[৫]

উল্লেখ্য, স্ত্রীর আগের পক্ষের মেয়েটি বর্তমান স্বামীর উপর হারাম হওয়ার জন্য তাকে বর্তমান স্বামীর গৃহে লালিত-পালিত হওয়া শর্ত নয়। কুরআন মাজীদে, اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم 'যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে'— কথাটি বলার কারণ হচ্ছে, সাধারণত তারা তাদের মায়ের সাথে মায়ের পরের স্বামীর বাড়ি তথা তাদের সৎবাবার বাড়ি চলে আসে এবং সেখানেই লালিত-পালিত হয়। এই হিসেবে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে; শর্ত হিসেবে নয়।[৬]

মেয়ে ও তার মা কোনো পুরুষের উপর হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে, اَلْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَالدُّخُوْلُ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ 'মেয়ের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তার মা হারাম হয়ে যায় আর (অন্য পুরুষের ঔরসজাত) মেয়ের মায়ের সাথে বিবাহোত্তর সহবাস করলেই মেয়ে হারাম হয়ে যায়।[৭]

তৃতীয় প্রকার: কোনো পুরুষের সন্তানাদির স্ত্রী

(৩) পুরুষের সন্তানাদির স্ত্রী: এখানে কোনো পুরুষের সন্তানাদি বলতে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী প্রমুখ উদ্দেশ্য।

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. দ্রষ্টব্য: তাফসীর বাগাবী, ২/১৯০।

২. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৪৩; বাকর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ১১।

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৫০।

৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৫২।

৫. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৪৪।

৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৫১।

৭. বাকর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ১০-১১।

অতএব, কোনো পুরুষের সন্তানাদির স্ত্রী বলতে ছেলের স্ত্রী (পুত্রবধূ), ছেলের ছেলের স্ত্রী (নাতবৌ), মেয়ের ছেলের স্ত্রী (নাতবৌ)— এভাবে যত নিচে যাক সবাই উদ্দেশ্য। এই শ্রেণির নারী হারাম হওয়া প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ '(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে' *(আন-নিসা, ৪/২৩)*।

অতএব, কোনো পুরুষের ছেলের স্ত্রী (পুত্রবধূ), ছেলের ছেলের স্ত্রী (নাতবৌ), মেয়ের ছেলের স্ত্রী (নাতবৌ) এবং এভাবে যত নিচে যাক, তাদের সকলের স্ত্রী ঐ পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম। কেবল বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তারা হারাম হয়ে যায়; এক্ষেত্রে সহবাস শর্ত নয়। সেজন্য, সহবাসের পূর্বেই যদি ছেলে ও নাতি তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় বা তারা মারা যাওয়ার কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে অথবা অন্য কোনো কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে তাদের স্ত্রীর কেউ ঐ পুরুষের জন্য বৈধ নয়।[৮]

উল্লেখ্য, আয়াতে 'ঔরসজাত পুত্র' কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, যাতে পালক পুত্রের স্ত্রীকে কেউ এই হুকুমের আওতাভুক্ত না ধরে। তাই তো নবী ﷺ পালক পুত্র যায়েদ ইবনু হারেছা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রীকে বিয়ে করেন।[৯] যে বিয়ে সরাসরি আল্লাহ তাআলা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৭)*। অবশ্য পরবর্তীতে পালক পুত্র হিসেবে কাউকে গ্রহণ করার নিয়মটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[১০]

চতুর্থ প্রকার: কোনো পুরুষের পিতা ও পিতামহের স্ত্রী

(৪) কোনো পুরুষের পিতা ও দাদা-নানার স্ত্রী: পিতার স্ত্রী*, দাদার স্ত্রী, নানার স্ত্রী এবং এভাবে যত উপরে উঠুক না কেন তাদের সকলের স্ত্রী ছেলের জন্য বা নাতির জন্য চিরতরে হারাম। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেই এসব স্ত্রী ছেলে ও নাতিদের উপর চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায়; এক্ষেত্রে হারাম হওয়ার জন্য সহবাস হওয়া শর্ত নয়। বরং তালাক প্রদান, মারা যাওয়া বা অন্য যে কোনো বৈধ পদ্ধতিতে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলেই বাবা ও দাদা-নানার সেসব স্ত্রীকে বিয়ে করা ছেলে ও নাতির উপর চিরদিনের জন্য হারাম।[১১] মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করেছেন। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়ে (তা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয় তা হলো অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ' *(আন-নিসা, ৪/২২)*।

বৈবাহিকসূত্রে স্থায়ী মাহরাম নারীগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

(১) স্ত্রীর মা (শাশুড়ি), স্ত্রীর নানী-দাদী (নানী শাশুড়ি-দাদী শাশুড়ি) এবং এভাবে যত উপরে উঠতে পারে। শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই এ শ্রেণির নারী হারাম হয়ে যায়।

(২) ছেলের স্ত্রী (পুত্রবধূ), ছেলের ছেলের স্ত্রী (নাতবৌ), মেয়ের ছেলের স্ত্রী (নাতবৌ) এবং এভাবে যত নিচে যেতে পারে।

(৩) স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে, তাদের মেয়ের মেয়ে, তাদের ছেলের মেয়ে এবং এভাবে যত নিচে যেতে পারে। তবে এ শ্রেণি হারাম হওয়ার জন্য শুধু তাদের মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধন হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং তাদের মায়ের সাথে অর্থাৎ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে বিবাহোত্তর সহবাস হওয়া শর্ত।

(৪) পিতার স্ত্রী, দাদা-নানার স্ত্রী। শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই এ শ্রেণির নারী হারাম হয়ে যায়।[১২]

বৈবাহিক সূত্রে বিশেষ এই নারীশ্রেণি হারাম হওয়ার পেছনে প্রজ্ঞা: বৈবাহিক বন্ধন বংশীয় বন্ধনের মতোই। একজন পুরুষ বিয়ের মাধ্যমে অন্য একটি পরিবার ও গোত্রের সদস্যের মতো হয়ে যায়। একজন মেয়েকে বিয়ে করলেই মেয়ের মা ঐ ব্যক্তির জন্য তার নিজের মায়ের মতো চিরতরে হারাম হয়ে যান। এমনকি ঐ ব্যক্তি সহবাসের আগেও যদি তার বউকে তালাক দিয়ে দেয়, তবুও বউয়ের মা অর্থাৎ শাশুড়ি চিরদিনের জন্য হারাম হিসেবে গণ্য হন। ফলে সে তার শাশুড়ির কাছে যেতে পারে, তার সাথে সফর করতে পারে ইত্যাদি। সেজন্য শাশুড়ির যেমন উচিত মেয়ের জামাইকে ছেলের মতো দেখা, তেমনি মেয়ের জামাইয়েরও উচিত শাশুড়িকে মায়ের মতো দেখা, মায়ের মতো তাকে সম্মান করা।

মোদ্দাকথা, বিয়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য একটি পরিবার ও বংশের সদস্যের মতো হয়ে যায়। সে তাদের বিষয়কে নিজের বিষয়ের মতো মনে করে। সে তাদেরকে সহযোগিতা করে, তারাও তাকে সহযোগিতা করে।

বিয়ের মাধ্যমে খোঁজখবর রাখা ও সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে স্ত্রীর মা তার জন্মদাতা মায়ের মতো হয়ে যান। তার স্ত্রীর অন্য পক্ষের মেয়ে আদর-স্নেহের দিক থেকে নিজের মেয়ের মতো হয়ে যায়। নিজের ছেলের স্ত্রী (বৌমা) নিজের ছেলের মতো হয়ে যায়, যাকে ছেলের মতো আদর-সোহাগ দেওয়া হয়। কোনো পুরুষের বাবার স্ত্রী তার আপন মায়ের মতো হয়ে যায়। এসব কারণে বৈবাহিক সূত্রের এ শ্রেণির নারীকে হারাম করা হয়েছে।[১৩]

(চলবে)

---

৮. বাকর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ১৪।
৯. তাফসীর বাগাবী, ২/১৯১।
১০. দ্রষ্টব্য: আহযাব, ৩৩/৫; ছহীহ বুখারী, হা/৩৫০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১।
* এখানে পিতার স্ত্রী বলতে ব্যক্তির নিজ মা উদ্দেশ্য নয়। কারণ নিজ মা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ইতোমধ্যে গত হয়ে গেছে। বরং এখানে পিতার স্ত্রী বলতে অন্য স্ত্রী তথা ব্যক্তির সৎমা উদ্দেশ্য।
১১. বাকর মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ১২।
১২. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৪৬-৪৭।
১৩. মুহাম্মাদ সাঈদ রসলান, আল-মুহাররমাত মিনান নিসা, পৃ. ৪৮।

ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জুমআর খুৎবা ও খতীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ

*-মাহবূবুর রহমান মাদানী**

জুমআ আরবী শব্দ। এর অর্থ একত্রিত করা, সমবেত হওয়া। জুমআ বলতে জুমআর ছালাত উদ্দেশ্য। এ ছালাতের জন্য মুসলিমরা দূরদূরান্ত থেকে সপ্তাহে একদিন জামে মসজিদে সমবেত হয়। এজন্য জুমআর ছালাতকে জুমআ বলা হয়। জুমআর দিনে মহান আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য এই দিনকে ইয়াওমুল জুমআ বলা হয়।

জুমআর সূচনা : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বে মদীনার আনছারগণ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনের বিপরীতে একটি দিন নির্ধারণ করেন। আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা কা'ব ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু অন্ধ হওয়ার পর আমি ছিলাম তাঁর পরিচালক। তিনি যখনই জুমআর দিন জুমআর ছালাতের আযান শুনতেন, তখনই আসআদ ইবনু যুরারাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর জন্য দু'আ করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি জুমআর আযান শুনলেই আসআদ ইবনু যুরারাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করেন কেনো?' তিনি বলেন, 'প্রিয় বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা থেকে মদীনায় আসার পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম বনূ বায়াযার প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে অবস্থিত 'নাকীউল খাযামাত'-এ আমাদের নিয়ে জুমআর ছালাত আদায় করেন'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা তখন কতজন ছিলেন?' তিনি বলেন, '৪০ জন পুরুষ'।[১] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে নববীর জুমআর ছালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম জুমআর ছালাত অনুষ্ঠিত হয় বাহরাইনের 'জুওয়াছা' নামক স্থানে অবস্থিত আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের মসজিদে।[২]

জুমআর দিনে সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়। তাই এ দিনটি হলো সকল দিনের সেরা। এই দিনটি মুসলিম উম্মাহর সাপ্তাহিক ঈদ ও ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারিত হওয়ায় বিগত সকল উম্মতের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। আম্মার ইবনু আবী আম্মার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা একদা কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিলাম' *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। তখন তাঁর নিকট এক ইয়াহূদী ছিল, সে বলল, 'যদি এই আয়াত আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো, তাহলে আমরা তার অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে ঈদ বলে ঘোষণা করতাম'। একথা শুনে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বললেন, 'এটি তো (আমাদের) ঈদের দিনেই অবতীর্ণ হয়েছে— জুমআর দিন ও আরাফার দিন'।[৩]

জুমআর খুৎবায় মাতৃভাষার গুরুত্ব : খুৎবা আরবী শব্দ। এর অর্থ ভাষণ, ওয়ায ও বক্তৃতা, যা শ্রোতাদের ভাষায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জুমআর খুৎবা বা অন্য যে কোনো খুৎবা মাতৃভাষায় এবং অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ভাষায় হওয়া জরুরী। শ্রোতাদের জান্নাতের প্রতি উৎসাহ দান ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুৎবার উদ্দেশ্য। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উপস্থিত মুছল্লীগণ যে ভাষা বুঝে না, সে ভাষায় জুমআর খুৎবা প্রদান করা জায়েয নয়। যদি উপস্থিত মুছল্লীগণ অনারব হন এবং আরবী না বুঝেন, তবে তাদের ভাষাতেই খুৎবা প্রদান করবে। কেননা তাদেরকে বুঝানোর জন্য এ ভাষাই হচ্ছে বক্তৃতা করার মাধ্যম। আর জুমআর খুৎবার লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর বিধিবিধান বর্ণনা করা ও তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করা। তবে কুরআনের আয়াতসমূহ অবশ্যই আরবী ভাষায় তেলাওয়াত করতে হবে। অতঃপর মাতৃভাষায় তার তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে দিতে হবে'।[৪]

মাতৃভাষায় খুৎবা প্রদানের দলীল : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ 'আমি প্রত্যেক রাসূলকে স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তাদেরকে আল্লাহর বিধিবিধান বর্ণনা করতে পারেন' *(ইবরাহীম, ১৪/৪)*। সকলের জানা কথা যে, সমস্ত নবী-রাসূল আরবী ভাষাভাষী ছিলেন না। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশেষভাবে বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾ 'আর আমরা আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের নিকট ঐসব বিষয় ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(আন-নাহল, ১৬/৪৪)*। এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভাষা বুঝে, সে ভাষাতেই তাদের সামনে বক্তৃতা করতে হবে। অন্যথা খুৎবা বা ভাষণের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি আরবীতে খুৎবা প্রদান করা একান্ত মুস্তাহাব মনে করেন— যেমন হানাফী মাযহাব মতে,[৫] তাহলে খতীবের উচিত হবে আরবী খুৎবার পরেই তা স্থানীয় ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্তু খুৎবার আযানের পূর্বে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মে

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ইবনু মাজাহ, হা/১০৮২, হাসান; আবূ দাঊদ, হা/১০৬৯।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৮৯২।

৩. তিরমিযী, হা/৩০৪৪, হাদীছ ছহীহ।

৪. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্নোত্তর নং ৩২৪।

৫. মারাক্বিল ফালাহ, পৃ. ১০২।

বাংলায় যে বয়ান দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ বিদআত।

খুৎবার নিয়ম-পদ্ধতি : জুমআর ছালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য খুৎবা প্রদান করা শর্ত। খুৎবা পরকালমুখী, সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। জুমআর জন্য দু'টি খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। প্রথম খুৎবায় হামদ, দরূদ, কুরআন তেলাওয়াত ও নছীহত বা উপদেশ থাকবে। আর দ্বিতীয় খুৎবায় হামদ, দরূদ ও মুসলিমদের জন্য দু'আ করা বাঞ্ছনীয়।

জুমআর আযান : খতীব সাহেব মিম্বারে বসার পরে মুয়াযযিন জুমআর আযান দিবেন। আর এটাই মূলত জুমআর আযান। রাসূল ﷺ, আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর যুগে জুমআর আযান একটিই ছিল। তবে উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর খেলাফতকালে যখন লোকসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তিনি প্রায় অর্ধমাইল দূরে যাওরা বাজারে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করেন। আর এটা ছিল তাঁর ইজতিহাদী মত। অতএব, বর্তমান সময়ে জুমআর দিন একটি আযান দেওয়াই উত্তম। আল্লাহই বেশি অবগত।[৬]

খতীবের আদব :

(১) সরাসরি মিম্বারে উঠা : জুমআর দিন খতীব খুৎবার সময়ে এসে সরাসরি মিম্বারে উঠে যাবেন। তার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকআত ছালাত আদায় করা জরুরী নয়। আর এটাই হলো নিয়ম। তবে খুৎবার অনেক আগে মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ দুই রাকআত ছালাত আদায় করবেন।[৭]

(২) মিম্বারে উঠে প্রথমে সালাম প্রদান করা : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ অর্থাৎ 'নবী ﷺ মিম্বারে উঠে সালাম দিতেন'।[৮]

(৩) খুৎবায় লাঠি অথবা অন্য কোনো কিছুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো : রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবা দেওয়ার সময় লাঠি অথবা অন্য কোনো কিছুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৯] কেউ বলেন, মিম্বার বানানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়াতেন। তবে সঠিক কথা হলো এটা সুন্নাহ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বার ছিল তিন ধাপের।[১০] অবশ্য লাঠি প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মধ্যে ভিন্ন মতও পরিলক্ষিত হয়।

(৪) আযানের জবাব দেওয়া : খতীব মিম্বারে বসে মুয়াযযিনের আযানের উত্তর প্রদান করবেন।[১১]

(৫) দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করা : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ 'নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় (দ্বিতীয় খুৎবার জন্য) দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাকো'।[১২] জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ 'যে ব্যক্তি তোমাকে অবহিত করেছে যে, তিনি ﷺ বসা অবস্থায় খুৎবা দিতেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সাথে দুই হাজারেরও বেশি ছালাত আদায় করেছি'।[১৩]

(৬) খুৎবায় সূরা ক্বফ তেলাওয়াত করা : উম্মু হিশাম বিনতু হারেছা ইবনু নু'মান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ 'আমি কুরআনের সূরা ক্বফ কেবল রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি তা প্রত্যেক জুমআয় মিম্বারে দাঁড়িয়ে পড়তেন, যখন তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করতেন'।[১৪]

(৭) কথা ও কাজে গরমিল করা থেকে বিরত থাকা : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾ 'আল্লাহর নিকটে এটা বড়ই ঘৃণিত ব্যাপার যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা নিজেরা প্রতিপালন করো না' *(আছ-ছফ, ৬১/৩)*। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে রাতে আমাকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে কতগুলো লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। যখনই কাটা শেষ হয় আবার ঠোঁট পূর্ণ হয়ে যায়। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের কিছু বক্তা, যারা মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দিত কিন্তু নিজেরা তা পালন করত না'।[১৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَثَلُ الَّذِيْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ 'যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়, নিজেকে (আমল করা থেকে) ভুলিয়ে রাখে, সেই ব্যক্তির উদাহরণ বাতির মতো, যে মানুষকে আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়'।[১৬]

পরিশেষে বলা যায়, জুমআর খুৎবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

৬. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫১০।
৭. ইমাম নববী, আল মাজমূ', ৪/৪০১।
৮. ইবনু মাজাহ, হা/১১০৯, হাসান।
৯. আবূ দাউদ, হা/১০৯৬, হাসান; ফাতহুল বারী, ২/৩৩১।
১০. ফাতহুল বারী, ২/৩৩১।
১১. আবূ দাউদ, হা/৯১৪।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬৪।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬২।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৩।
১৫. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৯১; আহমাদ, হা/১১৮০১।
১৬. তারগীব, হা/৩৩৩১।

তাক্বওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম

-মাহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাক্বওয়ার পুরস্কার :

(ক) ব্যক্তিগত জীবনে তাক্বওয়ার পুরস্কার :

(১) জীবন চালানোকে আল্লাহ সহজ করে দিবেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন’ *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*।

(২) মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেযগার সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

(৩) পরকালে উত্তম পুরস্কার পাবে : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ‘সেই পারলৌকিক আলয় আমি তাদের জন্যই নির্ধারিত করেছি যারা পৃথিবীতে উদ্ধত ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, (পরকালে) শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্যই’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৮৩)*।

(৪) পরকালে জান্নাত লাভ করবে : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ‘আর মুত্তাক্বীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে’ *(আশ-শু‘আরা, ২৬/৯০)*।

(৫) আল্লাহ পাপ মোচন করে দিবেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ ‘এটা আল্লাহর নির্দেশ যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন’ *(আত-তালাক, ৬৫/৫)*।

(৬) পার্থিব জীবনে সুসংবাদ আছে : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ‘যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হলো মহাসফলতা’ *(ইউনুস, ১০/৬৩-৬৪)*।

(৭) জীবনে সফল হবে : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ‘আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য’ *(আন-নূর, ২৪/৫২)*।

(৮) ক্বিয়ামতে পরিত্রাণের মাধ্যম হবে : আল্লাহ তাআলা তাক্বওয়াশীল বান্দাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন মুক্তি দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ ‘তারপর আমি (পুলছিরাত থেকে) মুত্তাক্বীদের উদ্ধার করব। আর যালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব’ *(মারইয়াম, ১৯/৭২)*।

(৯) রিযিকের দুয়ার খুলে যাবে : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট’ *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*।

(১০) সর্বোপরি আল্লাহর ভালোবাসা পাবে : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ‘আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না’ *(হূদ, ১১/১১৩)*। ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি তিনটি বিষয় পছন্দ করি। তা হলো— (ক) অভাবের সময় দান করা, (খ) নির্জনে আল্লাহকে ভয় করা, (গ) যার কাছে আশা করা হয় অথবা যাকে ভয় করা হয়, তার সামনে উচিত কথা বলা’।[১]

(খ) তাক্বওয়ার সামাজিক গুরুত্ব : সুষ্ঠু, সুন্দর সমাজ গঠনে যেসব গুণের প্রয়োজন, তা একজন তাক্বওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকে। ফলে সে মিথ্যা বলে না, প্রতারণা করে না এবং সুষ্ঠু, সুন্দর সমাজ গড়ে তোলে।

সমাজ জীবনে তাক্বওয়া অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে। যার মধ্যে তাক্বওয়া আছে সে যেমন অন্যায় কাজ করতে পারে না, তেমনি সমাজের কোনো অনিষ্ট বা অকল্যাণ হয় এমন কোনো কাজও করতে পারে না। সামাজিক মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিতে পারে না। মুত্তাক্বী ব্যক্তি যেমন মিথ্যা বলতে পারে না, ঠিক তেমনি আমানতের

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯/১৮।

খেয়ানতও করতে পারে না। সে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। কুরআনে এসেছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো, কেননা ন্যায়বিচার তাক্বওয়ার খুব নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত’ *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*।

তাক্বওয়াবিহীন সমাজে কারো প্রতি কারো আস্থা থাকে না। ফলে মানুষ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। নিষ্ঠাবান মানুষ ছাড়া সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর নিষ্ঠার মূল উৎস হলো তাক্বওয়া। তাক্বওয়া থেকেই মানুষের অন্তরে দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ আসে।

তাক্বওয়াবিহীন জীবনের পরিণতি :

তাক্বওয়াবিহীন জীবনের পরিণতি মারাত্মক। মৃত্যুর পর শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى - وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ ‘যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়, জাহান্নামই তার আশ্রয়স্থল’ *(আন-নাযিআত, ৭৯/৩৭-৩৯)*।

তাক্বওয়াবিহীন ইবাদতের আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নেই। আল্লাহর কাছে সেসব ইবাদত পৌঁছায়ই না। সুতরাং ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য তাক্বওয়া পূর্বশর্ত। যেমন ইরশাদ হয়েছে, ﴿لَنْ يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَـكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ ‘এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত কখনই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাক্বওয়া’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৩৭)*।

যার মধ্যে তাক্বওয়া নেই, তার অন্তর দুর্বল। ফলে সে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। তাক্বওয়াবিহীন জীবন মানুষকে পাপ কাজের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত করে। ইরশাদ হয়েছে, ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ‘আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দকর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু’ *(ইউসুফ, ১২/৫৩)*।

তাক্বওয়া ইবাদতের প্রাণ। তাক্বওয়াবিহীন ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে কখনো সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না’ *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/৬)*।

তাক্বওয়া অর্জনের উপায় :

তাক্বওয়া একটি সাধনার ব্যাপার। এটা কোনো একটি বিশেষ গুণের নাম নয়, বরং সমস্ত আখলাক্বের বুনিয়াদ। অর্থাৎ সমস্ত চরিত্রের ভিত্তি। এজন্য তাক্বওয়ার মতো গুণ অর্জনের উপায় হলো—

(ক) মনোযোগ সহকারে কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করা। অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা, ছিফাত এবং আল-কুরআনের নানা বিষয় খুঁটে খুঁটে জানা ও অর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

(খ) ঈমানকে মযবূত করা। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের পর তাক্বওয়ার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে ঈমান। আল্লাহর নির্দেশের উপর দৃঢ় ঈমান প্রয়োজন। এ বিশ্বাস হবে এমন যে, কোনো আঘাত, কোনো নির্যাতন কিংবা কোনো লোভ তাদেরকে দ্বীন থেকে একচুল নাড়াতে পারবে না। বিশ্বাস হবে এমন যে, তাদের জীবন্ত দেহের অঙ্গগুলো এক এক করে খুলে ফেলা যাবে কিন্তু হৃদয় থেকে ঈমানকে বের করা যাবে না। হারাম পথে নেওয়ার জন্য সমস্ত জগতও যদি চেষ্টা করে তবু সে একা দাঁড়িয়ে থাকবে। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে তামাম দুনিয়াও যদি বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবুও সে একা লড়ে যাবে। সত্যিকারের মুমিন আল্লাহকে জীবন-মরণ তথা সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়।

(গ) ছিয়াম পালন করা। এটা তাক্বওয়া অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়ামকে ফরয করা হয়েছে। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

(ঘ) নবীদের জীবনী, বিশেষভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিরাত ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করা। অর্থাৎ যাদের জীবনে আছে তাক্বওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাক্বওয়ার গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করতে হলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবন অনুসরণ করা একান্ত জরুরী। এমন আদর্শজীবনকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে গড়তে হবে নিজেদের জীবন।

(ঙ) বিশেষভাবে তাক্বওয়া অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দো‘আ করতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বওয়াশীল বান্দা হিসেবে কবুল করুন— আমীন!

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমানের আলো ও মুনাফেক্বীর অন্ধকার

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী
*-অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(পর্ব-৭)

(খ) ছোট নিফাক্ব : এটাই আমলগত নিফাক্ব। তা হলো, মানুষের জনসম্মুখে সৎকাজ প্রকাশ করে এবং বিপরীতটি গোপন রাখে। এই প্রকার নিফাক্বের মূলনীতিগুলো আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ও আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর হাদীছের মধ্যে বিদ্যমান। তা পাঁচ প্রকার :

(১) কাউকে কোনো কথা বলা, যে তাকে ঐ কথার ব্যাপারে সত্যায়ন করে, অথচ সে তাকে মিথ্যা বলছে।

(২) যখন ওয়াদা দেয়, তা ভঙ্গ করে। তা আবার দুই প্রকার। যথা—

প্রথম প্রকার : ওয়াদা দেওয়া এবং তার উদ্দেশ্য থাকা যে, সে তার ওয়াদা রক্ষা করবে না। এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওয়াদা ভঙ্গ। যদিও সে বলে, আমি এটা করব ইনশাআল্লাহ। অথচ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মিথ্যা ও ওয়াদা ভঙ্গ হিসেবে সে এটা করবে না। ইমাম আওযাঈ একথা বলেন।

দ্বিতীয় প্রকার : ওয়াদা দেওয়া এবং তার উদ্দেশ্য থাকা যে, সে তার ওয়াদা রক্ষা করবে। অতঃপর তার মনে হওয়া যে, সে ওয়াদা পূর্ণ করবে না। তাই সে কোনো কারণ ছাড়াই তার ওয়াদা ভঙ্গ করে।

(৩) যখন ঝগড়া করে, তখন মিথ্যা অর্থাৎ ফুজূর (فجور)-এর মাধ্যমে ঝগড়া করে। আর ফুজূর হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যচ্যুত হয়। যাতে করে সত্য মিথ্যায় ও মিথ্যা সত্যয় পরিণত হয়। এটা মিথ্যা বলার দিকে আহ্বান করে।

(৪) যখন চুক্তি করে, তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং চুক্তি পূর্ণ করে না। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সকল চুক্তির ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকতা হারাম। যার সাথে চুক্তি করা হয়েছে, যদিও সে কাফের হয়।

(৫) আমানতের খেয়ানত করা। সুতরাং কোনো মুসলিমের নিকট যখন আমানত রাখা হবে, তার উপর আবশ্যক হবে তা রক্ষা করা।

সারকথা হলো, ছোট নিফাক্বের সবকিছুই ফিরে যায় ভিতর ও বাহিরের ভিন্নতার দিকে, হৃদয় ও জিহ্বার ভিন্নতার দিকে এবং প্রবেশ ও বের হওয়ার ভিন্নতার দিকে। এজন্য সালাফে ছালেহীনের একদল বলেছেন, خشوعُ النفاق أنْ ترى الجسدَ خاشعاً والقلب ليس بخاشع 'নিফাক্বের বিনম্রতা হলো, তুমি দেহকে বিনম্র দেখবে, কিন্তু অন্তর বিনম্র নয়'।[১]

এই প্রকার নিফাক্ব ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে না। এটা নিফাক্ব নিম্নস্তরের নিফাক্ব। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান, সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফেক্ব। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেক্বের একটি স্বভাব থেকে যায়: ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয়'।[২] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 'মুনাফেক্বের চিহ্ন তিনটি— ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. যখন অঙ্গীকার করে, ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে'।[৩]

বড় নিফাক্ব ও ছোট নিফাক্বের মধ্যে পার্থক্য :

(১) বড় নিফাক্ব ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট নিফাক্ব (আমলগত নিফাক্ব) ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না'।[৪]

(২) বড় নিফাক্ব সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়।

(৩) বড় নিফাক্ব আক্বীদার ক্ষেত্রে ভিতরে ও বাহিরে দু'রকম থাকে। আর ছোট নিফাক্ব আক্বীদা নয়, বরং শুধু আমলের ক্ষেত্রে অন্তর-বাহির দু'রকম থাকে'।[৫]

(৪) বড় নিফাক্ব ব্যক্তি মারা গেলে তাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করে। ছোট নিফাক্ব চিরস্থায়ী করে না।

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪৮০-৪৯৫। তিনি বিষয়টি যথাযথ আলোচনা করেছেন এবং অনেকগুলো ফায়েদা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করুন; মাজমূআতুত তাওহীদ, পৃ. ৭।

২. ছহীহ বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, 'মুনাফেক্বের চিহ্ন' অনুচ্ছেদ, ১/১৭, হা/৩৪; ছহীহ মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, 'মুনাফেক্বের স্বভাব' অনুচ্ছেদ, ১/৭৮, হা/৫৮।

৩. ছহীহ বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায়, 'মুনাফেক্বের চিহ্ন' অনুচ্ছেদ, ১/১৬, হা/৩৩; ছহীহ মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, 'মুনাফেক্বের স্বভাব' অনুচ্ছেদ, ১/৭৮, হা/৫৯।

৪. ড. ছালেহ আল-ফাওযান, কিতাবুত তাওহীদ, পৃ. ১৮।

৫. প্রাগুক্ত।

(৫) বড় নিফাক্ব কোনো মুমিন থেকে প্রকাশ পায় না। কিন্তু ছোট নিফাক্ব কখনো কোনো মুমিন থেকে প্রকাশ পেতে পারে। (৬) বড় নিফাক্বে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণত তওবা করে না'।[৬] আর তওবা করলেও বাহ্যিকভাবে বিচারকের নিকট তার তওবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারণ, তা জানা যায় না। যেহেতু তারা সবসময় ইসলাম প্রকাশ করে'।[৭]

৩. মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

মুনাফেক্বদের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেগুলো আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করাতে মহান উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

(১) মুনাফেক্বদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ মুমিনদের অবহিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যাতে তারা সেগুলো থেকে দূরে থাকতে পারে।

(২) মুনাফেক্বদের পথে চলা থেকে ভীতিপ্রদর্শন ও তাদের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

(৩) মুমিনদের উৎসাহিত করা হয়েছে, তাদের আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হয়ে থাকতে, তাদের অন্তর স্বচ্ছ করতে ও তাদের নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য সোপর্দ করতে।

মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(এক) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ وما هم بِمؤمِنِين - يُخادِعون الله والَّذِين آمنوا وما يَخْدعون إِلَّا أَنْفُسهم وما يشْعرون - فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم الله مرضا ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْذِبون - وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلِحون - أَلَا إِنَّهم هم الْمفْسِدون ولَكِن لَا يشْعرون - وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنوا كَما آمن الناس قَالُوا أَنؤمِن كَما آمن السُّفَهاء أَلَا إِنَّهم هم السُّفَهاء ولَكِن لَا يَعلَمون - وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شَياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكم إِنَّما نَحن مستهزِئُون - الله يستهزِئُ بِهِم ويمدُّهم فِي طغْيانِهِم يَعمهون - أُولَئِكَ الَّذِين اشْتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِجارتهم وما كَانوا مهتدِين - مثلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نارا فَلَما أَضاءتْ ما حولَه ذَهب الله بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لَا يُبصِرون - صم بكْم عمْيٌ فَهم لَا يرجِعون - أَو كَصيِّبٍ مِن السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرقٌ يَجعلُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِم مِن الصواعِقِ حذَر الْموتِ والله مُحِيط بِالْكَافِرِين - يكَاد الْبرقُ يَخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَاء الله لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم إِن الله علَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ 'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা মূলত নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যা বলত। আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না', তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বুঝে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'? জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না। আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরার অবকাশ দেন। এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হেদায়াপ্রাপ্ত ছিল না। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালালো। এরপর যখন আগুন তাদের চারপাশ আলোকিত করল, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এমন অন্ধকারে যে, তারা দেখছে না। তারা বধির-মূক-অন্ধ। তাই তারা ফিরে আসবে না। কিংবা আকাশের বর্ষণমুখর মেঘের ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তা তাদের উপর অন্ধকার করে দেয়, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আল-বাক্বারা, ২/৮-২০)*। সুতরাং এই আয়াতগুলোতে মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্য হতে নিম্নোক্ত নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণিত হয়:

(১) তারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।

(২) তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়া, ২৮/৩৩৪।

www.al-itisam.com

(৩) তাদের অন্তসমূহে রয়েছে ব্যাধি।
(৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না', তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।
(৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে'?
(৬) যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।
(৭) তারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হেদায়তপ্রাপ্ত ছিল না।

(দুই) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ 'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী। আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমীনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, 'তখন আত্মাভিমান তার জন্য যথেষ্ট এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৪-২০৬)*। এই আয়াতগুলোতে মুনাফেক্বদের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়:

(১) মনোমুগ্ধকর সুন্দর কথা বলা, অন্তরে যার প্রভাব আছে।
(২) এই কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষী ও সমর্থক বানানোর দ্বারা আল্লাহকে মধ্যস্থতাকারী বানানো। আর এটা আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় অন্যায়।
(৩) আগত প্রত্যেক বিরোধিতাকে দমন করার জন্য ঝগড়ায় পারদর্শিতা ও সম্মত করার সামর্থ্য থাকা।
(৪) যখন মানুষের থেকে আড়াল হবে এবং তাদের নিকট থেকে ফিরে চলে যাবে, তখন সব পাপাচার করতে চেষ্টা চালাবে, যা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে।
(৫) যখন তাকে আল্লাহভীরুতার (তাক্বওয়ার) আদেশ করা হয়, তখন সে অহংকার করে এবং তার আত্মগরিমা তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং পাপকর্ম ও অহংকারকে সে একত্রিত করে।

(তিন) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ 'মুনাফেক্বদের সুসংবাদ দিন যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর' *(আন-নিসা, ৪/১৩৮-১৩৯)*। উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুনাফেক্বদের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে:

(১) তারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদের ভালোবাসে ও তাদের সহযোগিতা করে।
(২) তারা কাফেরদের নিয়ে গর্ব করে এবং তাদের থেকে সাহায্য চায়।

(চার) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا - مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ 'নিশ্চয়ই মুনাফেক্বরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে। তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবেন না' *(আন-নিসা, ৪/১৪২-১৪৩)*। উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়:

(১) তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। বস্তুত তিনি তাদেরকে প্রতারিত করেন।
(২) যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন তারা অলসতাবশত দাঁড়ায়।
(৩) তাদের আমলগুলো মানুষদের দেখায়।
(৪) তারা অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।
(৫) তারা মুমিনদের দল ও কাফেরদের দলের মাঝে দোদুল্যমান থাকে।

(পাঁচ) মুনাফেক্বদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ - وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ 'বলুন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় দান কর আর অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না। তোমরা হলে এক ফাসেক্ব সম্প্রদায়। আর তাদের দান গ্রহণ করা থেকে একমাত্র বাধা এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, আর তারা ছালাতে আসে না, তবে অলস অবস্থায়। আর তারা দান করে না, তবে অপছন্দকারী অবস্থায়' *(আত-তওবা, ৯/৫৩-৫৪)*। উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুনাফেক্বদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

হতে তাদের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়:

(১) আল্লাহ তাদেরকে ফাসেক্ব হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ 'তোমরা হলে এক ফাসেক্ব সম্প্রদায়'।

(২) তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করেছে।

(৩) ছালাতে কেবল অলসতা ও অবহেলা প্রদর্শন করেই আসে।

(৪) অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা দান করে (বাধ্য হয়ে)। এই বৈশিষ্ট্যগুলোতে মুনাফেক্বদের এবং মুনাফেক্বদের ন্যায় কর্ম যারা করে, তাদের অত্যধিক নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত পাপাচার হতে দূরে থাকা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা, ছালাতে উপস্থিত হওয়া, কর্মঠ দেহ ও প্রাণবন্ত মন নিয়ে কেবল প্রশান্ত হৃদয় ও দৃঢ়চিত্তে ব্যয় করা ও এর প্রতিদান ও ছওয়াব শুধু আল্লাহর কাছে আশা করা এবং মুনাফেক্বদের সাথে সাদৃশ্য না রাখা।

(ছয়) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ 'মুনাফেক্বরা ভয় পায় তাদের মনের কথা প্রকাশ করে তাদের ব্যাপারে কোনো সূরা নাযিল হয়ে যায় নাকি। বলুন, 'ঠাট্টা করতে থাকো, তোমরা যে ব্যাপারে ভয় পাও, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, 'আমরা হাস্যরস আর খেল-তামাশা করছিলাম। 'বলুন, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রুপ করছিলে। তোমরা ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্যকার কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্যদেরকে শাস্তি দিবে, কারণ তারা অপরাধী' *(আত-তওবা, ৯/৬৪-৬৬)*। মুনাফেক্বরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও মুমিনদের নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মুমিনদের জন্য বর্ণনা করেছেন।

(সাত) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ 'মুনাফেক্ব পুরুষ ও মুনাফেক্ব নারী সব একই রকম, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় আর সৎকাজ হতে নিষেধ করে, (আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে) হাত গুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গছেন। মুনাফেক্বরাই তো ফাসেক্ব। আল্লাহ মুনাফেক্ব পুরুষ, মুনাফেক্ব নারী ও কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা দিয়েছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের উপর আছে আল্লাহর অভিশাপ, আর আছে তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি' *(আত-তওবা, ৯/৬৭-৬৮)*। উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুনাফেক্বদের নিম্নবর্ণিত কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে:

(১) মুনাফেক্বরা একে অপরের অংশ। তারা কতক কতককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে।

(২) তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও সৎকর্ম হতে বাধা দেয়।

(৩) তারা তাদের হাতগুলো দান-ছাদাক্বা ও অনুগ্রহের পথসমূহ হতে গুটিয়ে রাখে। সুতরাং তারা মানুষের মধ্য হতে সবচেয়ে কৃপণ।

(৪) তারা আল্লাহকে ভুলে যায়। তাই তারা অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে। তাই আল্লাহ তাঁর রহমত হতে তাদের ভুলে গেছেন এবং তাদেরকে কোনো কল্যাণের উপযুক্ত করেন না।

(৫) মুনাফেক্বরা হলো ফাসেক্ব।

(আট) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ 'মুমিনদের মধ্যে যারা মুক্ত হস্তে দান-ছাদাক্বা করে, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে, আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে যারা বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তাদেরকে জবাবে বিদ্রুপ করেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চান অথবা তাদের জন্য ক্ষমা না চান। যদি আপনি তাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা চান, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর আল্লাহ ফাসেক্ব লোকদেরকে হেদায়াত দেন না' *(আত-তওবা, ৯/৭৯-৮০)*। উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুনাফেক্বদের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

(১) স্বেচ্ছায় যারা অতিরিক্ত ছাদাক্বা করে, তাদেরকে তারা (মুনাফেক্বারা) কটাক্ষ করে। তারা অধিক ছাদাক্বা প্রদানকারীকে কটাক্ষ করে বলে, তার এই ছাদাক্বা করার দ্বারা তার লোকশ্রুতি ও সুনাম উদ্দেশ্য এবং তারা অল্প ছাদাক্বাকারী দরিদ্রকেও কটাক্ষ করে বলেন, এই ব্যক্তির দান-ছাদাক্বা হতে আল্লাহ অভাবমুক্ত।

(২) মুমিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

(৩) তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে অবিশ্বাস করে।

(চলবে)

উৎসবে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম

-মাযহারুল ইসলাম*

ইসলামই একমাত্র শাশ্বত, আল্লাহ মনোনীত জীবনবিধান। মহান আল্লাহ সবদিক থেকে ইসলাম নামক জীবনবিধানকে পরিপূর্ণ ও পরিপূরক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু তালাশ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলেও তিনি বহু পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছেন। আবার তিনি এটাও বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাঙ্কসমূহের অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(আল-বাক্বারা, ২/২০৮)*।

উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, আপনি আপনার চিন্তা, চেতনা, কথাবার্তা, লেনদেন, দৃষ্টিভঙ্গি, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন হতে পারবেন না। ইসলামকে নিছক ধর্ম মেনে নিয়ে জীবনকে পরিচালিত করবেন এই সুযোগ ইসলাম আদৌ কাউকে দেয়নি। বরং ইসলাম একটি স্বকীয়, পরিপূর্ণ জীবনবিধানের নাম। অর্থনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক, বাৎসরিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসব উদযাপনের নীতিমালাসহ ইসলামের অনুসরণ ব্যতিরেকে জীবনকে পরিচালিত করলে তা হবে নেহায়েত নির্বুদ্ধিতা। যদি আপনি ইসলামের এই নীতিমালা অনুসারে জীবন না সাজান তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকুন জীবনের কোনো না কোনো দিক থেকে বিজাতীয়দের অনুসরণ করছেন আর তা হয়তো আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন না। এজন্য ইসলামের অনুসরণ আবশ্যক। এটা ছাড়া দুনিয়া, পরকাল, ব্যক্তি, রাষ্ট্র কোনো কিছুরই কল্যাণ ও সফলতা সম্ভব নয়। আজকের প্রবন্ধটি মূলত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব উদযাপনে মুসলিমরা কীভাবে বিজাতীয়দের বিরোধিতা করেছে সেই সম্পর্কে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ছহীহ সুন্নাহর আলোকে বিজাতীয়দের বিরোধিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশা-আল্লাহ।

ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম হওয়ার দলীল সুন্নাহ থেকে : রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’।[১] ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত, ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ‘আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না’-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি প্রমাণ করে কাফের-মুশরেকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা খুবই মারাত্মক বিষয়, সেটা কথার মাধ্যমে সাদৃশ্য হোক কিংবা কর্মের মাধ্যমে, পোশাকের মাধ্যমে হোক কিংবা অভ্যাস, অনুষ্ঠান বা উৎসবের মাধ্যমে। যেটা আমাদের জন্য শরীআতসম্মত নয় তা আমরা স্বীকৃতি দিব না। রাসূল ﷺ বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى ‘ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত (উম্মত) নয়, যে আমাদের ছাড়া অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না’।[২]

এছাড়া বহু আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান, অমুসলিমদের অনুসরণ ও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। বিভিন্ন অভ্যাস, কর্ম, অনুষ্ঠান, উৎসব উদযাপনে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বনে নবী ﷺ-এর বিরোধিতা পোষণের কয়েকটি নমুনা পেশ করা হলো—

(১) ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া সকল কাজ করার মাধ্যমে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশ : আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, ইয়াহূদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয (পিরিয়ড) হলে তার সাথে একসঙ্গে খাবার খেত না এবং এক ঘরে বাস করত না। ছাহাবায়ে কেরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন, ‘তারা আপনার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, তা হলো কষ্টদায়ক। সুতরাং হায়েয অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাকো...’ *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ করো’। এ খবর ইয়াহূদীদের কাছে পৌঁছলে তারা বলল, এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চান।[৩]

(২) ছালাতের আযানের প্রচলনের মাধ্যমে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলতেন যে, মুসলিমরা যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭, হাসান।

২. তিরমিযী, হা/২৬৯৫, হাসান।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৩০২।

ছালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোনো ঘোষণা দেওয়া হতো না। একবার তারা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন ছাহাবী বললেন, খ্রিষ্টানদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহূদীদের ন্যায় শিঙায় ফুঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, ছালাতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পারো না? তখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে বেলাল! উঠো এবং ছালাতের জন্য ঘোষণা দাও'।[৪]

(৩) ক্বেবলা পরিবর্তন হওয়ার মাধ্যমে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মাক্বদিসমুখী হয়ে ১৬ বা ১৭ মাস ছালাত আদায় করেছেন আর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে ক্বেবলা হওয়া পছন্দ করতেন। মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, 'আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমরা অবশ্য লক্ষ করছি' *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৪)*। অতঃপর তিনি কা'বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা বলত, 'তারা এ যাবৎ যে ক্বেবলা অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কীসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলো?' 'বলুন, (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১৪২)*। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি ছালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আছরের ছালাতের সময় আনছারদের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কা'বার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছি'। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।[৫]

(৪) জুতা, মোজা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِى نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ 'তোমরা (জুতা ও মোজা পরিধান করে ছালাত আদায় করে) ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করো। কেননা তারা জুতা ও মোজা পরিধান করে ছালাত আদায় করে না'।[৬]

এই হাদীছ পেশ করে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশের ইচ্ছায় জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব হবে।[৭]

(৫) আশূরার ছিয়াম পালনের মাধ্যমে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাররমের ১০ তারিখে আশূরার ছিয়াম পালন করতেন। পরবর্তীতে তিনি ৯ ও ১০ তারিখে ২টি ছিয়াম রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, যাতে করে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা প্রকাশ পায়। তিনি এভাবে বলেছেন, لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ 'যদি আমি সামনের বছর বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই আমি ৯ তারিখেও ছিয়াম পালন করবো'।[৮]

(৬) সাহারী খাওয়ার মাধ্যমে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : ছাহাবী আমর ইবনুল 'আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ 'আমাদের এবং আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহারী খাওয়া (তথা আমরা সাহারী খাই আর তারা সাহারী খায় না)।[৯]

(৭) তাড়াতাড়ি ইফতার করার মাধ্যমে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ 'দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরা দেরিতে ইফতার করে'।[১০]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে দ্বীনে হানীফের উপর, যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।

(৮) ছওমে বিছাল (তথা একবার সাহারী খেয়ে একাদিক্রমে লাগাতার ছিয়াম রাখা) নিষেধের দ্বারা খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : হাদীছে এসেছে, أَرَدْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً فَمَنَعَنِى بَشِيرٌ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى وَقَالَ عَفَّانُ يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি লাগাতার দুদিন ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলাম। তারপর বাশীর আমাকে নিষেধ করে বললেন, নিশ্চয় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে খ্রিষ্টানরা ছিয়াম রাখে। আফফান বলেন, এভাবে খ্রিষ্টানরা ছিয়াম রাখে। বরং আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন,

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৪।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৯।
৬. আবূ দাঊদ, হা/৬৫২, হাদীছ ছহীহ।
৭. উমদাতুল ক্বারী, ১/১১৯।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।
৯. নাসাঈ, হা/২১৬৬, হাদীছ ছহীহ।
১০. আবূ দাঊদ, হা/২৩৫৩, হাসান।

তুমি সেভাবে ছিয়াম পালন করো এবং রাত পর্যন্ত ছিয়াম রাখো। রাত হয়ে গেলে ছিয়াম ভেঙে ফেলো'।[১১]

উক্ত হাদীছ দ্বারা ছওমে বিছাল নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বুঝা যায়, আর তা হলো খ্রিষ্টানদের কর্মের বিরোধিতা প্রকাশ করা।

(৯) সাদা চুলে রং লাগানোর মাধ্যমে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা প্রকাশ করা : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ 'নিশ্চয় ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরা (চুলে) রং লাগায় না, তাই তোমরা তাদের বিপরীত করো' (তথা তোমরা চুলে রং লাগাও)।[১২]

এখানে লক্ষণীয় দিক হলো সাদা চুলে কালো রং লাগানোর কথা হাদীছে বলা হয়নি। বরং হাদীছে কালো রং বাদে অন্য যে কোনো রং লাগানো যাবে বলে বলা হয়েছে। তাই কালো রং থেকে সকলকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ সাদা চুলে কালো রঙের খিযাব করা হারাম। হাদীছে কঠোরভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে।

(১০) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপকভাবে মুশরেকদের যাবতীয় অনুষ্ঠান, উৎসবের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন : যেমন—

(ক) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন মদীনাবাসী দুদিন খেলাধুলা করতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দুই দিন কী হচ্ছে? তারা জবাবে বললেন, আমরা জাহেলী যুগে এই দুদিন খেলাধুলা করতাম। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই দুদিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য উত্তম দিন দান করেছেন, তা হলো— ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর'।[১৩]

(খ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এক লোক 'বুয়ানা' নামক জায়গায় তার উট যবেহ করার মানত করলেন। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলেন। লোকটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, আমি মানত করেছি যে, আমার একটা উট 'বুয়ানা' নামক জায়গায় যবেহ করব। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা শুনে বললেন, 'সেখানে কি কোনো জাহেলী যুগের মূর্তি আছে, যার ইবাদত করা হতো?' তারা বললেন, 'জি, না'। আবার তিনি বললেন, 'সেখানে কি তাদের কোনো উৎসব উদযাপন হয়?' তারা বললেন, 'জি, না'। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তবে তোমার মানত পূর্ণ করো। জেনে রাখো! আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো কাজে মানত পূর্ণ করা যাবে না এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় সেটিতেও মানত চলে না'।[১৪]

(গ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাজূসী তথা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করার জন্য দাড়ি ছেড়ে দেওয়া এবং গোঁফকে ছোট করার জন্য বলেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ 'তোমরা মুশরেকদের বিরোধিতা করো; দাড়ি আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং গোঁফ ছোট করো'।[১৫] অন্যত্র বলেছেন, خَالِفُوا الْمَجُوسَ 'তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো'।[১৬]

ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বদা লেগেই আছে। ইসলামের আবির্ভাবে তামাম দুনিয়ার সকল রসম-রেওয়াজ, ধর্ম, মতবাদসহ যত কিছু আছে সব কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সেই সাথে ইসলামের সর্বজনীনতার কাছে পরাজিত হয়েছে সকল আদর্শ, উৎসব, অনুষ্ঠান। ইসলামের এই মহত্তম আদর্শ, উৎসব, অনুষ্ঠান, সুন্নাহকে মুসলিমদের মানসপট থেকে মুছে দিতে মুসলিমবিরোধীরা বিভিন্ন ধরনের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক উৎসব বা অনুষ্ঠান উদযাপনের নাম করে বিশ্ব মিডিয়া ও ম্যাগাজিন দখল করে জোরালোভাবে প্রকাশ করছে। ফলে ইসলামের অনুসারী মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের এই নোংরা অপসংস্কৃতি, রসম-রেওয়াজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। অথচ ইসলামের নীতিমালা, সুন্নাহ, রসম-রেওয়াজ, উৎসব, অনুষ্ঠানই তামাম দুনিয়ার জন্য রোল মডেল ও কল্যাণকর, তা হয়তো অনেকেই জানে না। ইসলাম শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা, নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীর সফল অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, তা খোদ মুসলিম বিশ্বের অনুসারীরা জানা সত্ত্বেও জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাসের বাস্তব রূপরেখা ফুটিয়ে তুলে না, তাহলে কীভাবে মুসলিম উম্মাহর মুক্তি সম্ভব হবে? কীভাবে আপনি নিজেকে ইসলামের প্রকৃত অনুসারী, মুমিন বলে স্বীকৃতি দিবেন? ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধানের নাম। সেটা কি বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আর উৎসব উদযাপনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? তা কি একটু বিবেচনা করবেন না? নচেৎ ইসলামের পরিপূর্ণতা আপনার কাছে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। আল্লাহ আমাদের বিজাতীয় সকল অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থেকে ইসলামের সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির অনুসরণ, অনুকরণ করার এবং তার ধারক ও বাহক হওয়ার তাওফীক্ব দান করুক- আমীন!

১১. মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০০৫।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৩।
১৩. মুসতাদরাক হাকেম, হা/১০৯১, হাদীছ ছহীহ।
১৪. আবূ দাঊদ, হা/৩৩১৩।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯।
১৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০।

সুখী জীবন পেতে হলে...

-তাওহীদুর রহমান সালাফী*

সুখ কী?

সুখ একটি মানবিক অনুভূতি। সুখ মনের একটি অবস্থা বা অনুভূতি যা ভালোবাসা, তৃপ্তি, আনন্দ বা উচ্ছ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[১] আমরা সাধারণত মনে করি যে, যদি কারও কাছে জীবনযাপনের জন্য ভালো বাসস্থান, ভালো গাড়ি, বেশি ধনসম্পদ বা ব্যাংক-ব্যালেন্স ইত্যাদি থাকে, তাহলেই সে সুখী। আবার কেউ কেউ মনে করে, ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতে পারলেই সে সুখী— যদিও এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ চোর যদি সবসময় চুরি করে নিজেকে সুখী মনে করে, ঘুষখোর যদি ঘুষ খেয়ে নিজেকে সুখী মনে করে, অনুরূপভাবে হত্যাকারী যদি হত্যা করে নিজেকে সুখী মনে করে, তাহলে কি এ ধরায় সুখ বলে কোনো জিনিস থাকবে বা আদৌ কোনো সুখ আসবে?

তাছাড়া আবার কেউ কেউ মনে করে, মানুষের কাছে টাকা থাকলেই সুখী। কিন্তু এই ধারণাটাও ঠিক নয়। কারণ এই পৃথিবীতে অসংখ্য বিত্তশালী মানুষ আছেন, যাদের অঢেল সম্পদ তাদের জীবনকে সুখময় করতে পারেনি। তবে এটাকে কিছু ক্ষেত্রে একটা সহায়ক ও মাধ্যম মানা যেতে পারে কেবল। প্রকৃত সুখ-শান্তি রয়েছে আল্লাহর স্মরণে, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে এবং নবী ﷺ-এর অনুসরণে। আসুন! এবার আমরা সুখী হওয়ার কিছু ইসলামী পদ্ধতি জেনে নিই!

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পর সারা জীবন নেক আমল করে যেতে হবে : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘নর অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা আমল করত, অবশ্যই আমরা তার সর্বোত্তম প্রতিদান দান করব’ *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*। মুফাসসিরগণের মতে, এখানে ‘হায়াতে তাইয়্যেবা’ বলতে পবিত্র-হালাল রিযিক, অল্পে তুষ্টি, দুনিয়ার পবিত্র ও সুখময় জীবন প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। সুখময় জীবনের অর্থ এটাও নয় যে, একজন মুমিনের জীবনে কোনো রকমের দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ আসবে না; বরং এগুলো আসলেও একজন মুমিন ঈমান-ইসলামের উপর টিকে থাকবে, অল্পে তুষ্টি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। আর এসবের বিনিময়ে আখেরাতের সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামতের আশাবাদী হবে। তখন তার জীবন সুখময় হবে।[২]

অপর দিকে, যদি কেউ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, তার জীবন সুখময় হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবনযাপন হবে সঙ্কুচিত আর আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে সমবেত করব’ *(ত্বা-হা, ২০/১২৪)*। তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে, যা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্যে নয়।[৩]

(২) আখেরাতকে মূল উদ্দেশ্য বানাতে হবে : আমরা এই দুনিয়াতে হালাল পদ্ধতিতে যাই কিছু করি না কেন, এর মাধ্যমে সর্বদা পরকালের জীবনকে সুখময় করার নিয়্যত রাখতে হবে, তাহলে এই জীবনটাও সুখময় হবে ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যে কেউ আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দেই। আর আখেরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না’ *(আশ-শূরা, ৪২/২০)*। অতএব, একজন মুমিনের উচিত আখেরাতমুখী হওয়া। যে আখেরাতমুখী হবে, সে দুনিয়া ও আখেরাত সব জায়গায় সুখে থাকবে।

(৩) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি : আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করি, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াবী সমস্যা-সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দিবেন, আমাদের কাজকর্ম সহজ করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ ‘আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্য চলার পথ সুগম করে দেবেন’ *(আত-ত্বলাক, ৬৫/২)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দিবেন’ *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*।

(৪) আল্লাহর উপর ভরসা করা : জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। যখনই কোনো কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করব, তখনই আল্লাহর

---

* ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত।

১. উইকিপিডিয়া।

২. তাফসীরে যাকারিয়া, সূরা আন-নাহল, ১৬/৯৭-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর; ফাতহুল ক্বাদীর; গৃহীত : তাফসীরে যাকারিয়া, সূরা ত্বো-হা, ২০/১২৪-এর তাফসীর থেকে।

উপর ভরসা করব। যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন, তখন ইনশা-আল্লাহ জীবন সুখময় হয়ে যাবে। তবে ভরসার এর অর্থ এই নয় যে, আমরা হাত-পা গুটিয়ে কাজকর্ম না করে বসে থাকব। বরং প্রথমে মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। যেমনটা নবী ﷺ ছাহাবীদের ভরসা করতে শিখিয়েছেন। এক ছাহাবী জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি আমার উটকে ছেড়ে দিয়ে ভরসা করব, না-কি বেঁধে রেখে? উত্তরে নবী ﷺ বলেছিলেন, اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ। 'সেটাকে বাঁধো এবং ভরসা করো'।[৪]

অতএব, আমাদেরকে নবী ﷺ-এর মতো ভরসা করতে হবে, ছাহাবীদের মতো ভরসা করতে হবে এবং ভরসা করার মতো ভরসা করতে হবে, তাহলে জীবনে সফলকাম হতে পারা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন' *(আত-তালাক, ৬৫/৩)*। নবী ﷺ যথার্থ রূপে আল্লাহর উপর ভরসা করার উপমা দিয়ে বলেন, 'যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মতো রিযিক্ব দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালি পেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে'।[৫]

(৫) সন্তুষ্ট থাকা : আমরা সাধারণত নিজের উপর আল্লাহর প্রদত্ত অনুগ্রহ লক্ষ করি না। অন্যের উপর আল্লাহর যে অনুগ্রহ রয়েছে, তা বেশি লক্ষ করে থাকি বলেই আমরা খুব বেশি অসন্তুষ্ট থাকি। অথচ উচিত ছিল যে, আমরা সদাসর্বদা পার্থিব বিষয়ে আমাদের থেকে নিচে যারা আছে, তাদের লক্ষ করব। যাতে করে বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নিজে সন্তুষ্ট থাকতে পারি। যেমনটা নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের মানুষদের প্রতি লক্ষ করবে, তোমাদের চেয়ে ঊর্ধ্বতন মানুষদের দিকে তাকাবে না। এটি বেশি উপযুক্ত যে, এতে তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামাতকে নগণ্য মনে করবে না'।[৬]

অনুরূপভাবে আমরা যদি এই হাদীছের উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করি, তাহলে বুঝতে পারব যে, আমরা কত সুখে আছি। নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ বাসস্থানে বা পরিবারে নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকি থাকে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো'।[৭]

৪. তিরমিযী, হা/২৫১৭, হাদীছ হাসান।
৫. ইবনু মাজাহ, হা/৪১৬৪, হাদীছ ছহীহ।
৬. তিরমিযী, হা/২৫১৩, হাদীছ ছহীহ।
৭. তিরমিযী, হা/২৩৪৬, হাদীছ হাসান।

তাছাড়া একজন মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, সে ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করবে আর হতাশায় ভুগতে থাকবে। বরং ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা করতে হবে আর বর্তমানে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটা না হলে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। এর একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা বেশি স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

এক ছেলে মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, তাই সে তার পিতার কাছে আবেদন করে মিষ্টি খেতে চায়, তখন তার পিতা তাকে কিছু মিষ্টি এনে দেন। যখন সে মিষ্টিগুলো খেতে বসে তখন সে মিষ্টি খায় আর খুব কাঁদতে শুরু করে! তার পিতা জিজ্ঞেস করে তুমি তো মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাস তাহলে কাঁদছ কেন? উত্তরে সে বলে যে, আমি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি আর আপনার কাছে এগুলো আবেদন করে পেলাম। কিন্তু আমার চিন্তা হচ্ছে যে, এগুলো খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে আর মিষ্টি আমার কাছে থাকবে না বলেই আমি কাঁদছি। তখন তার পিতা বলল, 'ধুর! এরকম বোকামি করলে হয়? তোমার কাছে এখন যা আছে তা তো আনন্দ সহকারে খাও, তারপর না হয় আবার চাইবে তখন আমি আবার দিব! কিন্তু তুমি এরকমভাবে ভবিষ্যৎ নিয়ে কাঁদলে হবে?' এই উদাহরণ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

(৬) ভাগ্যের প্রতি রাযী-খুশী থাকা : একজন প্রকৃত মুমিনের উপর এটা অপরিহার্য বিষয় যে, তিনি তাক্বদীর তথা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করে জীবনযাপন করবেন। যেহেতু মুমিনদের জীবনের প্রতিটি সংঘটিত বিষয় আগে থেকেই লিখা থাকে। যখন সে এটা বিশ্বাস করে চলবে, তখন তার দুঃখ-কষ্ট বেশি হবে না এবং ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা পেয়ে যাবে আর তখনই জীবন সুখময় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যমীনে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ-বিপর্যয় আসে না কেন, তা আমি সংঘটিত করার পূর্বে একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ, সেজন্য যেন তোমরা হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২২-২৩)*। নবী ﷺ বলেছেন, إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ 'যদি তোমাকে কোনো বিপদ পেয়ে বসে, তখন তুমি এভাবে বলো না, যদি আমি এটা করতাম তাহলে এরকম এরকম হতো। বরং তোমরা বলবে, আল্লাহ এটাই ভাগ্যে রেখেছিলেন, আর তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন। কেননা (لَوْ) তথা "যদি" শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে খুলে দেয়'।[৮]

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪; মিশকাত, হা/৫২৯৮; আল-আহকামু আশ-শারীআতুল কুবরা, ৩/৪৬১।

(৭) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা : একজন প্রকৃত মুমিনের বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং খুশীর সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এক দারুণ বৈশিষ্ট্য, যা একজন মুমিনের জীবনকে সুখময় করার বড় মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন, 'মুমিনের অবস্থাটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এমনটা মুমিন ছাড়া অন্য কারো হয় না। যদি তাকে আনন্দদায়ক কোনো কিছু পেয়ে বসে, তবে তিনি শুকরিয়া আদায় করেন, ফলে সেটি তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর তাকে অসচ্ছলতা বা দুঃখ-কষ্ট পেয়ে বসলে, তাতে তিনি ছবর করেন, ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়'।[৯]

(৮) মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা : আমরা যদি আমাদের জীবনকে সুখময় করতে চাই, তাহলে একা একা সুখী থাকার চেষ্টা করলে হবে না; বরং নিজের পাশাপাশি নিজের আত্মীয়স্বজন, অন্য মুসলিম ভাইদের আপদ-বিপদেও বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করবেন। আর এভাবে আমরা প্রভূত সুখময় জীবন লাভ করতে পারব ইনশা-আল্লাহ। নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সহজ ব্যবস্থা (দুর্দশা লাঘব) করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন'।[১০]

(৯) ছালাত আদায় করা : সফলকাম ও সুখময় জীবনের একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে ছালাত, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। যখন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ 'আর তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো' *(আল-বাক্বারা, ২/৪৫)*। অনুরূপভাবে নবী ﷺ-এর উপর কোনো দুঃখ-কষ্ট আসলে তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। হাদীছে এসেছে, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى 'যখন নবী ﷺ-এর উপর কোনো কিছু গুরুতর হতো, তখন তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন'।[১১]

(১০) তওবা ও ইস্তেগফার : জীবনেকে সুখময় করতে হলে গুনাহ থেকে ফিরে এসে বেশি বেশি ইস্তেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। ইস্তেগফার করলে যেমন পরকালে বদলা পাওয়া যাবে, ঠিক তেমনি ইহকালেও এর অসীম বদলা পাওয়া যাবে।

একবার এক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্রের অভিযোগ করল। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল, আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বলল, আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। লোকেরা বলল, 'কী ব্যাপার! আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা আন-নূহের ১০-১২ নম্বর আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন।[১২]

অতএব, জীবনের বদ্ধ দুয়ারগুলো খোলার জন্য আপনার হাতে একটা চাবি আছে। সেই চাবির নামই হলো 'ইস্তেগফার'। চাবিটা ব্যবহার করে নিজের শেষ সম্বল গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আজ থেকেই তৎপর হতে পারেন। 'আসতাগফিরুল্লাহ' শব্দটাকে বানিয়ে নিতে হবে জীবনের নিত্যসঙ্গী।[১৩]

শেষ কথা হলো এই যে, জীবনে সুখী থাকা সমুদ্রের সাঁতার শেখার মতো, যেটা খুব সহজে সম্ভব নয়; এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ঠিক তেমনি সুখী হতে হলে বিভিন্নভাবে আমাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে। আর এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবে এটাই বাস্তব। এই পৃথিবীতে কেউ শত ভাগ সুখী হতে পারে না। তবে তুলনামূলক কম বা বেশি সুখী হতে পারে। যেমনটা শায়খ ইবনু উছায়মীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এ ধরায় একজন মানুষ সর্বদা খুশী থাকবে এটা অসম্ভব, বরং সে এক দিন খুশী হয়, আরেক দিন দুঃখিত হয়। একদিন সে (তার ঈপ্সিত বস্তু) পায় আবার আরেক দিন সে পায় না'।[১৪]

তবে এর জন্য মুমিনরা বেশি চিন্তিত বা বিচলিত হন না। কারণ তাদের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর এবং তাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারই কল্যাণকর। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকরগুজার করে আর দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হলে ছবর করে। আর এভাবে প্রত্যেকটা জিনিসই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে তার দেওয়া বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার তাওফীক্ব দান করেন আর আমাদের জীবনকে সুখময় করেন- আমীন!

---

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৯।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।
১১. আবূ দাঊদ, হা/১৩১৯; হাদীছ হাসান; মিশকাত, হা/১৩২৫।
১২. তাফসীর ইবনে কাছীর; কুরতুবী; গৃহীত : তাফসীরে যাকারিয়া, সূরা আন-নূহ, ৭১/১০-১২-এর তাফসীর থেকে।
১৩. লেখক আরিফ আযাদ।
১৪. ইবনু উছায়মীন, রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/২৪৩।

ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ

*-আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম**

বর্তমান যুগে গান-বাজনা অনেকের জীবনের বিনোদনমূলক চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান শুনে না এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছেও এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অবসর পেলে অধিকাংশ লোকজন গান শোনায় ব্যস্ত হয়ে উঠে। আসুন দেখি, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কী বলে গান-বাজনা সম্পর্কে। গান-বাজনার প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি খুবই ভয়াবহ। এসব কাজের ভালো-মন্দ বিবেচনা করা হয় চোখ ও কানের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অপমানজনক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ‘আর মানুষের মধ্যে থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা ক্রয় করে। আর তারা এগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক আযাব’ *(লুক্বমান, ৩১/৬)*।

আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ‘লাহওয়াল হাদীছ’ ক্রয় করে, সে জাহান্নামে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কাজেই তা হারাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ‘লাহওয়াল হাদীছ’ কী? উক্ত আয়াতে বর্ণিত ‘লাহওয়াল হাদীছ’-এর ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, তা হলো গান-বাজনা।[১] উক্ত আয়াত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘ঐ সত্তার কসম, যিনি ছাড়া প্রকৃত কোনো মা‘বূদ নেই! নিশ্চয়ই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গান’। তিনি একথাটি তিনবার বলেন।[২] এভাবে বেশির ভাগ মুফাসসির ‘লাহওয়াল হাদীছ’ বলতে গান-বাজনাকে বুঝিয়েছেন। উপরিউক্ত আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, গান-বাজনা হারাম। যারা গান-বাজনা করে ও শোনে, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন’।[৩] এই হাদীছ থেকেও আমরা জানতে পারলাম যে, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র হারাম।

নাফে‘ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বাঁশির শব্দ শুনতে পেলে তিনি তার দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ‘হে নাফে‘! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ?’ আমি বললাম, ‘না’। অতঃপর তিনি তাঁর দুই আঙুল কান হতে বের করে বললেন, আমি একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি এমন (বাঁশির আওয়াজ) শুনে এরূপ করেছিলেন’।[৪] এই হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যেখানে গান-বাজনা হয় সেখানে থাকা যাবে না। গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দ যেন কানে না আসে তার সম্ভবপর চেষ্টা করতে হবে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لَيَكُوْنَنَّ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ قَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوْا الْخُمُوْرَ وَاتَّخَذُوْا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوْا بِالْمَعَازِفِ ‘অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, পাথর বর্ষণ ও আকার-আকৃতির বিকৃতিসাধন হবে, যখন তারা মদপান করবে, নর্তকী গ্রহণ করবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে’।[৫] হতে পারে, বর্তমানে আমাদের উপর যে বিপদগুলো আসছে তার মধ্যে অনেকগুলোই মদ্যপান, গান-বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফল। অধিকাংশ বাড়িতে বাজনা বাজে, অধিকাংশ হোটেলেই বাজনা বাজে, তাই তো এত বিপদ। আমাদের এসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সকলকে চেষ্টা করতে হবে এসব হতে বিরত থাকতে ও অন্যকে বিরত রাখতে।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় রাত অতিবাহিত করবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-পানীয় এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী নিয়ে, অতঃপর তাদের সকাল হবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে’।[৬]

আবূ মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মাঝে কিছু মানুষ মদপান করবে (মদের) ভিন্ন নাম দিয়ে। তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করবেন’।[৭] এই হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, মানুষ মদপান করবে কিন্তু তার নাম দিবে ভিন্ন। আমাদেরকে এসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যথা আমাদেরকে আরো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

---

* ধামিনকৌড়, বাগমারা, রাজশাহী।

১. তাফসীর ইবনু কাছীর, ৩/৪৫১।

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ), ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৫৮-২৫৯।

৩. বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/৪৫০৩, হাদীছ ছহীহ।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৯২৪, সনদ ছহীহ।

৫. আল-জামেউছ ছাগীর, হা/৯৫৯৮।

৬. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৬০৪, ২৬৯৯।

৭. ইবনু মাজাহ, হা/৪০২০।

গান-বাজনার ক্ষতিকর দিক : ইসলাম কোনো জিনিসের মধ্যে ক্ষতিকারক কোনো কিছু না থাকলে তাকে হারাম করে না। গান-বাজনার মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকর দিক রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন, গান-বাজনা হচ্ছে নফসের মদস্বরূপ। মদ যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যযন্ত্রও মানুষের সেই রকম ক্ষতি করে। যখন গান-বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই তারা শিরকে পতিত হয়। আর তখন তারা অশ্লীল কাজ ও যুলম করতে উদ্যত হয়। তারা শিরক করতে থাকে এবং যাদের হত্যা করা নিষেধ তাদেরকেও হত্যা করতে থাকে, যেনা করতে থাকে। যারা গান-বাজনায় জড়িত, তাদের বেশির ভাগের মধ্যেই এই তিনটি দোষ দেখা যায়। তাদের বেশির ভাগই মুখ দিয়ে শিস দেয় ও হাততালি দেয়।[৮]

শিরকের নিদর্শন : বর্তমান সময়ে অনেক যুবককে দেখা যায় গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এত পরিমাণে ভালোবাসে যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা সহ্য করতে পারে না। কিছু বললেই তারা প্রতিবাদ করে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে কেউ মশকরা করলে বা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে মশকরা করলে তারা তেমন কিছু বলে না। তাদের বেশির ভাগই তাদের গায়কদের আল্লাহর মতোই ভালোবাসে অথবা আরো অধিক (নাঊযুবিল্লাহ), যা শিরক এর অন্তর্ভুক্ত।

গান হলো যেনার রাস্তাস্বরূপ। এর কারণেই অনেক অশ্লীল কাজ সঙ্ঘটিত হয়। যেখানে পুরুষ ও মহিলারা চরম লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। এভাবে গান শ্রবণ করতে করতে নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনে। তারা রাস্তায় অপদস্ত হয়, এমনকি এই গান-বাজনার পার্টিতে রাতের পর রাত জেগে এবং পার্টিতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়। তাছাড়া তখন তাদের জন্য অন্যান্য অশ্লীল কাজ করা সহজ হয়ে যায়।

এছাড়াও গান-বাজনার আরো অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন- এটা ব্যভিচারের প্রেরণা দানকারী, মস্তিষ্কের উপর আবরণ ফেলে, কুরআনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে, আখেরাতের চিন্তা নির্মূল করে, গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বস্তুত গান-বাজনার বৈজ্ঞানিক ক্ষতিকর প্রভাব এত বেশি যে, তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদাভাবে কোনো দলীল খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও আমরা কুরআনের আয়াত ও অনেক হাদীছ থেকে প্রমাণ পেশ করলাম, যা সুস্পষ্টভাবে গান-বাজনা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

গান-বাজনা হতে পরিত্রাণের উপায় : নিচে গান-বাজনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী করণীয় তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

(১) কেউ যদি খালেছ অন্তরে গান-বাজনা শোনা থেকে নিবৃত হতে চায়, তাহলে হৃদয়ে এই বিশ্বাস করা জরুরী যে, ইসলামে গান-বাজনা হারাম এবং এর অনেক ক্ষতিকর দিকে রয়েছে, যা আজ বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত। তবে কেউ যদি মুসলিম বলে নিজেকে দাবি করে, তাহলে তার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, তার মহান মালিক তার জন্য গান-বাজনা হারাম করেছেন। আর কেউ যদি জেনে-বুঝে হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেন নিজেকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ঠেলে দিল। সাথে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে অবশ্যই মানুষের জন্য ক্ষতি রয়েছে। তাতে কোনো কল্যাণ থাকলে অবশ্যই তা হারাম করা হতো না। যার অনেক ক্ষতিকর দিক আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি।

(২) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার জন্য মনের মধ্যে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কারণ সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের কাছে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবৃত্তির হাতছানি ও শয়তানের কূটকৌশল পরাভূত হতে বাধ্য।

(৩) এ পথ থেকে ফিরে আসার জন্য মহান প্রতিপালকের কাছে আন্তরিকভাবে দু'আ করা। কারণ আল্লাহ মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি যদি মনকে হারাম থেকে ঘুরিয়ে দেন, তাহলে তা সেদিকে আর মোড় নিতে পারবে না।

(৪) গান-বাজনার উপকরণ ঘর থেকে বের করা ফেলা দেওয়া। যেমন সাউন্ড সিস্টেম, স্পিকার, গিটার, তবলা, ইত্যাদি। সাথে সাথে যেখানে গান-বাজনা হয়, সেখানে না যাওয়া।

(৫) অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা, সম্ভব হলে কুরআন মুখস্থ করা এবং ভালো ক্বারীদের তেলাওয়াত শোনা।

(৬) প্রচুর পরিমাণে যিকির-আযকারের মাধ্যমে জিহ্বাকে সতেজ রাখা। কারণ যিকির দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো! আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*। সুতরাং যারা হতাশা, অস্থিরতা, ব্যর্থতা ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য বিরহের গান শুনে মনের শান্তি খোঁজে, তাদের উচিত এসব হারাম থেকে তওবা করা এবং আল্লাহর যিকিরের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

(৭) দ্বীনী ইলম, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। ভালো আলেমদের লিখিত বই-পুস্তক পাঠ করা। তাদের শিক্ষণীয় বক্তৃতা শোনা।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩২ নং পৃষ্ঠায়)

৮. মাজমূ' ফাতাওয়া, ১০/১১৭।

মাদরাসা শিক্ষা সম্ভাবনা, সংকট ও বাস্তবতা

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

নতুন বছরের শুরুতেই অভিভাবকদের মধ্যে একটি অলিখিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যার নাম ভর্তিযুদ্ধ! সন্তানকে পছন্দের স্কুল-মাদরাসায় ভর্তি করতে পারাটা একপ্রকার যুদ্ধই বটে। একসময় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই ভর্তি গন্তব্য ছিল সরকারি স্কুল কিংবা কে জি স্কুলগুলো। কিন্তু সময়ের পালাবদলে অভিভাবকদের পছন্দের জায়গা হয়ে উঠছে কে জি স্কুলের আদলে গড়ে উঠা মাদরাসাগুলো। আজ আমরা জানার চেষ্টা করব এই মাদরাসা শিক্ষার সম্ভাবনা, সংকট ও বাস্তবতা সম্পর্কে।

সম্ভাবনা :

একসময় দ্বীনী ইলমের প্রতি আসক্ত মুসলিম ও গরীব ইয়াতীম ছাড়া সাধারণত কেউ তাদের সন্তানদের মাদরাসায় পড়াশোনা করাতো না। যারা মাদরাসায় পড়াশোনা করত, তাদেরকে একপ্রকার ব্যাকডেটেড হিসেবেই সমাজে ধরা হতো। তার প্রধান কারণ ছিল মাদরাসা-সার্টিফিকেটের অগ্রহণযোগ্যতা ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা না থাকা। তারপরও সময়ের সাথে অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আজ মাদরাসা শিক্ষা একটি ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে।

আমাদের দেশে ধর্মীয় সচেতনতা কম হলেও তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জানতে পারছে। ইসলাম প্রচারে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব এদেশের মানুষের মনে দাগ কেটেছে। যার প্রতিচ্ছবি আমরা বেশ কিছু বছর ধরেই দেখতে পাচ্ছি। একসময় শুধু গরীব ও ইয়াতীম সন্তানরাই মাদরাসায় পড়াশোনা করলেও বর্তমানে অধিকাংশ মধ্যবিত্তসহ উচ্চ-মধ্যবিত্তরাও মাদরাসামুখী হচ্ছে। যা এদেশের দ্বীন ইসলামের জন্য শুভসংবাদ।

অনেক ইসলামিক বোদ্ধা ইসলাম প্রচারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে বাঁকা চোখে দেখে। অথচ এই পদ্ধতির ইসলাম প্রচারই আজ সাধারণ মুসলিমদের জাগ্রত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। যার ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ আজ ইসলামমুখী হওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এখন সাধারণ মানুষ যেকোনো আমল করার আগে যাচাই-বাছাই করে। একইসাথে কেউ কোনো বিষয়ে আপত্তি তুললে তা জানার চেষ্টা করে। আর এভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ইসলামিক প্রভাব কাজ করছে। যার প্রেক্ষিতে মানুষ হাজারো পাপ করলেও নিজের সন্তানকে দ্বীনী আলেম বানানোর চেষ্টা করছে। ফলে আমাদের সমাজে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদি এভাবে প্রতিটি ঘর থেকে শিশুরা মাদরাসামুখী হয়, তাহলে প্রতিটি ঘরেই ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছে যাবে ইনশা-আল্লাহ। আর প্রতিটি ঘর যদি আল্লাহ কবুল করে নেয়, তাহলে এই দেশে ইসলামের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবে ইনশাআল্লাহ।

সংকট ও বাস্তবতা :

করোনা মহামারিসহ আরও বিভিন্ন কারণে দিনদিন সরকারি স্কুল ও কে জি স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীসংখ্যা কমে গেছে। অপরদিকে মাদরাসাগুলোতে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় উঠেপড়ে লেগেছে। যাদের নীতি-নৈতিকতা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। শুধু ব্যবসার চিন্তা থেকেই তারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছে। যা মাদরাসা শিক্ষার জন্য একটি অশনিসংকেত।

একইসাথে শহরের নিম্নমধ্যবিত্তদের চাহিদার কারণে প্রায় মাদরাসায় ডে-কেয়ার সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। যা একটি ভালো উদ্যোগ। তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা মাদরাসাগুলোতে গুণগত মান প্রশ্নবিদ্ধ। যা মাদরাসা শিক্ষার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কেননা সাধারণ মানুষ যে উদ্দেশ্যে তাদের সন্তানদের মাদরাসায় দিচ্ছে, যদি সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, তাহলে এদেশে ইসলামী শিক্ষার চরম বিপর্যয় নেমে আসবে।

অধিকাংশ মা-বাবা সন্তানকে মাদরাসায় দিলেও তাদের ব্যক্তিজীবনে ইসলামের চর্চা নেই। ফলে সন্তানরা মাদরাসায় পড়লেও তাদের জীবনে ইসলামের প্রভাব থাকে না। ফলে এসব শিক্ষার্থী কয়েক বছর পরই মাদরাসা থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে যায়। মূলত যে সন্তান ঘরে ইসলামের চর্চা দেখে না, সেই সন্তান যখন মাদরাসায় ইসলামের নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা পায়, তখন তার পক্ষে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ এবং চর্চা করাটা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে।

এছাড়াও অধিকাংশ শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত মাদরাসায় পড়াশোনা শেষ করলেও, তাদের ব্যক্তি জীবনে ইসলামের চর্চা দেখা যায় না। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের জন্যই তারা মাদরাসায় পড়েছে। যার ফলে এসব শিক্ষার্থী থেকে সমাজ ইসলামের কিছুই পায় না। তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংক-বীমাসহ এমন সব জায়গায় চাকরি নেয়, যা ইসলামের নীতি-নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক।

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

তাছাড়া ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে গড়ে উঠা অধিকাংশ মাদরাসায় দ্বীন ইসলামের সঠিক চর্চা হয় না। ফলে যারাই এসব মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে, তারা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে থাকে। একারণে আজ অধিকাংশ পরিবারের সন্তানরা মাদরাসায় পড়লেও তাদের মধ্যে সঠিক ইসলামের ঈমান-আক্বীদা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ মাদরাসায় পড়ানোর মূল উদ্দেশ্যই হলো ইসলামের সঠিক ঈমান-আক্বীদা চেনা। তাই আমাদের উচিত, এসব সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা।

করণীয় :

আমরা যারা দ্বীন পালনের উদ্দেশ্যে সন্তানকে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই, তাদের উচিত হবে বেশকিছু বিষয় মাথা রাখা। প্রথমত, আমাদের নিয়্যত থাকতে হবে সৎ। অর্থাৎ আমার সন্তান যদি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহলে এর প্রতিদান আল্লাহ আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় জায়গায়ই দিবেন ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয়ত, মাদরাসা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছহীহ আক্বীদার মাদরাসা খুঁজে বের করা। প্রয়োজনে দূরে এবং কষ্টকর হলেও ছহীহ আক্বীদায় সন্তানকে মানুষ করতে পারলে, সেই সন্তান দুনিয়া ও আখেরাতে পিতা-মাতার জন্য অশেষ নেয়ামত হবে। তাই যেখানে-সেখানে সন্তানকে ভর্তি না করিয়ে ছহীহ আক্বীদা দেখে তবেই সন্তানকে ভর্তি করাতে হবে।

একইসাথে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনেও ইসলামের চর্চা করতে হবে। শুধু সন্তানকে মাদরাসায় দিয়ে নিজেরাই অনৈসলামিকভাবে চললে সেই সন্তান ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। শিক্ষিত হলেও তার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামের ব্যাপারে উপকৃত না হওয়ার সম্ভাবনা। তাই সর্বাবস্থায় পিতা-মাতাকে সৎ এবং ইসলামিক জীবনযাপন করতে হবে।

সেই সাথে যারা মাদরাসা পরিচালনা করবেন, তাদেরও নিয়্যত থাকতে হবে সৎ এবং পবিত্র। মাদরাসাকে কখনই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাবা যাবে না। যারা মাদরাসায় চাকরি করবেন, তাদেরও এই বিষয়গুলো হিসাবে রাখতে হবে। কেননা একজন সৎ শিক্ষকই অনেকগুলো সৎ শিক্ষার্থী তৈরি করতে পারেন। তাই সব সময়ই দ্বীন ইসলামের কথা মাথায় রেখে সবকিছু পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই প্রতিটি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলামের সুবাতাস বইতে থাকবে।

সুতরাং আসুন! আমাদের সন্তানদের ইসলামের ছহীহ শিক্ষা দেই, যাতে এই সন্তান আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের পাথেয় হয়। মহান আল্লাহ তাওফীক্ব দিন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদরাসা (স্থাপিতঃ ১৪৩৯হি./২০১৭ ঈ.)

উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর মহানগর, রংপুর।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ক্র নং	পদের নাম	সংখ্যা	চাকুরীর ধরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন
১	**সিনিয়র শিক্ষক/শিক্ষিকা** (আরবী) রংপুর শাখা-৩ জন	৩	আবাসিক ফুলটাইম	দাওরা পাশ	সর্বনিম্ন বেতন ১২,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
২	**সহকারী শিক্ষিকা** ইংরেজী-১, গণিত-১	২	অনাবাসিক/ পার্ট-টাইম	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স	সর্বনিম্ন বেতন ৮,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
৩	**হাফেজা** রংপুর শাখা- ২জন, হারাগাছ শাখা- ১জন	৩	আবাসিক ফুলটাইম	কুরআনের হাফেজা, ইয়াদ ভালো থাকতে হবে	সর্বনিম্ন বেতন ১০,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
৪	**নূরানী শিক্ষিকা** হারাগাছ শাখা-৩জন, রংপুর শাখা-২জন	৫	আবাসিক ফুলটাইম	আলিম/ফাজিল/কুরআনের হাফেজা/ নূরানী ট্রেনিং ও পাঠদানে বাস্তব অভিজ্ঞ হতে হবে	সর্বনিম্ন বেতন ৮,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে
৫	**অফিস সহকারী** রংপুর- ১, হারাগাছ- ১	২	আবাসিক ফুলটাইম	ফাজিল/কামিল/দাওরা/স্নাতক/ডিগ্রী পাশ কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে পারদর্শী হতে হবে।	সর্বনিম্ন বেতন ১০,০০০/- দক্ষতা অনুযায়ী বেশী হতে পারে

আবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ মাদাসারা পক্ষ থেকে বাসস্থান এবং খাবার সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীগণকে হারাগাছ ও রংপুর শাখায় চাকুরী করার মানসিকতা থাকতে হবে। আগামী ২০শে ডিসেম্বর /২৩ ইং তারিখের মধ্যে উল্লেখিত **Gmail Address: moshiur308057@gmail.com** পরিচালক/প্রিন্সিপাল বরাবর আবেদন পত্রের সহিত ২০০ টাকা বিকাশ নং- ০১৭১২-৫৯৩ ৬৮৩ সেন্ডমানি করে ট্রানজেকশন/রেফারেন্স আইডি নাম্বার আবেদন পত্রে উল্লেখ করে পাঠাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাতকার ২২/১২/২৩ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় শুরু হবে ইংশা-আল্লাহ। শুধুমাত্র কৃতকার্য প্রার্থীকে টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে ।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মশিউর বিন মাহাতাব
০১৭১২-৫৯৩৬৮৩

নিয়োগ প্রকাশের তারিখ: ১০/১০/২০২৩

বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন বয়সের আগ্রহী মেয়েদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে ১বছর মেয়াদী "মা'হাদুল লুগাহ আল-আরাবিয়া" (আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স)-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

অধ্যক্ষ
মুয়াজ বিন জামাল মাদানী
০১৭১০-২৮৯০৯৭

রিযিক্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন?

-মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান*

‘রিযিক্ব’ বলতে আমরা এখানে কেবল মাল-সম্পদকে বুঝাচ্ছি- যদিও রিযিক্ব শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। রিযিক্ব এমন একটি শব্দ, যা নিয়ে খুব কম সংখ্যক মানুষই দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে। আর অধিকাংশ মানুষই আজ এই রিযিক্ব নিয়ে নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় ভোগে।

রিযিক্বের তাড়নায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম। প্রতিনিয়ত তারা দেশ ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছে ভিন্ন এক দেশে আর দীর্ঘদিন কাটছে তাদের প্রবাস জীবনে। দিতে হচ্ছে নিজের শরীরের অজস্র শ্রম। এই রিযিক্বের তাড়নায় অনেককে হয়তো দিতে হয়েছে তার নিজের অমূল্য জীবন। তবুও কেন জানি রিযিক্বের দুশ্চিন্তা একটুও কমে না।

আচ্ছা! কখনো কি ভেবেছেন যে মহান রব আপনাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আর সেই মহান রব কিনা আপনার রিযিক্বের দায়িত্ব নিবেন না? কখনো কি ভেবেছেন যে মহান রব দুনিয়াতে এত এত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সেই মহান প্রতিপালক কি সকল প্রাণীর রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন না? অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ‘আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীর রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহরই’ *(হূদ, ১১/৬)*। এছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন, ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক্ব দান করেন। আর তিনি মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী’ *(আশ-শূরা, ৪২/১৯)*। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ‘তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত ভাগ-বণ্টন করে? আমরাই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরকে অধীন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে আপনার প্রতিপালকের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৩২)*।

তারপরও কি আপনি রিযিক্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন? যে মহান প্রতিপালক এই পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিযিক্বের দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি কি আমাদের রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিবেন না? কিন্তু তারপরও আমাদের রিযিক্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা কমে না। আর তার বড় একটি কারণ হচ্ছে তাওয়াক্কুলের অভাব। একটি হাদীছ থেকে তাওয়াক্কুলের বিবরণ পাওয়া যায়। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, (রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) ‘যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভরসা করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক্ব দান করবেন, যেরূপ তিনি পাখিকে রিযিক্ব দিয়ে থাকেন। সে ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে’।[১]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ কত মহান, যিনি একটি পাখি যে কিনা সকাল বেলা বের হয় খালি পেটে, সেও আহার করে এবং তার বাচ্চাদেরকেও আহার করায়। সুতরাং আমি, আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করি, তাহলে অবশ্যই তিনি রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। আর তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট’ *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমার, আপনার জন্য যে রিযিক্ব বরাদ্দ রেখেছেন, তা না পেয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করব না। কেননা একটি হাদীছে আছে, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোনো ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক্ব পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক্ব প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো, যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো’।[২]

* শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

১. তিরমিযী, হা/২৩৪৪, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৪১৬৪।
২. ইবনু মাজাহ, হা/২১৪৪, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৫৩০০।

তাছাড়া আমাদের তাক্বদীরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে রিযিক্বের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেটি আমরা অবশ্যই পাব ইনশা-আল্লাহ। কেননা একটি হাদীছে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল 'আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সকল মাখলূকের তাক্বদীর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে লিখে রেখেছেন'।[৩]

রিযিক্ব নিয়ে দুশ্চিন্তার কী আছে! আপনার রিযিক্বই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الرِّزْقُ أَشَدُّ طَلَبًا لِلْعَبْدِ مِنْ أَجَلِهِ لَهُ 'রিযিক্ব বান্দাকে অধিক অনুসন্ধানকারী তার মরণ তাকে অনুসন্ধান করার চেয়েও'।[৪]

তবে এই রিযিক্বের তাড়নায় পড়ে আজ অনেক মানুষ হারাম উপার্জনের পথে পা বাড়াচ্ছে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং গর্হিত কাজ। যার ফলশ্রুতিতে দিন দিন মানুষের মাঝ থেকে বরকত উঠে যাচ্ছে। পরিবারে নেমে আসছে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ 'হে মানুষ! যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহের অনুসরণ করো না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৮)*। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ 'অতএব, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছেন, তন্মধ্যে তোমরা হালাল পবিত্র রিযিক্ব আহার করো এবং আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো' *(আন-নাহল, ১৬/১১৪)*।

সুতরাং যতটুকু রিযিক্বের ব্যবস্থা হলে আপনার ও আপনার পরিবারের চলবে ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকুন; তবুও হারাম পথে উপার্জন করা বন্ধ করুন। বিলাসিতার নাম করে অধিক পরিমাণ উপার্জন থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন, এর মাঝেই রয়েছে বরকত। একটি হাদীছে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে লোক ইসলাম কবুল করেছে এবং তার নিকট ন্যূনতম রিযিক্ব রয়েছে এবং তাকে আল্লাহ তাআলা অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দিয়েছেন, সেই সফলকাম হলো'।[৫]

অনেককে দেখা যায় রিযিক্বের তাড়নায় আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়, অথচ যে আল্লাহ আমাদেরই রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তাকে কীভাবে ভুলা সম্ভব? একটি হাদীছ থেকে জানা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়ে তা আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযিক্ব দান করেন'।[৬]

অতএব, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন। আপনার যা প্রয়োজন তা আল্লাহর নিকট পেশ করুন। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে হতাশ করবেন না। হয়তো সামান্য কিছুদিন রিযিক্বের তাড়নায় আপনাকে কষ্ট করতে হচ্ছে, তবে এর পেছনে নিশ্চয় আল্লাহ আপনার জন্য কল্যাণ রেখেছেন। আল্লাহ যেন আমাদের এ কথাগুলো বুঝার ও আমল করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩।
৪. ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর, হা/৩৫৫১, হাদীছ হাসান।
৫. তিরমিযী, হা/২৩৪৮, হাদীছ ছহীহ।
৬. তিরমিযী, হা/২৩২৬, হাদীছ ছহীহ।

তাওহীদবাদী মুত্তাক্বী ব্যক্তিদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে মনোনীত ও প্রতিষ্ঠিত করা

*[২৮ রবীউল আউয়াল, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আহমাদ ইবনু হুমাইদ** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান দাতা। যিনি মহাশক্তিধর ও মহান বিজয়ী। যিনি ঈমানদারদের সাহায্যকারী ও শত্রুদের পরাস্তকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন' *(আল-মুমিন, ৪০/৩)*। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। বিচারের একচ্ছত্র অধিকারী তিনিই এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ! দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ করো। আর তার দিকে (অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক প্রতারণার দিকে) সে সব লোকের অন্তর আকৃষ্ট হতে দাও যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না আর তাতেই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে দাও, আর যে পাপকাজ তারা করতে চায় তা তাদেরকে করতে দাও' *(আল-আনআম, ৬/১১২-১১৩)*।

নবীদের অনুসারী ও তাদের শত্রুদের মাঝেও অনুরূপ অবস্থা। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সংবাদ প্রদান করেন তখন অবশ্যই তা মহাসত্য, তিনি যখন কোনো রায় দেন তখন অবশ্যই তা ন্যায়সংগত। তার কথার কোনো পরিবর্তন ও নড়চড় হয় না। সমস্ত কিছু তাঁর পক্ষ থেকে, তাঁরই দ্বারা হয় এবং তাঁরই নিকটে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি বলেন, 'জেনে রেখো! সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৪)*।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর গুণাবলি, এর উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলি এবং এর বিরোধীদের হীনতার বর্ণনা সম্পর্কিত আপনাদের রবের বাণী সত্যে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করো ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য ভালো হতো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক্ব। সামান্য কষ্ট দেয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আল্লাহর অনুকম্পা ও মানুষের আশ্রয় ছাড়া যেখানেই তারা অবস্থান করেছে, সেখানেই তারা হয়েছে লাঞ্ছিত, তারা আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত এবং তাদের উপর পতিত হয়েছে দারিদ্র্যের কশাঘাত। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এটা এজন্য যে, তারা অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন করত' *(আলে ইমরান, ৩/১১০-১১২)*।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তা তাদেরকে দুঃখ দেয় আর যদি তোমাদের অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়, যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, নিশ্চয় তারা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন' *(আলে ইমরান, ৩/১২০)*।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সংখ্যার নগণ্যতা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তিকে হ্রাস করে না। এ মর্মে তিনি বলেন, 'আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায়, তোমরা

শোকরগুজার হবে। স্মরণ করো! যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নাযিলকৃত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তা কেবল সুসংবাদস্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যাতে তিনি কাফেরদের একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে' *(আলে ইমরান, ৩/১২৩-১২৭)*।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই মর্মে উল্লেখ করলেন যে, বিজয় সেই দেহে আসে না যা হারাম রূযী দ্বারা বেড়ে ওঠে ও পালনকর্তার অবাধ্য হয়। আর অনুগতদের উপরই কেবল আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সূদ খেয়ো না ক্রমবর্ধিতভাবে, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। ভয় করো সেই আগুনকে, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা কৃপাপ্রাপ্ত হতে পার' *(আলে ইমরান, ৩/১৩০-১৩২)*।

মূলত আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য ভালো প্রস্তুতি প্রয়োজন। পরাক্রমশালী দাতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মাদের প্রস্তুতির বিষয়ে আপনাদের পালনকর্তার বাণী ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ। তিনি ইহকাল ও আখেরাতে সফলতা ও বিজয় লাভের উপায় অবস্থাগত, মৌখিক ও কার্যকরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩-১৩৪)*।

আর বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা সজ্জিত শরীরের প্রস্তুতির ব্যাপারে আল্লাহর রায় হলো, 'আর তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী সদাপ্রস্তুত রাখবে, যার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে। আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে আর তোমাদের সাথে কখনো যুলম করা হবে না' *(আল-আনফাল, ৮/৬০)*।

এভাবে আপনার পালনকর্তার বাণী সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'যদি তোমাদেরকে আঘাত স্পর্শ করে, অনুরূপ আঘাত তো অপর পক্ষকেও স্পর্শ করেছিল। (জয়-পরাজয়ের) এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে চিনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, বস্তুত আল্লাহ যালেমদেরকে ভালোবাসেন না। আর (এ জন্যও) যেন আল্লাহ মুমিনদেরকে সংশোধন করেন ও কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৪০-১৪১)*।

অতঃপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ ন্যায়সংগতভাবে রায় দিয়েছেন এবং এ মর্মে সত্য সংবাদ জানিয়েছেন যে, কাফেরদের আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ক্ষতি আর বিজয় আসে পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক থেকে এবং ব্যর্থতা আসে সংঘাত, অবাধ্যতা ও পার্থিব মোহ থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। অতি সত্বরই আমি কাফেরদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করব, কারণ তারা আল্লাহর শরীক গ্রহণ করেছে যার স্বপক্ষে তিনি কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি, তাদের নিবাস হবে জাহান্নাম এবং যালেমদের নিবাস কতই না জঘন্য!' *(আলে ইমরান, ৩/১৪৯-১৫১)*।

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের তাদের ভাইদেরকে হতাশা ও নিরাশার মধ্যে পতিত করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তাদের একে অপরের সাথে নম্র আচরণ করতে, ক্ষমা প্রার্থনা করতে, পরামর্শ করতে, আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আদেশ করেছেন। একইসাথে লাঞ্ছনার কারণ যেমন— বিশ্বাসঘাতকতা ও রাসূলের অবাধ্যতা পরিহার করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন বিদেশে সফর করে কিংবা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদের সম্বন্ধে বলে, তারা আমাদের কাছে থাকলে মরত না,

নিহতও হতো না। ফলে আল্লাহ এটিকে তাদের মনের অনুতাপে পরিণত করে দেন, বস্তুত আল্লাহই জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তবে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অতি উত্তম তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে' *(আলে ইমরান, ৩/১৫৬-১৫৭)*।

আর যে ব্যক্তি এটা মনে করে যে, উভয় দলের নিহতরা একই, সে যেন মহান আল্লাহর এ বাণী পাঠ করে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, সে কি আল্লাহর আক্রোশে পতিত লোকের ন্যায় হতে পারে? তার নিবাস হলো জাহান্নাম আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! আল্লাহর নিকট তাদের বিভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। বস্তুত, তারা যা কিছুই করছে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা' *(আলে ইমরান, ৩/১৬২-১৬৩)*।

আপনার পালনকর্তার বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে; রাসূলদের সর্দারের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে এবং তার দ্বারা তাদেরকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে। আর তাঁর আদেশ অমান্য করা ও তাঁর নির্দেশনা এড়িয়ে চলার কারণে আমাদের নিজেদের উপর বিপদ অবধারিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। আর যখন তোমাদের উপর বিপদ আসল, (অথচ) তোমরা তো এর দ্বিগুণ বিপদে আক্রান্ত হলে (বদর যুদ্ধে)। তোমরা বলেছিলে এটা কোত্থেকে? বলো, তা তোমাদের নিজেদের থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আলে ইমরান, ৩/১৬৪-১৬৫)*।

بارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه...

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আর অগণিত দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী ও তাঁর সমস্ত অনুরাগীদের উপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করে চলুন এবং তাঁর সুদৃঢ় রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন। জেনে রাখুন! নিশ্চয় বালা-মুছীবতের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের মনোনীত করেন, যাচাই-বাছাই করেন ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিযিক্ব দেওয়া হয়' *(আলে ইমরান, ৩/১৬৯)*।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটি মহাসত্য সংবাদ দিয়ে বলেছেন, 'অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৬)*।

এছাড়া আল্লাহ তাআলা ন্যায়সংগতভাবে রায় দিয়েছেন যে, সফলতা একমাত্র তার শর্তের মাঝেই বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো' *(আলে ইমরান, ৩/২০০)*।

আর আপনার রবের বাণী এমন সত্যের সাথে পরিপূর্ণ হয়েছে যা দৃঢ়বিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং এমন ন্যায়পরায়ণতার সাথে পরিপূর্ণ হয়েছে যা বিচারদিবস পর্যন্ত সত্যের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পবিত্র ও মহীয়ান তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলি দেখানোর জন্য; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/১)*।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মানিত করুন, শিরক ও মুশরিকদেরকে লাঞ্ছিত করুন এবং সর্বত্র আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান কাফেরদেরকে পাকড়াও করুন; যারা আপনার প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করে ও আপনার নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাদের উপর আপনার আযাব বর্ষণ করুন, হে সর্বশক্তিমান ও সত্য ইলাহ!

যারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারে

*-সাব্বির আহমাদ**

আচ্ছা, কেউ কি কখনো নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারে? হয়তো কেউ মারে। আর এই কাজে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ পটু। একথা শোনার পর হয়তো তোমার চক্ষু চড়কগাছ! তুমি হয়তো ভাবছো, আমি তোমার সাথে রসিকতা করছি। তুমি দ্বিধায় পড়ে গেছো, কেনোই-বা মানুষ নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরে আঘাত করতে যাবে? আর শিক্ষার্থীরা কেনো এ অযাচিত কাজটিতে অধিক পারদর্শী? পাগলও তো এ কাজ করবে না! মনের মাঝে কুণ্ডলী পাঁকিয়ে থাকা এ ভাবনাগুলো হয়তো এখন তোমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে, কীভাবে সম্ভব এটা?

হ্যাঁ, তোমার মনের অলিন্দে আছড়ে পড়া এ ভাবনাগুলোর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতেই আমার এ ছোট্ট প্রয়াস। তাই প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলো। তবেই বিষয়টি তোমার সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

কেউ যদি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে। যদি কেউ তার সামনে অবস্থিত সোজা পথটি বাদ দিয়ে বাঁকা পথের দিকে চলতে থাকে, যা কণ্টকাকীর্ণ এবং খুবই পিচ্ছিল। আবার যদি কেউ তার সামনে থাকা মধু ও বিষের মাঝে বিষটাকেই গ্রহণ করে অথবা কেউ যদি নিজেই নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে গলা টিপে হত্যা করে, তাহলে তার উপমাটা 'নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারা'-এর মতো দিলে খুব বড় অত্যুক্তি হবে না বোধ হয়।

চলো, এবার জেনে আসি শিক্ষার্থীরা কীভাবে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারে।

১. কাল থেকে পড়া শুরু করব : 'কাল থেকে পড়া শুরু করব' বলাটা বহু শিক্ষার্থীর একটি চিরাচরিত স্বভাব। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বলে থাকে, আজ থাক, কাল নতুন অধ্যায় শুরু হবে। তাই কাল থেকেই পড়ব অথবা আজ বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দিই, শনিবার থেকে একেবারে পুরো উদ্যমে পড়ালেখা শুরু করব। কিন্তু কত দিন গুজরান হয়ে যায়, দিবসের কতগুলো পৃষ্ঠা উল্টে যায়, তবুও তার সেই কাল আর আসে না।

২. ফাঁকি দেওয়া : শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে ফাঁকি দিয়ে থাকে। যেমন— ক্লাস ফাঁকি দেওয়া অথবা শিক্ষক যখন বলেন, তোমরা সবাই বাড়ির কাজ করেছ? তখন সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, জি, স্যার। মনে করো, এদের মধ্যে কোনো একজন বাড়ির কাজ করেনি। আর শিক্ষক যদি তার খাতাটি না দেখতে চান, তাহলে তো কপাল ভালো। সে তখন ভাবে, যাক বাবা! বেঁচেই গেলাম। আমি বলি, সে নিতান্তই একটা বোকামির পরিচয় দিল। সে যে তার জীবনটা ক্রমশ নষ্ট করছে এবং দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় এক মহাবিপদ যে তার পানে ধেয়ে আসছে, তা সে ঘুণাক্ষরেও অনুধাবন করতে পারছে না।

৩. অলসতা : অলসতা হলো সফলতার অন্তরায়। এ পৃথিবী এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। কর্মমুখর এ জগতে কর্মভীরুদের স্থান নেই। তাই অলসতাকে চিরকালের জন্য আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। কারণ পৃথিবীটা কোনো ফুলশয্যা নয়, বরং এটা কণ্টকাকীর্ণ। তাই জীবনে কিছু পেতে হলে অনবরত পরিশ্রম করতে হবে। কেননা পরিশ্রমই সফলতার প্রসূতি। সম্রাট বাবর তার সংগ্রামী জীবনে নিজের শ্রমের দ্বারাই মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে কোটি মানুষের হৃদয়ে এক বিশাল স্থান দখল করে আছেন।

পৃথিবী আজ এত সাজে সজ্জিত এ পরিশ্রমের ফলেই। পরিশ্রমের স্বরূপকে আমরা ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কাব্যভাষায় এভাবে পাই— কোনো কাজ ধরে যদি, উত্তম সে জন, হউক সহস্র বিঘ্ন, ছাড়ে না কখন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, অলসতা বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর নিত্যসাথী। মানুষের জীবন বিনির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব হলো ছাত্রজীবন। যার ছাত্রজীবন আলস্যে পরিপূর্ণ, তার জন্য কোনো কালেই নন্দিত জীবনের তৃপ্তি ভোগ করা সম্ভব নয়।

* অধ্যয়নরত, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু! সময়গুলো অবহেলায় কেটে যাবে, অবলীলায় পার হয়ে যাবে একটা জীবন, এমনটা কি হতে দেওয়া যায়? তুমি খেয়াল করে দেখবে, সব পাখিরা তাদের সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষ করে গোধূলিলগ্নে তাদের নীড়ে ফিরে যায়, ফুলেরাও একদিন প্রস্ফুটিত হয়, রাত গড়িয়ে একসময় নতুন ভোরের উদয় হয়, নদীরাও নিরন্তর বয়ে চলে, ছুটে যায় সাগর পানে। কিন্তু তুমি কবে ছুটবে তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে? তোমার কি চৈতন্যোদয় হবে না?

অনেক হয়েছে! আর কত? এবার উদাসীন সময়ের পাটাতন থেকে ফিরে এসে নতুন ভোরের সোনারাঙা রোদে ঝেড়ে ফেলো জীবনের সমস্ত আলস্য, দুঃখ ও ক্লান্তি। নতুন করে সাজাও তোমার জীবন। ডুবে যাও জ্ঞানের সাগরে। রিলেশন শুরু করো বইয়ের সাথে। পরিশ্রম করে যাও অনবরত। তুমি দেখে নিয়ো, সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই, ইনশা-আল্লাহ। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, مَنْ جَدَّ وَجَدَ অর্থাৎ ‘যে চেষ্টা করে, সে পায়’।

সুতরাং, তুমিও পাবে। প্রয়োজন শুধু একটুখানি সদিচ্ছার। প্রতিদিন রাতের শেষ প্রহরে আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ প্রথম আকাশে এসে তোমাকে ডাকতে থাকেন। তাই এ গভীর রজনিতে মহান প্রতিপালকের পানে করদ্বয় উত্তোলন করে যত স্বপ্নের কথা, মনের মাঝে লুক্কায়িত যত আশা, যত চাওয়া সব ব্যক্ত করো প্রতিপালকের তরে। নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। পরিশ্রমকে জীবনের সঙ্গী বানাও। সমস্ত বিঘ্নতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সামনে পা বাড়াও। ভুলেও কখনো ঝরে যেয়ো না। কারণ তুমি যদি ঝরা পাতার ন্যায় ঝরে যাও, যদি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারো, তাহলে একদিন দপ করে নিভে যাবে তোমার জীবনপ্রদীপ। তখন চারিদিকে দেখবে শুধু অন্ধকার। সেদিন আফসোস করা ছাড়া কিছুই থাকবে না তোমার কাছে। এসবের আগেই কি তুমি ফিরে আসবে না?

সাবধান! কখনো নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরো না, বন্ধু।

“ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ” প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৮) হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগ্রত করা যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে কেবল তার দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ রয়েছে। এর বাইরে গেলে আমাদের জন্য অনেক ক্ষতি বা অকল্যাণ রয়েছে।

(৯) মনের মধ্যে গান শোনার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই ‘আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম’ (আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) পাঠ করা।

(১০) মৃত্যুর কথা, পরকালে শাস্তির কথা বারবার মনে করা। কেননা রাসূল ﷺ আমাদেরকে মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করতে বলেছেন। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ ‘তোমরা (দুনিয়ার) স্বাদ-ভোগবিলাসকে বিনষ্টকারী বিষয় তথা মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো’ *(ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫৮)*।

(১১) গানের ক্ষতিকর দিকগুলো স্মরণ করা, যা প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২) মন্দ সংশ্রব বিশেষত পূর্বের গানের জগতের বন্ধু-বান্ধবদের এড়িয়ে চলা, পরিবর্তে ভালো দ্বীনদার লোকদের সাহচর্য লাভ করা। কেননা বন্ধু মানুষের জীবনে সীমাহীন প্রভাব সৃষ্টি করে। এজন্য এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য একজন ভালো দ্বীনদার বন্ধুর গুরুত্ব অপরিসীম।

সুধী পাঠক! গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট এক বিষয়। এগুলোর প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। বর্তমানে অনেক যুবক গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এত কিছু জানার পরও কোনো শিক্ষিত মানুষ গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আনন্দ বিনোদন করতে পারে না। আমাদেরকে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। এগুলোর ব্যবসা করার কথা ভুলেও মাথায় আনা যাবে না এবং এগুলোর প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা তার সাথে চললে তার মতো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কথায় আছে, ‘সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে’। লোহা এমনি এমনি পানিতে ভাসে না, লোহাকে কাঠের সাথে জুড়ে দিলে ভাসে। তাই ভালো সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে। সকল যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে এই নিকৃষ্টতম গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র হতে বিরত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল পাপ কর্ম হতে বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

রাবী পরিচিতি-৯ : আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী আল-বালিসী আল-জাযারী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : রাবী অর্থ বর্ণনাকারী। আমাদের আলোচনায় আমরা রাবী বলতে ঐ সকল বর্ণনাকারীকে বুঝিয়ে থাকি যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারা বিভিন্ন শ্রেণির হয়ে থাকেন। কেউ 'ছিক্বাহ' হয়ে থাকেন; কেউ 'যঈফ' হয়ে থাকেন ইত্যাদি। আজকে আমরা একজন প্রসিদ্ধ যঈফ রাবী সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশা-আল্লাহ।

নাম ও বিবরণ : তার নাম আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী আল-বালিসী আল-জাযারী রাহিমাহুল্লাহ। তার জীবন-মৃত্যু ও জীবনী সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি অত্যধিক সমালোচিত একজন রাবী। তার সম্পর্কে ইমামগণ যা বলেছেন তা নিচে তুলে ধরা হলো—

(১) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, فَقَالَ أَبِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزُ وَهُوَ الَّذِيْ يَرْوِيْ عَنْ خُصَيْفٍ اِضْرِبْ عَلَى أَحَادِيْثِهِ هِيَ كَذِبٌ أَوْ قَالَ مَوْضُوْعَةٌ أَوْ كَمَا قَالَ أَبِيْ فَضَرَبْتُ عَلَى أَحَادِيْثِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ 'আমার বাবা বলেছেন, আব্দুল আযীয, যিনি খুছায়েফ হতে বর্ণনা করেছেন। তার হাদীছসমূহকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও। সেগুলো মিথ্যায় ভরপুর। অথবা তিনি বলেছেন, তার হাদীছগুলো জাল। অথবা আমার বাবা অনুরূপ কিছু কথা বলেছেন। ফলে আমি আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমানের বর্ণিত হাদীছ ছুঁড়ে ফেলে দেই'।[১]

(২) ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যাহাবী তার 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক গ্রন্থে বলেছেন, আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমান বালিসী হাদীছ বর্ণনা করেছেন খুছায়েফ হতে। তাকে (বালিসীকে) ইমাম আহমাদ মিথ্যা হাদীছ বর্ণনার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। আর তিনি তার হাদীছকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন'।[২]

(৩) অনুরূপভাবে ইমাম ইবনু আবী হাতেম রাহিমাহুল্লাহ 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল'[৩] গ্রন্থে, ইমাম ইবনু আদী 'আল-কামেল'[৪] গ্রন্থে, ইমাম দারাকুত্বনী রাহিমাহুল্লাহ 'আয-যুআফা ওয়াল মাতরূকূন'[৫] গ্রন্থে, হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ 'মীযানুল ই'তিদাল'[৬] গ্রন্থে, ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ 'লিসানুল মীযান'[৭] গ্রন্থে, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী'[৮] গ্রন্থে, শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ 'ইরওয়াউল গলীল'[৯] গ্রন্থে, তাকে মাতরূক, পরিত্যক্ত ও মিথ্যা হাদীছ বর্ণনার দোষে দুষ্ট রাবী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তার বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ : তার বর্ণিত একাধিক হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো—

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَدِيبَوَيْهِ ثنا أَبُوْ يَعْقُوْبَ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَالِسِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِلَهِيْ وَإِلَهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَإِلَهَ جَبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ ﷺ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَإِنِّي مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمَنِيْ فِي دِيْنِيْ فَإِنِّي مُبْتَلًى وَتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ ﷻ أَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْ.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার মা'বূদ! ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব ও জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীলের মা'বূদ! আমার দু'আ কবুল করার ব্যাপারে আপনার নিকট আবেদন করছি। আমি নিরুপায়। আমাকে আমার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। কারণ, আমি দুর্দশাগ্রস্ত। আপনি আমাকে আপনার দয়ায় সিক্ত করুন। কারণ আমি গোনাহগার। আপনি আমার দরিদ্রতা দূরীভূত করুন। নিশ্চয়ই আমি আপনার বিধান পালনকারী। তখন নিরাশ করে বান্দার দুই হাত ফিরিয়ে না দেওয়া আল্লাহর উপর হক্ব হয়ে যায়'।[১০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি জাল। তিনি ছাড়াও এ হাদীছের সনদে আরও দুজন সমালোচিত রাবী রয়েছেন।

উপসংহার : কোনো হাদীছের উপর আমল করতে গেলে আগে সেই হাদীছের মান নির্ণয় করতে হবে। আর সেটি করতে গেলে প্রথমে রাবী নিয়ে গবেষণা করতে হবে। নতুবা আমরা জাল-যঈফ ও ছহীহ হাদীছ সবগুলো একসাথে গুলিয়ে ফেলব। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১. আল-ই'লাল, আব্দুল্লাহর বর্ণনা, রাবী নং ৫৪১৯।
২. সুয়ূতী, আয-যিয়াদাতু আলাল মাউযূআত, ২/৭২০।
৩. ইবনু আবী হাতেম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, রাবী নং ১৮০৬।
৪. ইবনু আদী, আল-কামেল, রাবী নং ১৪২৬।
৫. দারাকুত্বনী, আয-যুআফা ওয়াল মাতরূকূন, রাবী নং ৩৪৭।
৬. হাফেয যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, রাবী নং ৫১১২।
৭. ইবনু হাজার আসক্বালানী, লিসানুল মীযান, রাবী নং ৪৮২১।
৮. আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ২/১৭১।
৯. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, হা/১৩০৩।
১০. ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লা, হা/১৩৮; মু'জাম ইবনুল মুকরী, হা/১২০৪; ইসহাক্ব ইবনু ইয়াকূব, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দু'আ ও মুনাজাত, পৃ. ১৩৩।

জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(পর্ব-২)

জেরুযালেম যুদ্ধের অস্বীকৃতি ও আল্লাহর আযাব: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ - قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ - قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে বলছেন, ‘হে আমার জাতি! সেই পবিত্র জমিনে প্রবেশ করো, যেটা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। আর তোমরা পিছনে ফিরে যেয়ো না। অন্যথা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে। তখন তারা বলল, হে মূসা, সেখানে অত্যাচারী নিষ্ঠুর জাতি রয়েছে। আমরা সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তখন তাদের মধ্যকার আল্লাহকে ভয় করে এমন দুই জন লোক, যাদের উপর আল্লাহ তাদের দয়া করেছেন, তারা বলল, তোমরা এই শহরে প্রবেশ করো! যদি তোমরা এই শহরে প্রবেশ করো, তোমরাই বিজয়ী হবে। আর তোমরা ভরসা করো একমাত্র আল্লাহর উপর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো’ *(আল-মায়েদা, ৫/২১-২৩)*।

যুদ্ধের জন্য শুধু যেই দুই জন ঈমানদার ব্যক্তি রাজি হয়েছিলেন তারা হচ্ছেন, তাঁর ছোট ভাই হারূন আলাইহিস সালাম এবং তাঁর শিষ্য ইউশা ইবনু নূন। শুধু তারা দুইজনই যুদ্ধ করে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করতে রাজি হয়েছিলেন।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ‘তারা বলল, হে মূসা! এই শক্তিশালী জাতি যতক্ষণ সেখানে থাকবে ততক্ষণ আমরা সেখানে যাব না। অতএব, তুমি ও তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকছি’ *(আল-মায়েদা, ৫/২৪)*।

তাদের এই উত্তর শুনে মূসা আলাইহিস সালাম হতাশ হয়ে আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! আমি আমার ও আমার ভাইয়ের ব্যতীত অন্য কারও যিম্মাদারী নিতে পারছি না। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গযবস্বরূপ বললেন, ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ‘আমি এই পবিত্র ভূমি (জেরুযালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস) তাদের জন্য ৪০ বছরের জন্য হারাম করে দিলাম। এখন তারা উদ্ভ্রান্তের মতো এই সিনাই মরুভূমিতে ঘুরপাক খেতে থাকবে’ *(আল-মায়েদা, ৫/২৬)*। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জেরুযালেম থেকে বঞ্চিত হওয়াও এক প্রকারের আল্লাহর গযব। তাই উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অতি দ্রুত সংশোধন হওয়া উচিত।

জেরুযালেম বিজয় করতে না পারায় মূসা আলাইহিস সালাম-এর আক্ষেপ: জেরুযালেমে প্রবেশের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম-এর মনে এতটাই উদগ্র বাসনা ছিল এবং জেরুযালেমে প্রবেশ করতে না পারার বেদনা তার হৃদয়ে এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে মহান আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করেছিলেন যেন তার মৃত্যু জেরুযালেমের অতি নিকটে হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ‘আর মূসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন যেন মহান আল্লাহ তাকে জেরুযালেমের পবিত্র ভূমি থেকে ঢিল নিক্ষেপের দূরত্বে মৃত্যু দান করেন’।[১] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, ‘আমি যদি আজ সেখানে থাকতাম তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম-এর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম’।[২]

জেরুযালেম বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহ সূর্যকে থামিয়ে দিলেন: মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর বানূ ইসরাঈলের দায়িত্ব পান তারই শিষ্য ইউশা ইবনু নূন। ৪০ বছরের আল্লাহর আযাব শেষ হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে জেরুযালেম বিজয় করার জন্য রওনা দেন। যুদ্ধ শুরু হয়। প্রবল যুদ্ধের এক

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩৯।

২. প্রাগুক্ত।

পর্যায়ে শুক্রবারের দিন বিকেল বেলা তারা যুদ্ধ জয়ের অতি নিকটে পৌঁছে যায়। কিন্তু তাদের দ্বীনের বিধান ছিল শনিবারের পবিত্র দিনে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। আর শুক্রবার দিনের সূর্য ডুবে গেলে শনিবার শুরু হয়ে যাবে এবং তারা এই যুদ্ধ আর চলমান রাখতে পারবে না। তখন ইউশা ইবনু নূন মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا 'হে সূর্য! তুমি আল্লাহর আদেশে আদিষ্ট আর আমিও আল্লাহর আদেশে আদিষ্ট। হে আল্লাহ! আপনি এই সূর্যকে আমাদের জন্য থামিয়ে দিন'।[৩]

অতঃপর মহান আল্লাহ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সূর্যকে থামিয়ে দিলেন। শুধু জেরুযালেম বিজয় সম্পন্ন করতে দেওয়ার জন্য। আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلَى بَشَرٍ إِلاَّ لِيُوشَعَ لَيَالِىَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ 'সূর্য কখনো কোনো মানুষের জন্য থেমে যায়নি, একমাত্র ইউশা ইবনু নূনের জন্য কিছু সময় ছাড়া— যখন তিনি বায়তুল মাক্বদিস বিজয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন'।[৪]

জেরুযালেম বিজয় ও বানূ ইসরাঈলের নিমকহারামি: ইউশা বিন নূনের জেরুযালেম বিজয়ের পরেও বানূ ইসরাঈলের নিমকহারামির স্বভাব পরিবর্তন হয়নি। এমনকি দীর্ঘ ৪০ বছরের আযাব শেষে সূর্যকে থামিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ যে জেরুযালেমকে বিজয় করার সুযোগ ও তাওফীক্ব দিলেন, সেই জেরুযালেমে বিজয়ী অবস্থায় প্রবেশের সময় মহান আল্লাহ তাদেরকে শুকরিয়া আদায়ের আদেশ দিলেন। শুকরিয়া আদায়স্বরূপ মাথা নিচু করে সিজদার মতো করে তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে বললেন। প্রবেশ করার সময় মাথা নিচু করে মুখে মহান আল্লাহর ইস্তেগফার পাঠ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু এত বড় বিজয়ের পরও তারা মহান আল্লাহর আদেশকে অমান্য করল এবং আল্লাহর শেখানো ইস্তেগফারের যিকিরকে বিকৃত করল। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ 'আর যখন আমরা তাদেরকে বললাম, 'তোমরা এই শহরে প্রবেশ করো এবং প্রভূত রিযিক্ব স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করো। আর তোমরা শহরের দরজায় প্রবেশের সময় সিজদা অবস্থায় প্রবেশ করো এবং মুখে বলো হিত্তা (হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন)। তাহলে আমরা তোমাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিব আর আমরা মুহসিনদের আরো বেশি বাড়িয়ে দিব' *(আল-বাক্বারা, ২/৫৮)*। মহান আল্লাহর এই আদেশ অমান্য করে তারা কী করেছিল তাও তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ 'অতঃপর যারা যুলুম করেছে তারা আদিষ্ট সেই কথা পরিবর্তন করে অন্য কথা বলেছিল। অতঃপর যারা অন্যায় করেছে, তাদের পাপাচারিতার কারণে আমরা তাদের উপরে আসমান থেকে অপমানজনক শাস্তি অবতীর্ণ করেছি' *(আল-বাক্বারা, ২/৫৯)*।

'হিত্তাতুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। যেমন আমরা আরবীতে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলি। তেমনি হিব্রুতে হিত্তাতুন। বানূ ইসরাঈলেরা হিত্তাতুনের পরিবর্তে 'হাব্বাতুন ফী শা'রতিন' (চুলের মাঝে একটি দানা, অর্থাৎ নিরর্থক একটি কথা দ্বারা পরিবর্তন করে) বলেছিল। আর তারা শহরে প্রবেশ করার সময় মাথা নিচু করে প্রবেশ না করে সম্পূর্ণ তার বিপরীতভাবে প্রবেশ করেছিল। তারা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শহরে প্রবেশ করে।[৫]

এই কারণেই আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন সেই দিন তিনি মক্কার উঁচু দিক থেকে মক্কায় এতটা অবনত মস্তকে প্রবেশ করেছিলেন, এসময় তাঁর থুতনি বাহনের সাথে লেগেছিল।[৬]

দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর জীবনে জেরুযালেম: বানূ ইসরাঈলের এই নিমকহারামির কারণে তারা বারবার গযবের শিকার হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে আমালেকা গোত্রের জুলিয়েট (জালূত) নামক অত্যাচারী শাসককে তাদের ওপর চাপিয়ে দেন এবং জুলিয়েট শাসক পুরো জেরুযালেম দখল করে নেয় আর

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩১২৪।
৪. মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৯৮।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/২২৫৯।
৬. হাফেয যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ২/৫৪৮।

বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায়। বাদশাহ জালূত তাদেরকে জেরুযালেম থেকে বিতাড়িত করে দেয়। তারা ঘরছাড়া হয়ে পুনরায় উদভ্রান্তের মতো জীবনযাপন শুরু করে। ঘরছাড়া এই জীবনযাপনে ক্লান্ত হয়ে তারা পুনরায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে চায়। তাওবা-ইস্তেগফার করে পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে যেতে চায়। এই মর্মে তারা তৎকালীন নবী স্যামুয়েলের নিকট গমন করে। নবীর নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে নেননি, কিন্তু তিনি সেই নবীর কথা পবিত্র কুরআনে বলেছেন। তবে তাওরাত, ইঞ্জীলে সেই নবীর নাম স্যামুয়েল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ সেই নবীর নাম ইউশা বিন নূন বলেছেন, কিন্তু সেটা সঠিক নয়।[৭]

এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা আল-বাক্বারার ২৪৬-২৪৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে বানূ ইসরাঈলেরা তৎকালীন নবী স্যামুয়েলের নিকট আবদার জানায় যে, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি শাসকের ব্যবস্থা করে দিন, যেই শাসকের মাধ্যমে আমরা এই অত্যাচারী শাসকের কবল থেকে মুক্তি পাব এবং পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুযালেমে আবার সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই অকৃতজ্ঞ কওমের কথা নবী খুব ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিন তাদের পালটা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদেরকে বাদশাহ প্রদান করা হলে যে তোমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না, তার কী নিশ্চয়তা রয়েছে? নবীর এই কথার উত্তরে বানূ ইসরাঈল বলল, আমরা কেন জিহাদ করব না বা কিতাল করব না, যেখানে আমরা আমাদের বাড়িঘর ও সন্তানাদি থেকে বিতাড়িত হয়েছি, অত্যাচারিত-নির্যাতিত হয়েছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ হিসেবে পাঠালেন, তাদের উপরে সত্যিকারেই জিহাদের নির্দেশ জারি করা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার জন্য, তখন তাদের অধিকাংশ মানুষই মুখ ফিরিয়ে নিল। পুনরায় তাদের চরিত্রের আসল রূপটা ফুটে উঠল। শুধু তাই নয়, তারা তালূতের বাদশাহ হওয়া নিয়ে নবীর সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করল। বানূ ইসরাঈল নবীকে বলল, 'কীভাবে তালূত বাদশাহ হতে পারে? অথচ আমরা তাঁর চাইতে বাদশাহ হওয়ার বেশি যোগ্য। তালূত তো অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র। আর আমরা সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী। সেখানে আমরা রাজা-বাদশাহ না হয়ে তালূত কীভাবে রাজা-বাদশাহ হয়'। উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের নবীকে বলে দিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তাকে তোমাদের জন্য চয়ন করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও শারীরিক ক্ষমতায় তোমাদের চাইতে বেশি দান করেছেন। সুতরাং সেই তোমাদের রাজা হওয়ার যোগ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাজা হওয়ার যোগ্যতার জন্য শারীরিক সক্ষমতা এবং জ্ঞানকে এখানে মানদণ্ড হিসেবে, মাপকাঠি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। বানূ ইসরাঈলের বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তালূতের বাদশাহ হওয়ার আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের হারানো সিন্দুক ফিরিয়ে দেবেন। আর এটাই তালূতের সত্য বাদশাহ হওয়ার প্রমাণ। মুফাসসিরীনে কেরাম তাবূতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাবূত হচ্ছে ঐ বাক্স, যে বাক্সে মূসা আলাইহিস সালাম ও হারূন আলাইহিস সালাম-এর লাঠি, জামা, জুতা প্রভৃতি কিছু নবুঅতী মু'জেযা ঐ বাক্সের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল যেটাকে বানূ ইসরাঈল বরকতময় মনে করত এবং বিভিন্ন জিহাদে, যুদ্ধের মাঠে তারা সেটাকে সাথে করে নিয়ে যেত।

৭. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আল-বাক্বারা, ২/২৪৬-২৪৮-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যখন যালেম বাদশাহ জুলিয়েট বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুযালেম দখল করে, তখন সে সিন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। তাই এই সিন্দুক ফিরে পাওয়াটাকে বানূ ইসরাঈল নিজেদের জন্য অনেক বড় কল্যাণের কারণ হিসেবে মনে করত। সেজন্য তালূতের বিষয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তালূতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই তাবূত পুনরায় তোমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেবেন।

এরপর তালূত বাদশার নেতৃত্বে বানূ ইসরাঈলের একটি দল জেরুযালেম বিজয় করার জন্য রওয়ানা দিলেন। সেই বিজয়াভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে সূরা আল-বাক্বারার ২৪৯-২৫১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ - وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: যখন তালূত তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা দিলেন। তখন সেই সেনাবাহিনীতে দাঊদ আলাইহিস সালাম ও ছিলেন। তখন দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর বয়স মাত্র ২০ বছর। মহান আল্লাহ যুদ্ধের আগে বানূ ইসরাঈলকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তালূত তার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সামনে একটি নদী আছে। তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি এই নদীর পানি পান করবে, সে পরীক্ষায় ফেল করবে; সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আর যে নদীর পানি পান করবে না, সে পরীক্ষায় পাশ করবে এবং একমাত্র তারাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অধিকাংশ বনী ইসরাঈল এই পরীক্ষায় ফেল করল। নদীর পানি পান করে নিল। পিপাসায় ধৈর্যধারণ করতে পারল না। মুফাসসিরীনে কেরাম এবং ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ৮০ হাজার সৈন্যের মাঝে মাত্র ৩১৩ জন সৈনিক সেই দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরীক্ষায় পাশ করে পানি পান না করেই সাঁতরে নদী পার হয়ে দুর্বল, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় শক্তিশালী জুলিয়েটবাহিনীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

নদী পার হওয়ার পর বিশাল জালূতবাহিনীকে দেখামাত্র ৩১৩ জন হতবিহ্বল হয়ে যায়। তারা বলল, এত বিশাল বাহিনীর সাথে আমরা এত অল্প সংখ্যক এত ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় কেমনে যুদ্ধ করব। তখন তাদের মধ্যে যারা আল্লাহওয়ালা পরহেযগার ছিলেন তারা বললেন, যুগে যুগে মহান আল্লাহ কত ছোট দলকে কত বড় দলের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। অতএব, আমাদের ধৈর্য ধরা উচিত।

তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দাঊদ আলাইহিস সালাম নিজে হাতে জালূতকে হত্যা করলেন। পূনরায় জেরুযালেম বিজয় হলো। এরপর মহান আল্লাহ দাঊদ আলাইহিস সালাম-কে নবী করে দিলেন। তাঁকে বিশাল রাজত্ব দান করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুযালেমকেন্দ্রিক সবচেয়ে শক্তিশালী যে সামাজ্য গড়ে উঠেছিলে সেই সাম্রাজ্যের স্থপতি দাঊদ আলাইহিস সালাম, যেটার রাজধানী বা হেডকোয়াটার ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুযালেম।

(চলবে)

আল-জামি'আর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

*-আল-জামি'আর ইতিহাসপ্রিয় কতিপয় ছাত্র**

ভূমিকা : অস্তিত্বের নাম ইতিহাস। যে ইতিহাস জানে না, সে নিজেকে চেনে না। ইতিহাস একটি জাতির দর্পণ। প্রতিটি ক্ষণে ষড়যন্ত্রের জাল ছিড়ে তাওহীদের ঝান্ডা নিয়ে সালাফে ছালেহীনের পথে এগিয়ে চলছে 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ' –ওয়া লিল্লাহিল হামদ-। এই মহান প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানতে ও জানাতে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস— 'আল-জামি'আর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

আল-জামি'আর সূচনা : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হাফিযাহুল্লাহ তার একটি ঐতিহাসিক বক্তব্যে বলেন, 'আমি এদেশের মাটিতে উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়বই গড়ব ইনশা-আল্লাহ; যেখানে ছেলে-মেয়ে উন্নতমানের শিক্ষাগ্রহণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখে-কলমে-মিডিয়ায়'। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের দিন বলেছিলেন, 'আমার হাতে টাকা নাই এ কথা সত্য, কিন্তু এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে এ কথাও সত্য। কীভাবে গড়বে তা আমি জানি না। তবে গড়বেই গড়বে, অবধারিত গড়বে, গড়বেই গড়বে ইনশা-আল্লাহ'। তিনি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর আদর্শ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, 'এদেশের শিরকমুক্ত প্রতিষ্ঠান আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ; এদেশের বিদআতমুক্ত প্রতিষ্ঠান আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ; দলীয় ও সাংগঠনিক সংকীর্ণতামুক্ত প্রতিষ্ঠান আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'।

ইতিহাস : ২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট, রোজ মঙ্গলবার কাঁঠালগাছের নিচে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হাফিযাহুল্লাহ উক্ত কথা বলেন। ইতিহাসের পাতায় দু'জন ব্যক্তির নাম জানা যায়— গুলজার মাস্টার এবং ডা. আব্দুস সোবহান। এ বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের আহ্বানে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানাধীন হাটাব-বীরহাটাব গ্রামে আসেন। কেউ কেউ বলেছে, আনুমানিক প্রায় ২৫০ জন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। সেদিন আরও অন্যান্য শায়েখ-মাশায়েখ উপস্থিত ছিলেন।

জামি'আর প্রতিষ্ঠা : ঐতিহাসিক সেই দিনে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত অন্যান্য শায়েখ-মাশায়েখও বক্তব্য রাখেন। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর আশা জাগানিয়া ও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যে[১] বিমুগ্ধ, উৎসাহিত ও আশান্বিত হয়ে এলাকাবাসী তাকে প্রতিষ্ঠান করার অনুরোধ করেন। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর তত্ত্বাবধানে ২৪ আগস্ট, রোজ মঙ্গলবার আনুমানিক দুপুর ২টায় আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমন অজ পাড়াগাঁয়ে প্রজ্বলিত হয় শতাব্দীর এক যুগান্তকারী প্রদীপ। এক দশক না পেরোতেই যার আলো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। ইনশা-আল্লাহ ক্বিয়ামত অবধি এর আলোয় আলোকিত হবে পুরো বিশ্ব।

নামকরণের ইতিহাস : আনুমানিক ২০০ বছরের দলীলদস্তাবেজ ঘেঁটে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো নাম পাওয়া যায়নি। তবে সর্বশেষ যে নামটি পাওয়া যায় তা হলো— 'বীরহাটাব কৃষক শ্রমিক হাফেযিয়া মাদরাসা'। বিশ্বস্তসূত্রে আরেকটি নাম জানা যায়, তা হলো— 'বীরহাটাব কৃষক শ্রমিক ফোরকানিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা'। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয়, 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এ সময় শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর মেজো ছেলে আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক ভারতের বানারসে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত সালাফী প্রতিষ্ঠান আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহতে অধ্যয়নরত ছিলেন। তার পরামর্শে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর সম্মতিতে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'।

আবাসিক ভবন : ২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট, প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনের প্রথম দিনে ছাত্ররা মসজিদে রাত্রিযাপন করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বর্তমান বালিকা শাখার মূল ভবনের ডান পাশে প্রথম তিনটি রুম তৈরি করা হয়। আল-জামি'আর আবাসিক ভবনের মূল কাজ শুরু হয় ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে। ২০১৮ সালে ভবনের কাজ সমাপ্ত হয়।

---

* প্রবন্ধটি লিখেছে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এর দশম শ্রেণির ছাত্র ইবনু মাসঊদ ও আবূ সাঈদ। প্রবন্ধটির মাঝে নিহিত তথ্য সংকলনে সহযোগিতা করেছে— শাহিনুর রহমান, সাকিব ইবনে ইসলাম।

১. এখানে আশা জাগানিয়া ও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য বলতে ২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট, রোজ মঙ্গলবার কাঁঠালগাছ তলার সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভবনের নামকরণ আগে করা হলেও ২০১৫ সালে দৃশ্যমান সাইনবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে 'শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) ভবন' নামটি বাস্তবায়ন করা হয়। মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে শনৈ শনৈ আল-জামি'আর সার্বিক উন্নতি-অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষকমণ্ডলী : ২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট, উদ্বোধনী ভাষণের পর বীরহাটাব জামে মসজিদে সমবেত জনতার সামনে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হাফিযাহুল্লাহ শিক্ষকমণ্ডলীকে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথমদিকের শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ হচ্ছেন, শায়খ মোখলেসুর রহমান বিন আরশাদ মাদানী (প্রিন্সিপাল), আল ইমরান, নূরুল ইসলাম, মেছবাহ উদ্দীন ও হাফেয আব্দুর রাকীব। বর্তমান দেশ-বিদেশের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত একদল অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী এবং এম. এ. এমরান যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ : প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— (১) গুলজার মাস্টার। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যে দু'জন ব্যক্তি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফকে আহ্বান করেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন গুলজার মাস্টার। তিনি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাবতীয় স্থানীয় বাধাবিপত্তি নিষ্পত্তি করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আল-জামি'আহকে অনেক ভালোবেসেছেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। (২) ডা. আব্দুস সোবহান। আল-জামি'আহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যে দু'জন ব্যক্তি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফকে আহ্বান করেন, তাদের অপরজন হচ্ছেন ডা. আব্দুস সোবহান। তিনিই প্রথম ২০১৩ সালের ৯ এপ্রিল শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফকে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেন। ডা. আব্দুস সোবহান 'সালাফী কনফারেন্স'-এর এক বক্তব্যে বলেন, আমি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহকে মদীনা ইউনিভার্সিটি হিসেবে স্বপ্ন দেখি। (৩) এম. এ. এমরান। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর বর্তমান উপাধ্যক্ষ। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে আল-জামি'আর প্রতিটি ইটের পেছনে তার পরিশ্রম রয়েছে। গুলজার মাস্টারের মৃত্যুর পরে যাবতীয় বাধা ও অপচেষ্টা রুখে দিতে তার অবদান অনস্বীকার্য।

পাশাপাশি সাবেক প্রিন্সিপাল হাশেম আলী এবং বর্তমান প্রিন্সিপাল শায়খ আব্দুল আলীম মাদানী উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। এর বাইরে এলাকাবাসীসহ দেশ ও প্রবাসের অসংখ্য দ্বীনী ভাই ও বোনের আল-জামি'আর প্রতি অসামান্য অবদান রয়েছে, যাদের বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়! আল-জামি'আহ তাদের সকলের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

আল-জামি'আর অবদান : বিশ্ব মানচিত্রে কালেমার পতাকা উড্ডীন রাখতে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাওহীদের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটন করে জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে চলেছে আল-জামি'আহ। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ইলমের আলো জ্বালাতে ইতোমধ্যে রাজশাহী, দিনাজপুর ও বরিশালেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ। আল-জামি'আহ থেকে শিক্ষা সমাপনকারী বহু শিক্ষার্থী বর্তমান দেশের বিভিন্ন জায়গায় দেশ ও জাতির জন্য ইলমী সেবাসহ নানামুখী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কুরআনে কারীম ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আল-জামি'আহ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে গবেষণামূলক পত্রিকা 'মাসিক আল-ইতিছাম'। দিশেহারা সমাজের শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশে আল-জামি'আহ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 'ত্রৈমাসিক কিশলয়'। প্রকাশনার জগতে অবদান রাখতে আল-জামি'আহ প্রতিষ্ঠা করেছে 'মাকতাবাতুস সালাফ', যেখান থেকে বেশকিছু বই-পুস্তক ইতোমধ্যে বের হয়েছে এবং আরো নানামুখী লেখনি প্রকাশের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। দাওয়াতী মাঠে বিশেষ ভূমিকা রাখছে 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'। 'প্রতিটি মসজিদ হোক দ্বীন শিক্ষার প্রথম পাঠশালা' —এই স্লোগান নিয়ে দেশব্যাপী মসজিদভিত্তিক মক্তব প্রতিষ্ঠা করে আল-কুরআনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর রয়েছে সমাজসেবামূলক কর্ম তৎপরতা। তাইতো বন্যা, ঝড়সহ জনগণের নানা বিপদে আল-জামি'আহ বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। আল-জামি'আর সব শাখা মিলে শত শত ইয়াতীম ও অসহায় শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এই অঙ্গনে কর্মসংস্থান হয়েছে শতাধিক নারী ও পুরুষের।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন', যা সরকারিভাবে অনুমোদিত ও নিবন্ধিত। এই ফাউন্ডেশনের অধীনেই উল্লিখিত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মহান আল্লাহ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহকে কবুল করুন- আমীন!

ফিলিস্তীনে যুদ্ধ চলে!

-মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

ফিলিস্তীনে যুদ্ধ চলে
মরছে মানুষ কত,
থাকছে পড়ে পথে-ঘাটে
আহত শত-শত।
ইসরাঈলী ইয়াহূদী সেনা
দেখো চেয়ে এবার,
বিমান হামলায় গাজা শহর
করছে ছারখার।
জেগে উঠো বিশ্ব মুসলিম
নয়রে দেরি আর,
সময় এখন ফিলিস্তীনের
পাশে দাঁড়াবার।
ফিলিস্তীনের মুসলিমরা
তারা মোদের ভাই,
তাদের বিপদ-মুছীবতে
পাশে থাকা চাই।

একটাই অপরাধ : মুসলিম

-ইবনু মাসউদ
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ফিলিস্তীনের নবশিশুর বুকফাটা চিৎকার
মায়ানমারের ধর্ষিতা বোনের হাহাকার।
সিরিয়ার আকাশ আর্তনাদে কাঁপছে
লিবিয়ার বাতাস রক্তে দূষিত হচ্ছে।
বে কারাগারের রক্তাক্ত লাশ
চীনে মাটির নিচে জীবন্ত বাস।
সারা বিশ্বে নির্যাতিত শুধুই একটি জাতি
যারা জগতের সব নিপীড়ন সইছে,
প্রতি পদেই হচ্ছে এ জাতির ক্ষতি
তাদের গহীনে সহ্যের সীমা পেরিয়েছে।
এ নির্যাতিত জাতির একটাই অপরাধ
তারা মুসলিম, তারাই একের গোলাম।

রক্ত অশ্রু বাণ

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আর কত কাল ঝরবে বলো
রক্তের অশ্রু বাণ?
আর কত কাল গাইতে হবে
বিষাদ বিধুর গান।
আর কত মায়ের খালি হবে
বুকের অভিলাস?
আর কত পিতা কাঁধে নিবে
ছেলের মৃত লাশ?
আর কত কাল গিললে রক্ত
আসবে মুক্তির পথ?
ফিলিস্তীন স্বাধীন হবে
থামবে যুদ্ধের রথ।

পরকাল

-মুনতাজ্জিমুর হুসাইন
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

কবর দেশে যাব একদিন
আল্লাহর ডাক এলে,
দু'আ-কালাম পড়ে সবাই
বিদায় আমায় দেবে।
কতজনের কাঁধে করে
যাব আমি চলে,
রাখবে একা আমায় সবে
বাঁশ বাগানের তলে।
ক্ষণিক জীবন চলার পথে
কত যে ভুল হয়,
ভুলের ক্ষমা না পেলে
উপায় বলো কই।
মনটা আমার দুরুদুরু
করবে যে সেদিন,
আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে
আমার ভয় যে সীমাহীন!

চিরন্তন ভাবনা

-মো. আসাদুজ্জামান আসাদ
শিক্ষার্থী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আর কতকাল বাঁচবে তুমি এই দুনিয়ায়,
হয়তো জীবন যাবে চলে একটি ইশারায়।
ক্ষণ কালের জীবনে বাঁচার উপায় নাই,
এ জীবনে চিরকালের নেইকো কোনো ঠাঁই।
যেতেই হবে সেথা ওই মাটির ঠিকানায়,
ও দয়াময়! জান্নাত তুমি দিয়ো গো আমায়।
পরকালের জীবনের নাইতো শেষ নাই,
ইহকালে বুনব তাই আদর্শ জীবনটাই।
হিসাব হবে ময়দানে কড়ায়-গণ্ডায়,
দয়াময়ের কাছে সবে সহজ হিসাব চাই।
এই দু'আখানি ওই আরশে পাঠাই,
ও মহামহিম! আল্লাহ কবুল করিও তাই।

মৃত্যু

-ফাতেমা বিনতে আব্দুর রাজ্জাক
পেড়িহাট, গাবতলী, বগুড়া।

মুমিন তুমি স্মরণ করো
মৃত্যু একদিন আসবে,
সুখের এই দুনিয়ায় তুমি
কয়দিনই-বা থাকবে!
মুমিন তোমায় কবর ডাকে
দিনে বহুবার,
যেতেই হবে একদিন
তোমারে ঐ পার।
দিন থাকিতে স্মরণ করো
যাবে তুমি চলে,
হবে কী আর এই দুনিয়ায়
রংতামাশা করে!

শীতের আয়েশ

-তাহসীন আহমাদ
শিক্ষার্থী, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা।

বার্তা নিয়ে এলো শীত
ঝরে গাছের পাতা,
শিশিরভেজা ঘাসের বুকে
ছড়িয়ে দিয়ে মায়া।
ভোরের শীতল হাওয়া গায়ে,
শিশিরবিন্দু ঘাসের ডগায় লেপটে,
সূর্যের ক্ষীণ আলো বিকিরণ ছড়িয়ে
হিরা-মুক্তা প্রলেপ সারা গাঁয়ে।
হাসির রেখা কৃষক মুখে
ধানের গাদা উঠোন জুড়ে,
নতুন চালের স্বপ্ন বুনে
মখমলে ঐ কুয়াশা ভোরে।
শীত যখন জাপটে ধরে
ধনী-গরীব সবাই কাঁপে,
উঠলে রবি পুবাকাশে
মুখে হাসি মিষ্টি তাপে।
হরেক পিঠা, খেজুর রসে
খুশির আমেজ সবার মাঝে,
সুখ বিতরণ করে অকপটচিত্তে
প্রকৃতি সাজে আপন সাজে।

বাজারে আগুন

-আশরাফুল হক
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

সবজির বাজারে লেগেছে আগুন,
আশি টাকা সের পোকা লাগা বেগুন।
আলু পটল করলার বাড়ছে দাম,
গরীবের মুখে নাই গোশতের নাম।
ব্যাগ হাতে বাজারে যায় গ্রামের মানুষ,
সবজির দাম শুনে হয়ে যায় বেহুঁশ।
খালি ব্যাগ নিয়ে ফিরে আসে ঘরে,
জবাবটা কী দিবে গিন্নির তরে?
মুখে নেই কোনো ভাষা, মনে নেই সুখ,
হতাশায় ভরে থাকে গরীবের বুক।

বাংলাদেশ সংবাদ

সিলেটবাসীর নযীরবিহীন উদারতা

কোনো শহরের মানুষের মনের উদারতা কিংবা সংকীর্ণতা পরিমাপ করা যায় সেই সে শহরের রাস্তাঘাট দেখে। এই তো এক দশক আগেও সিলেট নগরের রাস্তাঘাট ছিল অপ্রশস্ত ও সরু। কালের চাহিদার প্রেক্ষিতে নগরে যানবাহন বেড়েছে; কিন্তু সে তুলনায় বাড়েনি রাস্তা ও নর্দমার প্রশস্ততা। জনজীবনে ভোগান্তির অন্ত নেই। বর্তমান সিটি মেয়র এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে নর্দমা ও রাস্তাঘাট প্রশস্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমস্যা হলো রাস্তার পাশে সরকারের কোনো অতিরিক্ত জমি নেই। তাই বলে থেমে থাকেনি উদ্যোগ। তিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় গিয়ে নানা সভা-সমাবেশের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নগরবাসীর সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং রাস্তা ও নর্দমা প্রশস্তকরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বাসিন্দাদের জমি দান করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে ১৩ হাজার মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ বাড়ির সীমানাপ্রাচীর, কেউবা বাড়ির ফটকের কিয়দংশ ভেঙে ২ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত জমি বিনামূল্যে স্বেচ্ছায় দান করেন, যার বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। ৪২টি ওয়ার্ডে প্রায় ২০০টি রাস্তা ও নর্দমা প্রশস্ত করা হয়েছে। দুই পাশে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কারণে অনেক রাস্তা আগের তুলনায় দ্বিগুণ প্রশস্ত হয়েছে। এই নযীরবিহীন দান সিলেট নগরবাসীর বিশাল মনের উদারতার পরিচয়।

ভয়াবহ মাদক টাপেন্টাডল

টাপেন্টাডল একটি ভয়াবহ মাদকের নাম। বর্তমানে হেরোইন ও ইয়াবার বিকল্প হিসেবে মাদকসেবীদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এটি। ব্যথানাশক ট্যাবলেটের মূল উপাদান হলো টাপেন্টাডল। যার কারণে ২০২০ সালে এই ঔষধকে মাদকদ্রব্য হিসাবে বাংলাদেশ সরকার চিহ্নিত করে। সকল ধরনের নেশাজাত মাদকদ্রব্য বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আসে। হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজার মতো টাপেন্টাডলও বাংলাদেশে আসে ভারত থেকে। ভারতের তেলেঙ্গানা ও গুজরাটের দুটি কোম্পানি থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে এটি। অতঃপর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাসহ নানা জেলায় প্রেরণ করা হয়। এটি ব্যথানাশক ওষুধ হলেও এর ক্রেতা মাদকসেবীরাই। এটি একটি অপিয়েড (আফিমজাত নেশাদ্রব্য) মাদক, যা সেবনে হেরোইন সেবনের পর যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় অনুরূপ অনুভূতি হয়ে থাকে। টাপেন্টাডল ট্যাবলেট দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে শরীরে স্নায়ুবিক দুর্বলতাসহ নানা জটিল রোগের সমাবেশ ঘটে।

মাঠে খেলছে দুই দল : বাইরে আরেক দল বাজিকর

জয়ের নেশায় আইপিএল, বিপিএল, ইউরোপ নেশন্স কাপ—উয়েফা, স্পেনিশ লিগ, কোপা আমেরিকা কাপ ইত্যাদিতে মাঠে নামে দুই দল। তবে মাঠের বাইরে থাকছে আরও একটি দল যার থাকে তিনটি পক্ষ। একপক্ষে থাকে বাজিকর আর বাকি দুই পক্ষে থাকে ফুটপাতের চা দোকানি থেকে শুরু করে নানা বয়সী শিক্ষার্থীরাও। এই তৃতীয় দলটি পসরা উন্মুক্ত করে হাতিয়ে নিচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ, যার সিংহভাগ পাচার করে দিচ্ছে বিদেশে। অনেক অনলাইন বেটিং সাইট ফ্রি ঢুকা যায়। আবার কতকগুলোতে নিবন্ধন করে ঢুকতে হয়। নিবন্ধন করতেও বেশ টাকা গুনতে হয়। অনেক সাইটে টাকা দিয়ে প্রবেশ করতে পারলেও কিছু সাইট আছে যেখানে ডলার দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। বিকাশ, নগদ, রকেট, ভিসা বা মাস্টারকার্ডে কার্ডে পেমেন্ট দিতে হয়। কোনো কোনো বেটিং সাইটে বিট কয়েন দিয়ে অংশ নিতে হয়। একেকটি ম্যাচকে ঘিরে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যে নামে মাফিয়ারা। ওয়ান এক্স বেট, বেট থ্রি-সিক্সটি-ফাইভ, মোস্ট বেট বিডি, ৯ উইকেটসসহ প্রায় ১০০ সাইটে আইপিএলের জুয়া চলে। সরকার গত কয়েক বছরে ৩ হাজার ৫০০টিরও বেশি জুয়ার সাইট বন্ধ করেছেন। তবে প্রতিটি সাইট বন্ধ করার পরপরই এ চক্র ভিপিএন দিয়ে সাইটগুলো আবার সচল করে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিশ্বজুড়ে ডলারের মান হ্রাস

বিভিন্ন দেশের ওপর নিজ দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি জিইয়ে রাখতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নীতির বাড়াবাড়ির কারণে ডলার দুর্বল হচ্ছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখ রাঙানি আর আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশ এখন ডি-ডলারাইজেশন পথে এগুচ্ছে। আর এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের চিরশত্রু বলে পরিচিত রাশিয়া, চীন ও ইরান ছাড়াও অনেক দেশই এই পথে হাঁটছে। রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি টুইটার স্পেসের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ব্রিকস জোটের দেশগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়। এসব দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজ ডলারকে প্রাধান্য না দেওয়ার চেষ্টা করছে; অথচ এ পথ তারা নিজ থেকে বেছে নেয়নি।

ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মস্কোর বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞামালার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। ব্রাজিল বা ভারতের মতো অনেক দেশই রাশিয়ার সঙ্গে এখনো লেনদেন করতে চায়। কিন্তু তারা এটি ডলারে করতে পারবে না, তার মানে হলো— তারা ডলারের বদলে অন্য কোনো মুদ্রায় লেনদেন করতে বাধ্য। আর এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ডলারের প্রাধান্য হ্রাস পাচ্ছে।

মুসলিম বিশ্ব

নিজ দেশে নির্বাসিত জীবন

অসংখ্য পয়গম্বরকে হত্যাকারী অভিশপ্ত যাযাবর ইয়াহূদী জাতি। জার্মান হলোকাস্টের পর বেঁচে যাওয়া ইউরোপীয় অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু ইয়াহূদীরা নানা দেশ ও বন্দরে বন্দরে ঘুরতে থাকে। কেউ তাদের আশ্রয় দেয়নি। আরবরা দয়াপরবশ হয়ে তাদের থাকার জন্য ঠাঁই দিল। শুরু হলো ফিলিস্তীনে তাদের বসবাস। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জায়নবাদীরা এসে জমা হলো সেখানে। পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তায় এবং জাতিসংঘের এক নাটকীয় সিদ্ধান্তে জন্ম হলো ইসরাঈল নামক এক অবৈধ রাষ্ট্রের, যা বর্তমানে মুসলিমদের মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। অবৈধ দখলদারত্ব ও একের পর এক ফিলিস্তীনীদের বসতি উচ্ছেদ তাদের দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়। গাযার মসলিমগণ নিজ দেশে দীর্ঘ দেড় যুগপ্রায় নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। জাতিসংঘ তাদের খাঁচার মধ্যে বন্দী রেখে বানরের মতো কলা খাওয়াচ্ছে (সামান্য খাদ্য-পানীয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে) আর মজা দেখছে। যখন ইসরাঈলের দোসর পশ্চিমা দেশগুলো আরবরাষ্ট্রগুলোকে কবজায় নিয়ে সুকৌশলে ইসরাঈলকে স্বাধীনরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে নিজ নিজ দেশে দূতাবাস খোলার উৎসবে মত্ত তখন গাযার মুসলিমদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে ফিলিস্তীনী মুক্তিযোদ্ধাগণ গত ৭ই অক্টোবর অভিনব কায়দায় ইসরাঈলের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয় এবং তাদের কতিপয় নাগরিককে যিম্মী করে যাতে তারা তাদের আগ্রাসন বন্ধ করে। কিন্তু ইসরাঈল এই নিরীহ নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর উপর বিশ্বের সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রসমৃদ্ধ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী দিয়ে হাজার হাজার টন মুহুর্মুহু বোমা নিক্ষেপ করে ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল সবকিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং গাজার সমস্ত পরিকাঠামো (বিদ্যুৎ, পানি, সকল ধরনের যোগাযোগব্যবস্থা) বিনষ্ট করে দিয়েছে। গাযার ভেতর ঢুকে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী বর্ধিত হারে যে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তার কোনো খবর সামনে আসতে পারছে না। গাযাকে ইসরাঈল সমগ্র বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের হলোকাষ্ট চালিয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষ-শিশুদের উপর। এতে ইসরাঈল নানা ধরনের নিষিদ্ধ বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছে। এই হত্যাযজ্ঞে ঘৃত ঢালতে বিশ্বমানবতার (?) ফেরিওয়ালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক নৌবহর পাঠাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো সৈন্য প্রেরণের প্রস্তুতি রেখেছে। আবার তারা মুসলিম মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ত্রাসী তকমা দিচ্ছে আর আগ্রাসনবাদীদের পক্ষে সাফাই গাইছে! যেখানে রাশিয়া, চীন, কানাডাসহ বেশ কিছু ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ইসরাঈলী বর্বরতম হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে সেখানে আরববিশ্বের রাজা-বাদশাহ ও সামরিক জেনারেলগণ ইসরাঈল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদের ভূমিকা পালন করছে। স্বয়ং ইয়াহূদীদের একাংশ ইসরাঈলের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ইসরাঈলী আগ্রাসন বন্ধের জন্য প্রতিবাদসভা ও র‍্যালি করছে। তবে হামাস মুজাহিদরা প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে। তাদের সহায়তা দিচ্ছে উত্তরের হিজবুল্লাহর মুজাহিদ ভাইয়েরা। গত কয়েক সপ্তাহে গাযায় প্রায় আট সহস্রাধিক ফিলিস্তীনী এবং জাতিসংঘের নিহত কর্মীর সংখ্যা অর্ধ-শতাধিক। জাতিসংঘের ফিলিস্তীনী শরণার্থীদের সহায়তা বিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ ওয়ার্ক এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজির এক বিবৃতি মতে, ইসরাঈলী বিমানবাহিনীর বিগত কয়েক সপ্তাহের বোমাবর্ষণে গাযায় ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন অন্তত ১৪ লক্ষ ফিলিস্তীনী ও তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ ৪০ হাজার জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা পরিচালিত ১৫০টি উপত্যকার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

দেশে প্রথম হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিন তৈরি

দেশে প্রথম হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিন তৈরি করল একদল তরুণ শিক্ষার্থী। এতে সার্বিক সহযোগিতা করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশে (এআইইউবি) এবং ডা. আনোয়ারুল আবেদীন ইনস্টিটিউট অব ইনোভেশন। এতে অংশ নেন ১৬ সদস্য। ইঞ্জিনটি তৈরিতে সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর। এটি তৈরিতে আর্থিক সহযোগিতা করেছে এআইইউবি।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আমরা জানি, মানুষ মারা যাওয়ার পর তাকে কবরে রেখে মানুষ ৪০ কদম অতিক্রম করলে তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হয়। আমার প্রশ্ন হলো, তাহলে যারা প্রবাসে মারা যায় তাদের লাশ দেশে আসতে দীর্ঘ সময় লাগে। এক্ষেত্রে তাদের কবরে সওয়াল-জওয়াব কখন থেকে শুরু হয়?

-সিরাজুল ইসলাম সালাফী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : মানুষ মারা যাওয়ার পর তাকে কবরে রেখে মানুষ ৪০ কদম অতিক্রম করলে তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হয়- এই কথা ভিত্তিহীন। কবরের সওয়াল-জওয়াব সম্পূর্ণ বারযাখী জীবনের বিষয়, যা কুরআন ও হাদীছ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আমাদের কর্তব্য হলো কুরআন ও হাদীছে যতটুকু বর্ণনা এসেছে সেগুলোর ওপর ইমান আনা, আর যেই সম্পর্কে কিছু বর্ণিত হয়নি সেগুলোর বিষয়ে চুপ থাকা। রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পরে সে জুতার আওয়ায শুনতে পায়। তারপর তার নিকটে দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৭৪)। এগুলো আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে দেরি হলে তার সওয়াল জওয়াব কখন শুরু হবে, এই বিষয়ে আমাদেরকে কিছু জানানো হয়নি, তাই আমাদের কর্তব্য হলো এই বিষয়ে চুপ থাকা।

প্রশ্ন (২) : বিদআতী প্রতিষ্ঠানে দান করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর : কোনো প্রকার বিদআতী কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা শিরক ও বিদআত সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর বিদআতী প্রতিষ্ঠানে দান করা মানে সেখানকার বিদআতী কাজে সহযোগিতা করা, যা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়িদা, ৫/২)। সুতরাং বিদআতী প্রতিষ্ঠানে দান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩) : জনৈক খত্বীব বলেছেন, খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ইন্তেকাল হলে তার কবরের জবাব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিতে চাইলে নাকি স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তার কবরের জবাব দিয়েছেন। উক্ত ঘটনাটা কি সত্য?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৪) : ঘরের দেয়ালে ছবি না রেখে ছোটবেলার কিছু ছবি ঘরে অ্যালবামে চোখের আড়ালে রাখা যাবে কি?

-রোকসানা আফরিন
সখীপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে এধরনের ছবি তুলে রাখা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে ছবি-মূর্তি অঙ্কনকারীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৯)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী বা প্রস্তুতকারী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিকে জীবন দেওয়া হবে, সে সময় জাহান্নামে তাকে ঐগুলো শাস্তি দিতে থাকবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২২২৫, ৫৯৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)। সুতরাং অ্যালবামে ছবি তুলে সংরক্ষণ করে রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৫) : নওমুসলিমের জন্য খাতনা করা কি জরুরী?

-ফয়সাল
বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তর : খাতনা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে খাতনা করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৯৮)। এতে বুঝা যায় যে, কোনো অমুসলিম মুসলিম হলে তার খাতনা করাই উত্তম। সাথে সাথে খাতনা করলে, পবিত্রতা অর্জন করা ভালো হয়, বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থেকে মুক্ত থাকা যায়, স্বামী স্ত্রীর সংসার তৃপ্তিদায়ক হয়।

শিরক

প্রশ্ন (৬) : আমাদের গ্রামে একটিমাত্র জামে মসজিদ আছে। গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ আলেম মারা যাওয়ায় তাকে ভালোবেসে গ্রামের মানুষ মসজিদের ওয়াকফকৃত জমিতে মসজিদের (প্রাচীরের মধ্যে) দাফন করে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত জামে মসজিদে ছালাত হবে কি-না, নাকি শিরক হবে? যদি মসজিদ কমিটি কবরটি না সরায় তবে এদের (কমিটির) কি হবে এবং আমাদের করণীয় কী?

-সারোয়ার হোসেন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, মসজিদের প্রাচীরের মধ্যে দাফনকৃত লাশকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না এবং কবরের ওপর বসো না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭২)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে কিংবা তার উপর বসতে অথবা তার উপর ছালাত আদায় করতে (মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা/১০২০; তাহযীরুস সাজিদ, পৃ. ২৯, সনদ ছহীহ, হায়ছামী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না কিংবা কবরের উপর ছালাত আদায় করো না’ (তাবারানী, আল মু‘জামুল কাবীর, হা/১২০৫১; তাহযীরুস সাজিদ, পৃ. ২৯) আমর ইবনু দীনার থেকে বর্ণিত, তাকে কবরের মাঝে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, ‘বনূ ইসরাঈলের লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের অভিশাপ করেন’ (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/১৫৯১; তাহযীরুস সাজিদ, পৃষ্ঠা ২৯)। নাফে ইবনু যুবায়ের বলেন, কবরের মাঝে ছালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করা হতো (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/১৫৯০)। একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবর মসজিদের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমে কোনো স্থানেই কবর থাকলে সেই মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। প্রশ্নে বর্ণিত কবরটি অবশ্যই সেখান থেকে স্থানান্তর করতে, কেননা সেই কবরটি মসজিদের ওয়াকফকৃত জমিতে রয়েছে।

প্রশ্ন (৭) : আমরা দেখি কোনো বাড়িতে যদি গৃহপালিত পশু-পাখি মারা যায় তাহলে মানুষ বলে পশু-পাখি মারা গেলে বালা মুছীবত কেটে যায়। কথাটি কি সঠিক?

-উমর ফারূক
বরিশাল।

উত্তর : উক্ত কথা বানোয়াট ও সামাজিক কুসংস্কার মাত্র, যেগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

বিদআত

প্রশ্ন (৮) : অনেককেই দেখা যায় যে, ফরয ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেয়। এমনটি করা কি শরীআতসম্মত?

-মিজানুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পড়া শরীআতসম্মত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতি ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বিষয় জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না’ (সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯৭২)। তবে আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেয়ার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। তাই এমনটি করা যাবে না।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৯) : এক দ্বীনী বোন অযূ করে ছালাতে দাঁড়ালে সাদাস্রাব হয়। এখন তিনি ছালাত ছেড়ে আবার অযূ করবেন নাকি ছালাত আদায় করা বন্ধ রাখবেন?

-জহিরুল ইসলাম
ভারত।

উত্তর : কোনো রোগ ছাড়াই যদি কোনো কারণে সাদাস্রাব বের হয়, তাহলে তাতে অযূ ভেঙ্গে যাবে। ছালাতরত অবস্থায় এমন দেখা দিলে সে ছালাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর লজ্জাস্থান ধুয়ে এসে অযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করবে। তবে এটি যদি কারো নিয়মিত হতে থাকে, যা এক ধরনের ব্যাধি, তাহলে তাতে অযূ ভঙ্গ হবে না। ঐ অবস্থাতেই সে ছালাত আদায় করবে। তবে তার জন্য প্রতি ওয়াক্তে অযূ করা আবশ্যক হবে, তখন এর হুকুম হবে রক্তজনিত রোগের মতো (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৭)।

ছালাত

প্রশ্ন (১০) : সুস্থ অবস্থায় বসে থেকে ছালাত আদায়ের বৈধতা আছে কি? অনেক সময় মসজিদে দেখা যায় যে, সুন্নাত ছালাতের পর সুস্থ ব্যক্তিরা বসে থেকে নফল ছালাত আদায় করে। এটা কি সঠিক?

-আমিনুর রহমান
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকার পরেও সুন্নাত ও নফল ছালাত বসে আদায় করাতে কোনো বাধা নেই। তবে বসে ছালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বসে ছালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'যদি কেউ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে তবে সেটিই উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব আর যে শুয়ে আদায় করবে তার জন্য বসে আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব' (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৫)।

প্রশ্ন (১১) : আমরা অনেকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ে থাকি। আমার প্রশ্ন হলো, কাযা ছালাতের শেষেও কি আয়াতুল কুরসী পড়া যাবে?

-সাদাফ মাহমুদ সোয়াইব।
নওগাঁ।

উত্তর : হ্যাঁ, ফরয ছালাতসহ নফল, মুস্তাহাব, এমনকি কাযা ছালাতের পরেও আয়াতুল কুরসী পড়া যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বিষয় জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না' (সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯৭২)।

প্রশ্ন (১২) : চার রাকআত জামাআতের সাথে ছালাতের শেষ বৈঠকে প্রাকৃতিক কারণে সালাম না ফিরিয়ে চলে গেলে পরে ঐ ছালাত কীভাবে আদায় করব?

-মো. রবিউল আওয়াল
খোলসী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে সেই ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পবিত্রতা হলো ছালাতের চাবি, তার তাকবীর হলো হারামকারী এবং তার সালাম হলো হালালকারী' (তিরমিযী, হা/৩; আবূ দাঊদ, হা/৬১)। অতএব প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে অযূ করে আবার নতুন করে ছালাত শুরু করতে হবে (আল-মুগনী, ২/৪; ফাতওয়া নূরুন আলাদ দারব, ইবনু উছাইমীন, ৮/২)।

প্রশ্ন (১৩) : ফরয ছালাত চলাকালীন সুন্নাত পড়া যাবে কি?

-মো. সালাউদ্দীন
ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

উত্তর : না, ফরয ছালাত চলাকালে কোন সুন্নাত পড়া যাবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছালাতের ইকামত দেওয়া হলে ফরয ছালাত ছাড়া আর কোনো ছালাত নেই' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭১০)। অতএব ছালাতের ইকামত হয়ে গেলে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে ফরয ছালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৪) : হাদীছে বর্ণিত হয়েছে জুমআর দিন মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি উট কুরবানী করার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। এখন মুয়াযযিন যদি সর্বপ্রথম আগমনকারী হয় তাহলে সেই ছওয়াব তিনি পাবে না বলে একটি পত্রিকা জানায়। কারণ সে ব্যক্তি বেতনভুক্ত এবং সে আগে আসতে বাধ্য। কথাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

-সরওয়ার্দী সরকার
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং যারা প্রথম পর্যায়ে আসবে তারা যেন একটি উট কুরবানী করল। যারা দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে তারা যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যারা আগমন করে তারা যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যারা আগমন করল তারা যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যারা আগমন করল তারা যেন একটি ডিম কুরবানী করল (ছহীহ বুখারী, হা/৮৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫০)। এই বর্ণনাতে কাউকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং যে ব্যক্তিই প্রথম পর্যায়ে আসবে সেই এই নেকী পাবে।

উল্লেখ্য যে, জুমআর দিনে প্রথমে মসজিদে আসা বলতে প্রথম পর্যায়ে মসজিদে আসাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জুমআর দিনে সূর্য উদয় হওয়া থেকে ইমাম মিম্বারে বসা

পর্যন্ত সময়টাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রথম সময়ে যে ব্যক্তি আসবে সেই উট কুরবানী করার নেকী পাবে (যাদুল মাআদ, ১/৩৯৯-৪০৭; মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন, ১৬/১৪০)।

প্রশ্ন (১৫) : ছালাতে সিজদা একটি হয়েছে নাকি দুটি হয়েছে, এরূপ সন্দেহ হলে করণীয় কী? আর সালাম ফিরানোর পর এরূপ সন্দেহ হলে করণীয় কী?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমত, নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবে যে, এক সিজদা হয়েছে নাকি দুই সিজদা হয়েছে। কোনো একটির বিষয়ে প্রবল ধারণা হলে তার ওপরই আমল করবে এবং ছালাতের শেষে দুটি সাহু সিজদা দিবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭১)। আর যদি নিশ্চিত হতে না পারে, তাহলে কম সংখ্যাকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ এক সিজদা হয়েছে মনে করে পরে পুরো এক রাকআত আদায় করবে, তারপর ছালাতের শেষে সালামের পরে সাহু সিজদা করবে (শারহুল মুমতে, ৩/৩৮৪)। আর সালামের পরে সন্দেহ হলে সাহু সিজদা দিতে হবে না। বরং তার ছালাত সঠিক বলেই গণ্য হবে (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু বায, ৩০/১১)।

প্রশ্ন (১৬) : কোনো ইমাম যদি ৪ রাকআত ছালাতের কোনো এক রাকআতে একটি সিজদা দিতে ভুলে ছেড়ে দেন। মুছল্লী লোকমা দিলেও বুঝেন না যে ভুল কোথায়। সাহু সিজদা না দিয়ে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করেন। এখন এই ছালাত ঠিক করার জন্য করণীয় কী?

-মো. রবিউল আওয়াল
খোলসী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এক্ষেত্রে সকল করণীয় হবে সালাম ফিরানোর পরে আবার এক রাকআত ছালাত আদায় করে সাহু সিজদা দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার যোহর বা আছরের ছালাতে দুই রাকআত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাকে জানানো হলে তিনি আরো দুই রাকআত আদায় করে সালাম ফিরানোর পরে সাহু সিজদা দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭৩)।

প্রশ্ন (১৭) : রঙ্গিন জায়নামাযে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আজমাল হোসেন
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : রঙ্গিন জায়নামাযে যদি ছালাতের মনোযোগ নষ্ট হয়, তাহলে এমন জায়নামাযে ছালাত আদায় করা যাবে না। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলেন। আর ছালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, 'এ চাদরখানা আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও, আর তার কাছ হতে আমবিজানিয়্যাহ (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে ছালাত হতে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল' (ছহীহুল বুখারী, হা/৩৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬)।

প্রশ্ন (১৮) : প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আশিকুল ইসলাম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : প্রথমত, মানুষ বা যেকোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত কোনো পোশাক পরিধান করা জায়েয নেই। ছোট বড় সকল মুসলিমের জন্য এ ধরনের পোশাক পরিধান করা অবৈধ। কিন্তু কেউ যদি এ ধরনের পোশাক পরে ছালাত আদায় করে, তাহলে তার সেই ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে এই পোশাক পরার কারণে তার গুনাহ হবে। কেননা রাসূল ﷺ ঘরে কোনো বালিশ বা গদিতে ছবি দেখে দরজার বাহিরেই দাঁড়িয়ে থেকেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যেখানে ছবি বা কুকুর রয়েছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৬)।

প্রশ্ন (১৯) : রাসূল ﷺ-এর উপর কি তাহাজ্জুদ ছালাত ফরয ছিল?

-রাকিবুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : প্রাথমিক অবস্থাতে রাসূল ﷺ-এর উপর তাহাজ্জুদ ছালাত ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা নফল করা হয়। সা'দ ইবনু হিশাম হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমাকে রাতের ক্বিয়াম সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের 'ইয়া আইয়্যুহাল মুযযাম্মিল' সূরা পাঠ করনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, পাঠ করেছি। তিনি বললেন, এ সূরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ

হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাহাবীগণ এত বেশি ক্বিয়ামুল লাইল করতেন যে, তাদের পা ফুলে যেত। অতঃপর এ সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হলে ক্বিয়ামুল লাইল ফরয হতে নফল হিসাবে পরিবর্তন হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬; নাসাঈ, হা/১৬০২; আবূ দাঊদ, হা/১৩৪২)।

প্রশ্ন (২০) : কেউ যদি বিতর ছালাত পড়তে না পারে, তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই বিতর ছালাতের কাযা করতে পারবে?

-আহসানুল হক
জামালপুর।

উত্তর : যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হলে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হতে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে। আবূ সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি বিতরের ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হয় বা ঘুম হতে সজাগ হয়ে আদায় করে নেয়' (আবূ দাঊদ, হা/১৪৩১; তিরমিযী, হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/১১৮৮)। অন্যান্য সুন্নাত-নফলের ন্যায় বিতরের ক্বাযাও আদায় করা যায় (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১৪৮; নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৮-৩১৯)।

প্রশ্ন (২১) : আমার বাবা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়েন। কিন্তু ছহীহ পদ্ধতিতে পড়েন না। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি কিন্তু তিনি বুঝার চেষ্টা করেন না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-সালমান হোসাইন
খুলনা।

উত্তর : মানুষকে সঠিক দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। আর ব্যক্তি যদি হয় আত্মীয়, তাহলে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আরো বেশি। সুতরাং পিতার সম্মান-মর্যাদা ঠিক রেখে সুন্দরতম ভাষায় সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের দাওয়াত দিতে থাকুন। আল্লাহ চাইলে হেদায়েত দান করবেন ইনশা-আল্লাহ। কেননা হেদায়াতের বিষয়টি আল্লাহর ক্ষমতায়। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন' (আল-ক্বাছাছ, ২৮/৫৬)। সেক্ষেত্রে পিতাকে সঠিক আক্বীদার আলেমদের ছালাত বিষয়ে লিখিত বইগুলো পড়ার জন্য উপহার দিতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এ জন্য পিতার সাথে কোনো ধরনের কটু বাক্য প্রয়োগ, আচরণবিধি ভঙ্গ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না (আল-ইসরা, ১৭/২৩)।

প্রশ্ন (২২) : আমাদের এলাকার মসজিদের ইমাম আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক। তিনি সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের পড়ান। জানার বিষয় হলো, পর্দার বিধান লঙ্ঘনকারী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করার বিধান কী?

-আলামিন হোসেন
পাবনা।

উত্তর : ছেলেমেয়েদের একত্রে সহশিক্ষা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি ফিতনার তথা নৈতিক পদস্খলনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরি না করে হালাল পেশার চাকরি খুঁজতে হবে (ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১২/১৪৯)। যেই ব্যক্তি সহশিক্ষা দেওয়া হয় এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, সে ফাসিক। এমন ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা উচিত নয়। তবে এমন ব্যক্তিকে যদি ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা থাকে বা কোনো কারণে কেউ এমন ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ইমামরা তোমাদের ইমামাত করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য ছওয়াব আছে, আর ভুলত্রুটির দায়িত্ব তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ইমামতিতে ছালাত পড়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৫)।

প্রশ্ন (২৩) : ছালাতের শেষ বৈঠকে ভুল করে তাশাহহুদ পাঠ করার পর দাঁড়িয়ে গেলে করণীয় কী?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আবার তাশাহহুদে ফিরে আসবে। আর যদি ইমাম সাহেব এমনটি করে, তাহলে সুবহানাল্লাহ বলে তাকে সতর্ক করবে, যাতে তিনি ফিরে

আসেন। আর যদি তিনি ফিরে না আসেন, তাহলে মুক্তাদীরাও ইমামের সাথে উঠে যাবে। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮)। মুগীরা ইবনু শু'বা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ দ্বিতীয় রাকআতের পর (ভুলে) দাঁড়িয়ে গেলে এবং তখনও যদি তার দাঁড়ানো সম্পূর্ণ না হয়, তবে সে যেন বসে যায়। আর যদি সে পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তবে সে যেন না বসে এবং (শেষে) দুটি সাহু সিজদা করে' (ইবনু মাজাহ, হা/১২০৮)।

প্রশ্ন (২৪) : যদি অনেক সংখ্যক মহিলা মসজিদে গিয়ে তারাবীহর ছালাত জামাআতে পড়তে চায়, কিন্তু পুরুষদের পিছনে জায়গা সঙ্কুলান না হলে পর্দা দ্বারা মসজিদের একাংশ ব্যবহার করতে পারবে কি?

-মো. রেজাউল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সুন্নাত হলো মহিলারা পুরুষের পিছনে ছালাত আদায় করবে। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, তার দাদী রাসূল ﷺ-কে খাবারের দাওয়াত করলেন যা তিনি তার জন্য তৈরি করেছিলেন। রাসূল ﷺ তা হতে খেলেন এবং বললেন, 'তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াও আমি তোমাদের ছালাত পড়াব'। রাবী বলেন, আমি দাঁড়ালাম ও ছোট ভাই ইয়াতীম তার পিছনে দাঁড়াল এবং বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পিছনে দাঁড়াল। এরপর রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৮)। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, মহিলারা পিছনে ছালাত আদায় করবে। তবে যদি তেমন জায়গা না থাকে তাহলে ডানে-বামে ছালাত আদায় করতে পারে এবং পুরুষের পাশে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অবশ্যই উভয়ের মাঝে দেওয়াল বা প্রতিবন্ধকতামূলক কিছু দিতে হবে (তাবঈনুল হাকায়েক্ব, ১/১৩৮)।

প্রশ্ন (২৫) : তাহাজ্জুদ ছালাতের সঠিক সময় কখন?

-রফিকুল ইসলাম
নাটোর।

উত্তর : এশার ছালাতের পর থেকে ফজর পর্যন্ত যেকোনো সময় তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার ছালাত ও ফজরের ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো রাকআত ছালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে এক রাকআত বিতর আদায় করতেন এবং প্রতি দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন। এশার ছালাতকে লোকজন ঐ সময়ে 'আতামাহ' বলত। মুয়াযযিন আযান দিয়ে শেষ করলে এবং ফজরের সময় স্পষ্ট হয়ে উঠলে মুয়াযযিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসত। তখন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন। এরপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। পরে মুয়াযযিন পুনরায় ইকামতের জন্য আসত (তখন উঠে তিনি ছালাত আদায় করতেন) (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬)। তবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পড়াই উত্তম। কেননা তখন আল্লাহ তাআলা প্রথম আকাশে নেমে আসেন (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৫)।

জানাযা

প্রশ্ন (২৬) : কোনো ব্যক্তি মারা গেলে মাইকিং করে তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া যাবে কি

-আবিদ হাসান
বগুড়া।

উত্তর : না, মাইকিং করে মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া যাবে না। কেননা এটি জাহেলী প্রথা। তবে নিকটাত্মীয়, পরিচিতজন ও মুসলিমদের নিকটে সাধারণভাবে টেলিফোন, মোবাইল কিংবা সামাজিক যেকোনো যোগাযোগ মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ জানাতে পারবে। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করলে রাসূল ﷺ তার মৃত্যু সংবাদ মুসলমানদের জানিয়ে দেন এবং জানাযার ছালাত আদায় করেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৪৫)।

যাকাত

প্রশ্ন (২৭) : আমার বাবা ঋণগ্রস্ত। আমরা জানি যে, উশর বা যাকাত ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রস্তকে দেওয়া যায়। আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের ফসলের যে উশর বের হয়েছে তা কি ঋণ পরিশোধের জন্য আমার বাবাকে দেওয়া যাবে?

-জুবায়ের আলম
দিনাজপুর।

উত্তর : না, নিজের পিতাকে যাকাত বা উশর থেকে কিছু দেওয়া যাবে না। বরং নিজের অন্য সম্পদ থেকে পিতার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। আর পিতার ঋণ

ছেলেদেরকেই পরিশোধ করতে হবে। কেননা ছেলের সম্পদ মূলত পিতারই সম্পদ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ করো' (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৩০)।

বিবাহ

প্রশ্ন (২৮) : পিতা মারা গেছেন আর চাচারা জীবিত আছেন। এ অবস্থায় মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মেয়ের বিবাহের অলী হয়ে বিয়ে দিলে জায়েয হবে কি?

-আব্দুর রহমান
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তর : অভিভাবক ছাড়া কোনো মহিলার বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কোনো মহিলার যদি অভিভাবক ছাড়াই বিবাহ হয়, তাহলে তার সেই বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭৯)। কিন্তু মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মেয়ের অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত নয় (ফাতওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১৮/১৭৪)। সুতরাং কোনো মেয়েকে তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ দিতে পারবে না। বরং এক্ষেত্রে সেই মেয়ের আসাবাদের মধ্যে যারা বেশি নিকটের যেমন- ভাই বা চাচা থাকলে, তারাই সেই মেয়ের অভিভাবক হবে। অন্যথায় সমাজের দায়িত্বশীল সেই মেয়ের অভিভাবক হবে।

প্রশ্ন (২৯) : আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠানে ছবি তোলা, ভিডিও ও গান বাজনা করা হয় এবং নারী ও পুরুষ একত্রে খাওয়ানো হয়। এই সব অনুষ্ঠানে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : না, এমন দাওয়াত কবুল করা যাবে না। কেননা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সক্ষমতা না থাকলে সেখানে যাওয়া ও সেখানে অবস্থান করাও জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) (একবার) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমনের ওয়াদা করেন। কিন্তু তিনি আসতে দেরি করেন। এতে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এরপর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হয়ে পড়লেন। তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি যে মনোকষ্ট পেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬০)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে কোনো বালিশ বা গদিতে ছবি দেখে দরজার বাহিরেই দাঁড়িয়ে থেকেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)। ছবিযুক্ত কাপড় দেখে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন, দাওয়াত গ্রহণ করেননি (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৬০)। আর যদি সেই দাওয়াতে গিয়ে অন্যায় কাজগুলো দূর করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে সেই দাওয়াতে গিয়ে অন্যায় দূর করা আবশ্যক হয়ে যাবে (আল মুগনী, ৭/২৭৯)।

প্রশ্ন (৩০) : বিশেষ কিছু রোগ এড়াতে বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করা কি ইসলামে বৈধ?

-রাইহান সৌরভ
বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিয়ের আগে ছেলেমেয়ের রক্ত পরীক্ষা করা ইসলামে বৈধ নয়। কেননা এর মাধ্যমে মানুষের দোষ-ত্রুটি খুজে বের করা হয় এবং তাকদীরকে উপেক্ষা করা হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ অন্বেষণ করেন। আল্লাহ তাআলা যার দোষ খুঁজবেন, তাকে অপমান করবেন, যদি সে নিজের ঘরের মধ্যেও থাকে' (তিরমিযী, হা/২০৩২)।

প্রশ্ন (৩১) : আমাদের সমাজে বিবাহের জন্য মেয়েকে দেখতে গেলে তাকে কিছু টাকা দিতে হয়। আমার প্রশ্ন হলো, মেয়ে দেখতে গিয়ে কি তাকে টাকা দেওয়া বৈধ?

-জাহাঙ্গীর আলম
রাজশাহী।

উত্তর : সমষ্টিগতভাবে অনেকে মিলে কোনো মেয়েকে দেখতে যাওয়া সামাজিক কুসংস্কার, যার কোনো ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (৩২) : কোনো মহিলা কোনো পুরুষের ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়। পরবর্তীতে সেই পুরুষের সাথেই তার বিবাহ হয়। এমতাবস্থায় সেই বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? আর সেই মহিলা ব্যভিচার করে যেই সন্তান জন্ম দিল, সেই সন্তান কি সেই পুরুষের ওয়ারিছ হবে?

-রমজান আলী
নাটোর।

উত্তর : প্রথমত, ব্যভিচার একটি মহাপাপ। তাই তাদের এই মহাপাপের জন্য তওবা করতে হবে। তবে এ অবস্থাতে তাদের বিবাহ জায়েয হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা নারী ব্যতীত অন্য কাউকে যেন বিয়ে না করে এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কেউ যেন বিয়ে না করে, মুমিনদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে' (আন-নূর, ২৪/৪)।

আর ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সেই সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। তাকে তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে ও সে তার মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি স্বাধীন মহিলার সাথে যেনা করলে এবং অবৈধভাবে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তান নিজেও উত্তরাধিকারী হবে না এবং ঐ সন্তানের সম্পদেও (মা ব্যতীত) অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হবে না' (তিরমিযী, হা/২১১৩)।

প্রশ্ন (৩৩) : আমার স্ত্রীর মায়ের উপস্থিতিতে আমাদের বিবাহ হয়, তার বাবার এই বিয়েতে অনুমতি ছিল না। বিবাহের কিছুদিন পরে তার পিতা আমাদের বিবাহ মেনে নেয়। পরবর্তীতে আমাদের আর নতুনভাবে কোনো বিবাহ পড়ানো হয়নি। এভাবে ঘর সংসার করা কি আমাদের জন্য বৈধ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য অভিভাবক ও দুজন সাক্ষী একান্ত জরুরী। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'অভিভাবক ও দুজন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয়' (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪০৭৫; সিলসিলা ছহীহা, ৬/২৬১ পৃ., হা/১৮৬৫)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো নারী অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করলে তা বাতিল, বাতিল, বাতিল' (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কোনো মহিলা অপর কোনো মহিলাকে বিবাহ দিবে না এবং কোনো মহিলা নিজেকেও বিবাহ দিবে না (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২)। যেহেতু প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন না, সেহেতু সেটি বিবাহ হিসাবে গণ্য হয়নি। পরবর্তীতে অভিভাবকের কাছে অনুমতি নিলেও বিবাহ অগ্রহণযোগ্য থাকবে। অতএব বর্তমান সম্পর্ক অবৈধ। অতি সত্বর অভিভাবক ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নতুনভাবে বিবাহ পড়াতে হবে।

প্রশ্ন (৩৪) : আমার ছোট বোনের দুধ মায়ের সাথে আমি কি দেখা করতে পারি?

-রেদওয়ান জুবায়ের
মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

উত্তর : বংশগত কারণে যেমন মাহরাম হয়, ঠিক তেমনই দুধ সম্পর্কের কারণেও মাহরাম হয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'বংশগত কারণে যা হারাম হয়, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৪৫)। কিন্তু ভাই বা মায়ের দুধ মা এই মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তাদের সাথে বিবাহবন্ধন বৈধ। আর যেহেতু তারা মাহরাম নয়, তাই বোনের দুধ মায়ের সাথে দেখা করাও জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৫) : আমার মোহরানার টাকা এখনও আমার বউকে সব দিতে পারিনি। তাই আমি চিন্তা করছি যে, কিছু ঘরের আসবাবপত্র কিনে দিয়ে সেই টাকা মোহরানা হিসাবে ধরব। আমার বউ এটাতে রাজী। তাহলে কি শরীআতের দৃষ্টিতে আমার টাকা পরিশোধ হবে?

-মো. রুহুল আমিন
চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর : স্ত্রী রাজী থাকলে এমনটি করাতে কোনো বাধা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর মনের সন্তোষের সাথে প্রদান করো। অতঃপর সন্তুষ্টচিত্তে তারা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো' (আন-নিসা, ৪/৪)।

প্রশ্ন (৩৬) : শ্যালিকার সাথে বিয়ে হারাম হলেও সে মাহরাম নয় কেন?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : শ্যালিকার সাথে বিবাহ হারাম নয়, বরং যতদিন তার বোন স্ত্রী হিসেবে আছে ততদিন বিবাহ হারাম। অর্থাৎ বিবাহ হারাম হওয়াটা স্থায়ীভাবে হারাম নয়। পবিত্র কুরআনে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম করা হয়েছে (আন নিসা, ৪/২৩)। কোনো কারণে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধন আর না

থাকলে তখন তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয হবে। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যেহেতু শ্যালিকার সাথে বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে হারাম নয়, তাই সে মাহরামের অন্তর্ভুক্তও নয়।

প্রশ্ন (৩৭) : স্ত্রীকে মনে মনে তালাক দিলাম কিন্তু কোনো উচ্চারণ করলাম না, এতে কি স্ত্রী তালাক হবে?

-মো. নাজমুল হক
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তর : না, মনে মনে তালাক দিলে তালাক হবে না। তালাকের জন্য নির্দিষ্ট শব্দ বা সমর্থক শব্দ মুখে উল্লেখ করা জরুরী। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন ঐ ত্রুটি যা আমার উম্মত অন্তরে বলে, যতক্ষণ তা বাস্তবে না করে অথবা মুখে না বলে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২০১)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৮) : পান চাষাবাদ করা হালাল নাকি হারাম হবে? কারণ কিছু মানুষ পান এর সাথে জর্দা বা নেশাদার দ্রব্য মিশিয়ে খায়। তাই জানতে চাই পান চাষাবাদ করা, পানের ব্যবসা করার শারঈ বিধান কী?

-আব্দুর রহমান
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : পান চাষ করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই। কেননা পান পাতা মূলত হারাম বস্তু নয়। আর যা হারাম নয় তাকে হারাম বলা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না' (আল-মায়েদা, ৪/৮৭)।

প্রশ্ন (৩৯) : অনেকের অল্প বয়সে রোগ-ব্যাধির কারণে চুল সাদা হয়ে যায়। এজন্য তারা কালো কলপ লাগাতে পারবে কি?

-আহমাদুল্লাহ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : না, পারবে না। কেননা কলপ বা কালো খেযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বেঁচে থাক' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০২)। তিনি আরও বলেছেন, 'শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো রঙের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' (আবূ দাঊদ, হা/৪২১২; নাসাঈ, হা/৫০৭৫)। সুতরাং অবশ্যই কালো খেযাব লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪০) : গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য ঔষধ বিক্রি করা কি জায়েয হবে?

-আসাদুজ্জামান
রাজশাহী।

উত্তর : গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য কোনো ধরনের ঔষধ বিক্রি করা জায়েয নয়। কেননা গর্ভের সন্তান হত্যা করা মহাপাপ (আল-আনআম, ৬/১৫১)। এ কাজে সহযোগিতা করাও মহাপাপ। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪১) : মসজিদের টাকা চুরি করলে করণীয় কী? পরবর্তীতে জানতে পারলে যে চুরি করছে তাঁর করণীয় কী?

-মো. আমিনুর রহমান
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : চুরি করা জঘন্য অন্যায়। ইসলামে এর দণ্ড হলো হাত কেটে দেওয়া (আল-মায়েদা, ৫/৩৮), যা মুসলিম শাসক বাস্তবায়ন করবেন। কোনো ব্যক্তি যদি চুরি করে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো চুরি করা সম্পদ সেই মসজিদে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)।

প্রশ্ন (৪২) : আমি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করি। সেই কোম্পানি আমাকে প্রতিবছর কালিপূজো উপলক্ষে বোনাস দিয়ে থাকে। সেটি কি গ্রহণ করা যাবে?

-আশিকুল ইসলাম মোল্লা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : না, অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে এমন বোনাস গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে দেওয়া খাবার সম্পর্কে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)

বলেছেন যে, ‘এই দিন উপলক্ষে যা যবেহ করা হয়েছে সেগুলো তোমরা খাবে না’ (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/২৪৩৭১)। কোনো মুসলিমের জন্য অন্য কোনো মুসলিমকে অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনো কিছু হাদিয়া দেওয়া জায়েয নয় (ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকিম, ইবনু তায়মিয়্যাহ, ১/২২৭)। সুতরাং কালিপূজো উপলক্ষে কোনো বোনাস গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪৩) : অনেক ক্লাসে বাধ্যতামূলকভাবে ছবি আকতে হয়। সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা কী করতে পারে?

-আজমাল হোসাইন
ময়মনসিংহ।

উত্তর : কোনো প্রাণির ছবি আঁকা ইসলামী শরীআতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যারা এ জাতীয় (প্রাণির) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে তাতে জীবন দাও’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫১)। তবে যদি কেউ আঁকতে একান্ত বাধ্যই হয়, তাহলে প্রাণিটার মাথা আঁকবে না। মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মূর্তি বা ছবি হলো মাথাটাই’। সুতরাং মাথা কেটে দেওয়া হলে সে ছবি বা মূর্তিতে সমস্যা নেই’ (সিলসিলা ছহীহা, হা/১৯২১)।

প্রশ্ন (৪৪) : পরীক্ষার হলে একজনের খাতা দেখে অন্যজনের লেখা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

-তাহমিদুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : পরীক্ষায় নকল করা চরম অপরাধমূলক ও ঘৃণার কাজ। যা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির শামিল এবং খেয়ানতমূলক কর্ম। কেননা নকলকারী নিজ দুর্বলতা লুকিয়ে রাখার জন্যই পরীক্ষায় নকল করে থাকে। যা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪)।

প্রশ্ন (৪৫) : ভবিষ্যতের জন্য সেভিংস একাউন্টে টাকা জমা করা যাবে কি?

-মো. জাহিদুল ইসলাম
পাবনা।

উত্তর : ভবিষ্যতের জন্য সেভিংস একাউন্টে টাকা জমা করা যাবে। কেননা সম্পদ জমা করা জায়েয। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বলেছিলেন, ‘তোমার ওয়ারিছদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম’ (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৫)। তবে সেই একাউন্ট থেকে কোনো লভ্যাংশ গ্রহণ করা যাবে না। বরং সেটি নিয়ে নেকীর আশা ছাড়াই জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করবে।

প্রশ্ন (৪৬) : ন্যাশনাল আইডি কার্ড করতে গেলে ওখানে বলে যে, মহিলাদের কপালের সামনের চুলসহ কান বের করতে হবে। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

-রাবেয়া ইসলাম
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মহিলার জন্য কোনো পরপুরুষের সামনে নিজের চুল বা কান ঢেকে রাখতে হবে। কারণ কানও মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলো ঢেকে রাখাই উত্তম (আন-নূর, ২৪/৩১)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর ইফকের ঘটনাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) সাফওয়ান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে দেখেই মুখ ঢেকে নিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪১৪১)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসমা বিনতু আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘হে আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয় তখন এই দুইটি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়’, এ বলে তিনি তাঁর চেহারা ও দুই হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন (আবূ দাঊদ, হা/৪১০৪)। তবে জরুরী অবস্থায় মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি বের করা যাবে।

প্রশ্ন (৪৭) : আমি একটা ব্যবসা শুরু করতে চাই। আমার হাতে কিছু টাকা আছে, সেটা দিয়ে দোকান নেওয়া ও দোকান সাজানোর কাজ করা হলো। এখন কিছু মালামাল কিনতে হবে। সেটার জন্য টাকার প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমি কারো কাছে টাকা ধার চাইলে কেউ ধার দিতে রাজী নয়। এখন আমার জন্য একটাই পথ খোলা সেটা হলো ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া। আমি জানি ঋণ নিলেই সূদের কারবারের সাথে জড়িয়ে পড়ব। পরামর্শ চাই এখন আমি কী করতে পারি?

-ফজলে সোবহান তাওরাত
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এমতাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে হালাল পন্থায় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যে কেউ আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' (আত-তালাক, ৬৫/২-৩)। কিন্তু কোনোভাবেই সূদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। রাসূল ﷺ সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)।

প্রশ্ন (৪৮) : ছেলে ও মেয়েদের আলাদাভাবে ব্যবস্থা থাকলে গার্মেন্টসে কাজ করতে পারবে কি?

-আব্দুর রহমান
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রথমত ইসলামে মেয়েদেরকে বাইরে বের না হয়ে ঘরে বসবাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। নারীদের আর্থিক যোগানের দায়িত্ব পুরুষদের। বিয়ের আগে তাদের দায়িত্ব বাবার উপর, বিয়ের পরে স্বামীর উপর, তাদের রূযী উপার্জনের চিন্তা করতে হবে না। গার্মেন্টসে নারী পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও বিভিন্ন সমস্যা থেকে তা মুক্ত নয়। কাজেই সেখানে মহিলাদের চাকরি না করাই ভালো।

প্রশ্ন (৪৯) : মৃত ব্যক্তির ভিডিও কিংবা অডিও লেকচার শোনা যাবে কি?

-তানভীর রহমান
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির ভিডিও কিংবা অডিও লেকচার শোনা যাবে। জীবিতাবস্থায় যেমন ব্যক্তির ভিডিও ও অডিও লেকচার শুনে উপকৃত হওয়া যায় তেমনি ব্যক্তি মারা গেলেও তার ভিডিও ও অডিও লেকচার শোনা যায়। কেননা তার লেকচার থেকে যদি জাতি উপকার লাভ করতে পারে তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে দ্বীন প্রচারের স্বার্থে ভিডিও লেকচারগুলো মিডিয়ায় রেখে দেওয়া যায় এবং তা থেকে দ্বীনী ইলম হাছিল করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিন প্রকার আমল ছাড়া- ১. ছাদাকায়ে জারিয়াহ, ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয়, ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১)। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের পথ দেখাবে সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৯৩)।

হাদীছ

প্রশ্ন (৫০) : বরই পাতার রস খেলে এলার্জি ভালো হয়, এই কথাটি নবী করীম ﷺ বলেছেন। উক্ত কথাটি কি সঠিক?

-এস. এম. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : নবী ﷺ থেকে ছহীহ সূত্রে এধরনের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন বক্তব্য নবী ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। সালামা ইবনু আকওয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৯)।

“সম্পাদকীয়”-এর বাকী অংশ

আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর দ্বীন এবং মুমিন বান্দাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি অবশ্যই আবশ্যক করেছি যে, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর পরাক্রমশালী। তিনি আরও বলেন, আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে, ইহকালে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিন’ *(গাফির, ৪০/৫১)*। ‘হে রাসূল! আপনি কাফেরদের বলুন, তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। সেটা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!’ *(আল ইমরান, ৩/১২)*।

সুতরাং মুসলিমদের ভবিষৎ সাফল্য নিশ্চিত যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। উবাই ইবনু কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ‘এই জাতিকে স্বাচ্ছন্দ্য, বিজয় ও ক্ষমতায়নের সুসংবাদ দাও। অতএব, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য পরকালের কাজ করবে, সে আখেরাতে কিছুই পাবে না’ *(আহমাদ, হা/২১২২৩; ছহীহ জামে‘ ছগীর, হা/২৮২৫)*। ফিলিস্তীন অত্যন্ত মূল্যবান এবং খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমি। দখলদারদের হাতে তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই। ফিলিস্তীনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হবার নয়। এটি কেবল ফিলিস্তীনি বা আরবদের ভূমি নয়, বরং এটি সব সময় মুসলিমদের ভূমি। কুরআন-হাদীছের শিক্ষার অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে বিজয় অর্জন সম্ভব হবে না। এ শিক্ষা ব্যতীত যেকোনো উপায় আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের আগমন বাধাগ্রস্ত করে। যেকোনো বাধাকে তুচ্ছ মনে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া পশ্চাদপদতার চেয়ে অনেক উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প’ *(আত-তওবা, ৯/৩৮)*।

মুসলিম জাতির দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম জিহাদ। জিহাদ এই জাতির উপর ফরয করা হয়েছে। ইসলামের এই ফরয বিধানকে উপেক্ষা করে বিজয় আসতে পারে না। কাপুরুষতার পথ পরিহার করে সাহসী জীবনই হচ্ছে একজন মুমিনের প্রকৃত আদর্শ। আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং সর্বদা সৎআমল করতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া তার নেশা। এরূপ ঈমান ও সংগ্রামী চেতনা থাকলে আল্লাহ পক্ষ থেকে বিজয় আসা নিশ্চিত হবে। আল্লাহ মুসলিমদেরকে এটা বোঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! *(.স.)*

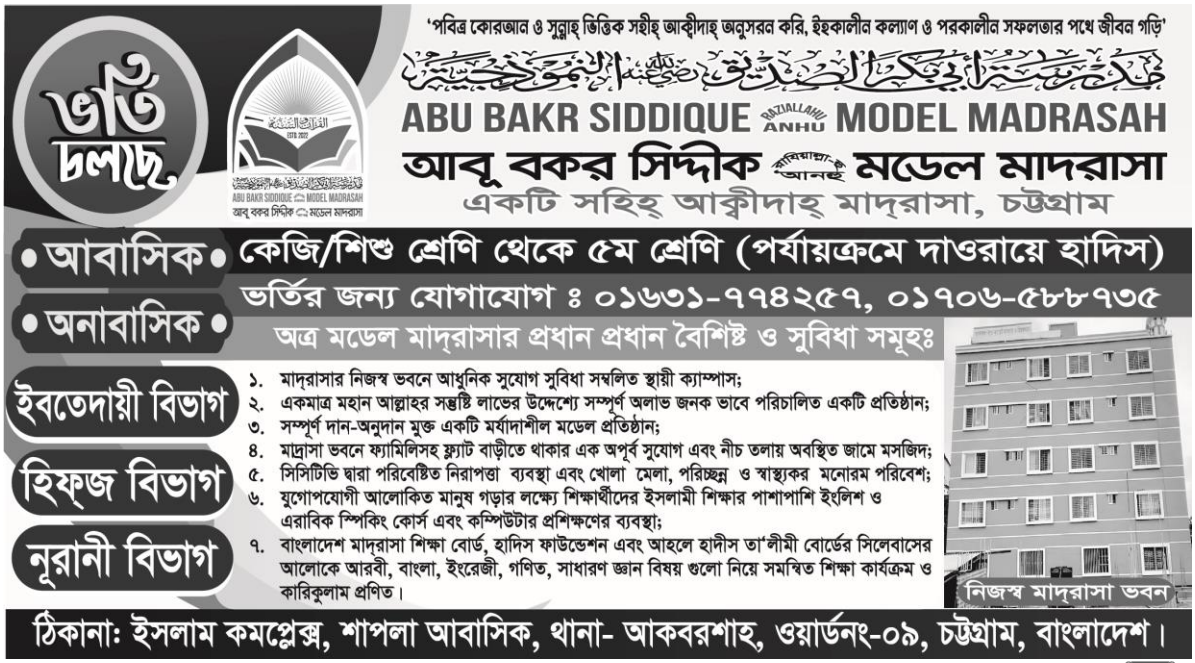

MADRASAH TARBIATUL BANAAT
মাদরাসা তারবিয়াতুল বানাত
আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মহিলা মাদরাসা

আবাসিক
অনাবাসিক

বিভাগ/শ্রেণি/কোর্সসমূহ
- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
- বিশেষ কোর্স
  ক) আরবী বিভাগ খ) জেনারেল বিভাগ

ভর্তি চলছে

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
শাইখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা ০৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০, ০১৬১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

MADRASAH DARUS SALAM
মাদরাসা দারুস সালাম
কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

সাফল্যের ২য় বর্ষে

আমাদের আয়োজন
- কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার পাশা পাশি বাস্তব জীবনের বিশুদ্ধ আমলের প্রশিক্ষণ।
- তাহফীযুল কুরআনিল কারীমসহ সমন্বিত ইসলামী ও জেনারেল শিক্ষার সু-ব্যবস্থা।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- সার্বক্ষনিক আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।
- সেমিস্টার ভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা।
- মাসিক পরিক্ষার ব্যবস্থা।
- নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে সবুজ-শ্যামল খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ।
- অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন।
- আধুনিক ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিভাইস এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ।

বিভাগসমূহ ▪ বালক ▪ বালিকা
- হিফযুল কুরআন বিভাগ
- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ (শিশু-৮ম শ্রেণি)
- আরবী ভাষা শিক্ষা বিভাগ

যোগাযোগ: ঠিকানা: কোঁয়ার, লাকসাম, কুমিল্লা।
০১৩৩০ ০০ ৯০ ৯১ -৯৯

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান : আবুল হাসেম বিন আবদুর রহমান
অধ্যক্ষ : শাইখ আবদুল্লাহ আল মামুন সালাফী

সূচিপত্র

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

ফিকহুস সালাফ

(আহলিল হাদীছ ও সালাফী মানহাজের ফিকহ)

আল্লামা সিদ্দীক খান বিন হাসান আল কান্নূজী আল বুখারী

অনুবাদ ও সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

■ পৃষ্ঠা : ৪৪৮ ■ মূল্য : ৫০০ টাকা

উছমানী ক্বায়েদা

উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন গবেষণা কেন্দ্র

■ পৃষ্ঠা : ৪৮ ■ মূল্য : ৪০ টাকা

কিতাবুদ-দাওয়াহ

আদর্শ শিক্ষা

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

■ পৃষ্ঠা : ১০৪ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

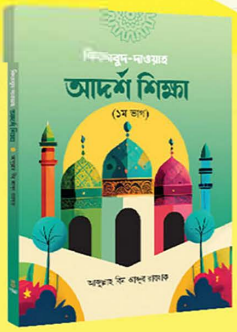

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭

সুখবর সুখবর

KULLIYATUL QURANIL KAREEM
WADDIRASATIL ISLAMIYAH

كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

বিশুদ্ধ ধারার একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ভিশন : দক্ষ মুখলিস আলেম গঠন।

ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক

সানাবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য :

- মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডক্টরেট/ মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্কলার দ্বারা পাঠদান।
- আলিমের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে সানাবিয়্যার সিলেবাস তৈরি।
- আরবি ভাষায় পড়া, লেখা ও বলার পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা।
- কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

“মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে”

সম্পূর্ণ আরাবিক মিডিয়ামে সানাবিয়্যাহ-তে (আলিম)

আলিম সাধারণ বিভাগ

শুধু বালক

প্রতিষ্ঠাতা:

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

পি এইচ ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

যোগাযোগ

০১৮৩৪ ১৭৭৭৬৫
০৯৬১০ ৯৯১৯৯

kulliyatulquran.com
kulliyatulquran

৯ ও ১৭, রোড: ৬/এ, সেক্টর: ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

www.al-itisam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

'যে জ্ঞানার্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।
(মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাউদ, হা/৩৬৪১)

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

যুগোপযোগী মানসম্মত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মহাপরিচালক **শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আবাসিক/ অনাবাসিক

ভর্তির আবেদন (শুধু অনলাইনে): ১ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত

■ ভর্তি পরীক্ষা: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, শুক্রবার ■ ক্লাস শুরু: ০১ জানুয়ারি ২০২৪, সোমবার

শাখা	বালক শাখা	বালিকা শাখা
নারায়ণগঞ্জ	হিফয, নূরানী বিভাগ ও ৩য় শ্রেণি থেকে ফাযীলাত (দাওরা-১ম)	১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি
রাজশাহী	হিফয, নূরানী বিভাগ ও ৩য় শ্রেণি থেকে ফাযীলাত (দাওরা-১ম)	হিফয বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে ফাযীলাত
দিনাজপুর	হিফয, নূরানী বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে আলেমিয়্যাত ১ম বর্ষ (একাদশ)	১ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি
বরিশাল (ইংলিশ ভার্সন)	প্লে থেকে ৮ম শ্রেণি	প্লে থেকে ৮ম শ্রেণি

বি.দ্র. আলেমিয়্যাত ২য় বর্ষে ও ফাযীলাত-২য় বর্ষে ভর্তি নেওয়া হবে না।

নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও দিনাজপুর শাখার বৈশিষ্ট্য

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ফ্রি শিক্ষা কার্যক্রমের পদক্ষেপ হিসাবে আলেমিয়্যাত ও ফাযীলিত (দাওরা) স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর ফ্রি থাকা-খাওয়া ব্যবস্থা থাকবে ইনশা-আল্লাহ।

- যোগ্য দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- সৌদি আরব ও ইন্ডিয়া থেকে আগত উস্তাযগণের দ্বারা পাঠদান।
- আরবী ও ইংরেজি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি মুহাদ্দিছীনের মাসলাক অনুসরণ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা শিক্ষা দান।
- দেশী-বিদেশি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রণীত সিলেবাসের আলোকে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত মনোরম পরিবেশ, উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চার জন্য উন্মুক্ত খেলার মাঠ।
- আরবী ও ইংরেজিতে বক্তৃতার দক্ষতা অর্জনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য সর্বদা অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক তদারকির ব্যবস্থা।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

বরিশাল (ইংলিশ ভার্সন) শাখার বৈশিষ্ট্য

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

- সম্পূর্ণ অবচেতন পদ্ধতিতে ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে আরবি ও ইংরেজি শিক্ষা।
- আরবি ও ইংরেজিতে নির্ভয়ে ও সাবলীল ভঙ্গিতে কথোপকথন।
- ইংরেজি ও আরবি ভার্সনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদান।
- হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য বিষয়ভিত্তিক লেখার ব্যবস্থা।
- সকল শ্রেণিকক্ষ ও সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- জেনারেল ক্লাসের পাশাপাশি শ্রেণিভিত্তিক কুরআন হিফযের ব্যবস্থা।
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উন্নত আবাসিক ব্যবস্থা।
- অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা।
- বায়োমেট্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রগতির রিপোর্ট প্রদান।
- Interactive web site এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর তথ্য হালনাগাদ রাখা।

ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ও হিফয সেকশনের বৈশিষ্ট্য

- আবাসিক ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের স্পেশাল কেয়ারের ব্যবস্থা।
- তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয সমাপ্তির ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ ক্বারীদের অডিও ভিডিও শুনা ও দেখার ব্যবস্থা।
- প্রতিদিন তিনবেলা রুচিসম্মত স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন ও নিরাপদ সুপেয় পানির সুব্যবস্থা।
- নিরাপত্তা প্রহরীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- প্রতি মাসে পরীক্ষা ও মাসিক সর্বোচ্চ অধ্যয়নকারীকে পুরস্কার প্রদান।

যোগাযোগের ঠিকানা

নারায়ণগঞ্জ শাখা
বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৪৭-৯০৫৫৭০, ০১৭২৬-৫৯৭৬৪৬
jamiahsalafiayahnar@gmail.com

রাজশাহী শাখা
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমখদুম, রাজশাহী।
০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২
jamiahraj.edu@gmail.com

দিনাজপুর শাখা
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
jamiahdinaj.edu@gmail.com

বরিশাল শাখা
গোরাচাঁদ দাস রোড (ওয়ার্ড-২৬)
০১৭২৩-০০৮৪৯১
salafienglishversionschool@gmail.com

ভর্তি ফরম পূরণ করতে ভিজিট করুন: **jamiah.nirf.org.bd**